CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-307 ■ 6 August, 2026 ■ আগরতলা ৬ আগস্ট, ২০২৬ ইং ■ ২০ শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

অনুচ্ছেদ ৩৭০ বিলোপের সপ্তম বর্ষপূর্তিতে

জম্মু কাশ্মীর ও লাদাখে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট (আইএএনএস)।। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৭০ বিলোপের সপ্তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখের উন্নয়নের প্রতি তাঁর সরকারের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, গত সাত বছরে দুই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উদ্যোগ, ক্রীড়া-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

এক্স (সাবেক টুইটার)-এ করা এক পোস্টে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আজ থেকে সাত বছর আগে অনুচ্ছেদ ৩৭০ এবং ৩৫(এ) ইতিহাসে পরিণত হয়েছিল। সেই দিন থেকেই জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখের নতুন যাত্রার সূচনা হয়। গত সাত বছরে এই দুই অঞ্চলের মানুষের জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। পরিকাঠামোর উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উদ্যোগ এবং ক্রীড়াক্ষেত্রে নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে। নারী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, যারা দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন, তাঁরাও এখন ভারতের সংবিধানের পূর্ণ প্রয়োগের ফলে ক্ষমতায়িত হয়েছেন।"

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, এ বছরের ৫ আগস্ট দিনটি আরও তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ দেশ জুড়ে পালিত হবে ভারতীয় জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী। তাঁর কথায়, "জাতীয় ঐক্যের প্রতি ড. মুখোপাধ্যায়ের আজীবন অঙ্গীকার আজও প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে। বহু দশক আগে তিনি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার ঐতিহাসিক বাস্তবায়ন হয়েছিল ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট।" প্রধানমন্ত্রী জানান, জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখের সার্বিক উন্নয়ন এবং প্রতিটি নাগরিক যাতে বড় স্বপ্ন দেখতে, সাফল্য অর্জন করতে এবং 'বিকশিত ভারত' গঠনে অবদান রাখতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই কেন্দ্র সরকার কাজ চালিয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট রাষ্ট্রপতির আদেশের মাধ্যমে কেন্দ্র সরকার জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ সাংবিধানিক মর্যাদা বাতিল করে অনুচ্ছেদ ৩৭০ কার্যত অকার্যকর ঘোষণা করে। একইসঙ্গে তৎকালীন জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে পুনর্গঠন করে দুটি পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলজম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখগঠন করা হয়। এর মাধ্যমে বিশেষ সাংবিধানিক মর্যাদার অবসান ঘটে।

বিক্ষোভে অংশ নেওয়া তরুণদের মোকাবেলায়

আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সংযম রাখা জরুরি ঃ সুপ্রিমকোর্ট

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট (আইএএনএস)।। বিক্ষোভে অংশ নেওয়া তরুণদের মোকাবিলায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংযম দেখানো উচিত এবং কঠোরতার পরিবর্তে কাউন্সেলিং, সংলাপ ও তাদের বক্তব্য শোনার ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছে সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার শীর্ষ আদালত ২০ জুলাইয়ের 'সংসদ চলো' মিছিলের আয়োজকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে দায়ের হওয়া একটি জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে এই পর্যবেক্ষণ করে।

প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি ভি. মোহনার বেঞ্চ অবসরপ্রাপ্ত এক ভারতীয় বায়ুসেনা আধিকারিকের দায়ের করা আবেদনটি নিট-ইউজি ২০২৬ প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ ঘিরে ছাত্র আন্দোলন সংক্রান্ত অন্যান্য বিচারাধীন মামলার সঙ্গে যুক্ত করার নির্দেশ দেয়।

আবেদনে দাবি করা হয়েছে, ২০ জুলাইয়ের মিছিলের আয়োজকদের জবাবদিহির আওতায় আনা হোক এবং বিক্ষোভ চলাকালীন পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে অশালীন বা অবমাননাকর ভাষা ব্যবহারকারীদের চিহ্নিত করা হোক। পাশাপাশি অভিযুক্তদের সাত দিনের তত্ত্বাবধানে কমিউনিটি সার্ভিসে অংশ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার আবেদনও জানানো হয়েছে। রাজনৈতিক সমঝোতার ভিত্তিতে বিক্ষোভ-সংক্রান্ত ফৌজদারি মামলা প্রত্যাহারের বিরুদ্ধেও আপত্তি তোলা হয়েছে। শুনানিতে আবেদনকারীর আইনজীবী যুক্তি দেন, ২০ জুলাইয়ের ঘটনার জন্য সরকার ও পুলিশের জবাবদিহি চাওয়া হলেও দুই সপ্তাহের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও আয়োজকদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তিনি দাবি করেন, অনুমতি ছাড়াই সংসদের দিকে মিছিল করার সময় যে সহিংসতা ঘটেছিল, তার দায় আয়োজকদেরও বহন করা উচিত। এর জবাবে প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত বলেন, কিছু 'বিভ্রান্ত' ব্যক্তি পাথর ছোড়ার মতো কাজ করলেও রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিক্রিয়া হতে হবে পরিমিত ও দায়িত্বশীল।

তিনি বলেন, "কিছু বিভ্রান্ত মানুষ পাথর ছুড়লেও তরুণদের শান্ত করা এবং কাউন্সেলিং করা প্রয়োজন। তাদের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দরকার। শক্তিশালী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আক্রমণাত্মক মনোভাব পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলতে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

প্রাণ গেলেও দেশে ফিরবই হাসিনা

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট (আইএএনএস)।। বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার দাবি করেছেন, গত দুই বছরে বাংলাদেশের পরিস্থিতি আরও অবনতির দিকে গেছে এবং বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পরও দেশের মানুষ এখনও ভয়, নিরাপত্তাহীনতা ও অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে জীবনযাপন করছেন। একই সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন, চলতি বছরের শেষ নাগাদ তিনি বাংলাদেশে ফিরবেন।

নয়াদিল্লি থেকে অডিও লিঙ্কের মাধ্যমে এক সাংবাদিক বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, গত দুই বছর ধরে ভারতে নির্বাসিত জীবন কাটালেও তিনি বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি বলেন, কারচুপির নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পরও পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হয়নি। বাংলাদেশ এখনও ভয়, সন্ত্রাস, হতাশা, অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং গভীর নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছে। বক্তব্যের একাধিক সময় আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন শেখ হাসিনা। গত দুই বছরের ঘটনাবলি স্মরণ করে তিনি বলেন, তিনি তাঁর প্রিয় বাংলাদেশকে কষ্ট পেতে দেখেছেন।

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের ছাত্র আন্দোলনের প্রসঙ্গ টেনে সাবেক প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেন, আন্দোলনটি শুরু থেকেই শান্তিপূর্ণ সংস্কার ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

৯ দফা দাবিতে সপ্তাহব্যাপী গণআন্দোলন শুরু কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট ।। নাগরিক অধিকার রক্ষা, সরকারি সম্পদ সুরক্ষা, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য, খাদ্য নিরাপত্তা, মনরেগা, উন্নয়ন প্রকল্প, ভোটাধিকার এবং বিভিন্ন মন্দিরে অর্থ ও প্রণামী আত্মসাতের অভিযোগের প্রতিবাদে সপ্তাহব্যাপী গণআন্দোলনের সূচনা করল প্রদেশ কংগ্রেস। সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবে বুধবার আগরতলার ওরিয়েন্ট চৌমুহনী এলাকায় তিন ঘণ্টাব্যাপী গণঅবস্থান কর্মসূচির আয়োজন করে সদর জেলা কংগ্রেস।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী, সদর জেলা কংগ্রেসের সভাপতি তন্ময় রায়, প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সভাপতি নীলকমল সাহা, প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী সর্বাণী ঘোষ, তপশিলি কংগ্রেসের সভাপতি নিরঞ্জন দাস, ওবিসি কংগ্রেসের সভাপতি মনোরঞ্জন দেবনাথ, কংগ্রেস নেতা সুশান্ত চক্রবর্তী, এনএসইউআই-এর রাজ্য সভাপতি আমীর হোসেন, প্রদেশ কংগ্রেসের সহ-সভাপতি শান্তিরঞ্জন দেবনাথ, সহ-সভানেত্রী পৃথা দেব, ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

অস্মিতাকে সংবর্ধনা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগষ্ট ।। কমনওয়েলথ গেমসে জুডোয় ভারতের হয়ে প্রথমবারের মতো স্বর্ণপদক জিতে ইতিহাস গড়া ত্রিপুরার কৃতি কন্যা অস্মিতা দে-কে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। এদিন অস্মিতা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। সঙ্গে ছিলেন মন্ত্রী টিংকু রায়, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি অভিষেক দেবরায়। তাকে ফুল ও উত্তরীয় পরিয়ে শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অস্মিতা দে-র এই ঐতিহাসিক সাফল্য শুধু ত্রিপুরার নয়, সমগ্র দেশের জন্য গর্বের বিষয়। তাঁর কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা, অধ্যবসায় এবং অদম্য মানসিক শক্তি দেশের লক্ষ লক্ষ তরুণ ক্রীড়াবিদকে অনুপ্রাণিত করবে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, কমনওয়েলথ গেমসে জুডোয় ভারতের প্রথম স্বর্ণপদক জয় করে অস্মিতা দে দেশের ক্রীড়া ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছেন। তাঁর এই অসাধারণ কৃতিত্ব ত্রিপুরার পাশাপাশি গোটা দেশকে গর্বিত করেছে।

তিনি অস্মিতা দে-র আগামী দিনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে বলেন, দেশের প্রত্যাশা ও ভালোবাসা নিয়ে তিনি যেন আন্তর্জাতিক মঞ্চে আরও সাফল্য অর্জন করেন এবং ভবিষ্যতেও এভাবেই দেশ ও রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করে চলেন।

প্রাক্তন জঙ্গিদের ১৩ আগস্ট থেকে অনির্দিষ্টকালের সড়ক অবরোধের হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগষ্ট ।। দীর্ঘদিনের ৯ দফা দাবি পূরণ না হওয়ার অভিযোগ তুলে আগামী ১৩ আগস্ট থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য রেল ও জাতীয় সড়ক অবরোধের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিদের সংগঠন জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি অব রিহ্যাবিলিটেটেড ক্যাডারস এবং জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি।

বুধবার আগরতলায় আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের নেতৃত্বরা জানান, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের আহ্বানে সাড়া ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিলের প্রতিবাদে

সাতচাঁদে গ্রাহকদের বিক্ষোভ সোনামুড়ায় দপ্তরে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগষ্ট ।। অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিলের প্রতিবাদে সাতচাঁদ এলাকায় বিক্ষোভে সামিল হলেন অসংখ্য গ্রাহক। দীর্ঘদিন ধরে স্বাভাবিক হারে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করলেও চলতি মাসে হঠাৎ করেই কয়েক গুণ বেশি বিল আসায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন তারা।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, এতদিন যেখানে তাদের মাসিক বিদ্যুৎ বিল ২৫০ থেকে ৫০০ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত, সেখানে কোনো পূর্ব ঘোষণা বা ব্যাখ্যা ছাড়াই চলতি মাসে ১,৫০০ থেকে ১,৭০০ টাকা পর্যন্ত বিল পাঠানো হয়েছে। এতে সাধারণ ও নিম্নআয়ের পরিবারগুলো চরম আর্থিক সংকটে পড়েছে বলে দাবি করেন তারা।

গ্রাহকদের দাবি, অবিলম্বে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল প্রত্যাহার করে সঠিকভাবে বিল পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। পাশাপাশি কেন হঠাৎ এত বেশি বিল এসেছে, সে বিষয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরকে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়ার আহ্বান জানান তারা। বিক্ষোভকারীরা সতর্ক করে বলেন, দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটতে বাধ্য হবেন তারা। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে, অস্বাভাবিক হারে বিদ্যুৎ বিল বৃদ্ধি এবং তার জেরে সাধারণ মানুষের ওপর বাড়তে থাকা আর্থিক চাপের প্রতিবাদে আজ সোনামুড়া বিদ্যুৎ দপ্তরে ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করে বিদ্যুৎ গ্রাহক ও কর্মচারী কল্যাণ সমিতি।

ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন সোনামুড়া বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী, রাজ্য কমিটির সদস্য সুরেশ দাস, জেলা কমিটির সম্পাদক রতন সাহা-সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতা-কর্মীরা।

প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, সাম্প্রতিক সময়ে বিদ্যুৎ বিল অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে গরিব ও নিম্নআয়ের পরিবারগুলো চরম আর্থিক সংকটে পড়েছেন। তাদের দাবি, কোনো যৌক্তিক ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

মোদির ফেসবুক পোস্ট সাময়িক নিষেধাজ্ঞা ছিল ভুল ঃ মেটা

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট (আইএএনএস) ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ফেসবুক পোস্টে সাময়িকভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘটনায় ক্ষমা চেয়েছে মেটা। সংস্থার চিফ গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স অফিসার জোয়েল কাপলান জানান, এই ভুলের জন্য তিনি কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ছদ্মবেশে জোট করে জনগণকে ঠকাচ্ছে বিজেপি ও মথা ঃ জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগষ্ট ।। ছদ্মবেশে জোট করে জনগণকে ঠকাচ্ছে বিজেপি ও তিপ্রা মথা। এই দুই দল তাদের জোট প্রকাশ্যে নিয়ে আসুক। এটি রাজ্যবাসী তথা তিপ্রাসা জনগণের জন্য কল্যাণ। আজ বিজেপি ও তিপ্রা মথার জোট প্রসঙ্গে এমনটাই বললেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

তিনি বলেন বিজেপি ও তিপ্রা মথার ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের জন্য নতুন করে জোট ঘোষণার প্রয়োজন নেই। ২০২৩ সাল থেকেই তাদের জোট অব্যাহত রয়েছে। তবে সেটি কখনো আড়ালে কখনো আবডালে। তাদের ব্যর্থতাগুলি ঢাকার জন্য এই দুই দল একে অপরের বিরুদ্ধে সুর চড়ায়। ঝামেলা করে বাড়িঘর ভাঙচুর করে। কিন্তু তারা একে অপরের সঙ্গে জোটে রয়েছে। এর ফলে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে তারা। সিপিএমকে সরিয়ে দিতেই তাদের এই কৌশল বলে দাবি বিরোধী দলনেতার। তিনি বিজেপি ও তিপ্রা মথাকে তাদের জোট প্রকাশে ঘোষণা করার আহ্বান জানান।

এদিকে ভারতের হয়ে স্বর্ণজয়ী অস্মিতা দে সম্পর্কেও শাসক দলকে দোষারোপ করেন তিনি। বিরোধী দলনেতার কথায়, রাজ্য সরকারের মন্ত্রী টিংকু রায় বলেছেন ভারত সরকারি অস্মিতাকে বিশ্বমঞ্চে পাঠিয়েছে। কিন্তু ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

নুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপির হাতছাড়া, প্রধান সিপিএমের সেলিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৫ আগস্ট ।। দীর্ঘ রাজনৈতিক টানাপোড়েনের পর অবশেষে উনকোটি জেলার গৌরনগর ব্লকের নুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ক্ষমতা হারাল বিজেপি। বুধবার অনুষ্ঠিত প্রধান নির্বাচনে কংগ্রেস-সিপিএমের সমর্থনে সিপিএমের সদস্যা সেলিনা বেগম নতুন প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হন। জেলা পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে নুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে প্রধান নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পঞ্চায়েতের মোট ৯ জন সদস্য ভোটাভুটিতে অংশ নেন। ভোটাভুটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সেলিনা বেগম প্রধান নির্বাচিত হন।

উল্লেখ্য, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে নুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপি ৫টি আসনে জয়লাভ করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল। এরপর ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

দু'ঘন্টার বৃষ্টিতে জলমগ্ন আগরতলা, দুর্ভোগ

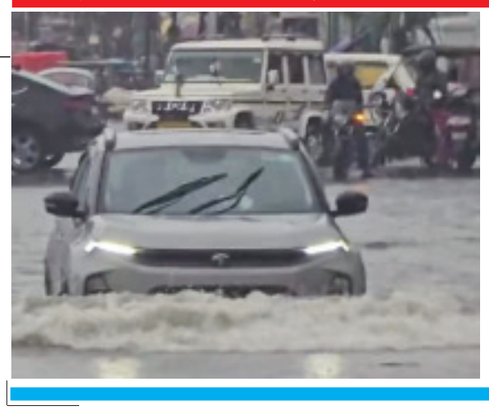

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগষ্ট ।। টানা প্রায় দু'ঘন্টার ভারী বৃষ্টিতে বুধবার কার্যত জলমগ্ন হয়ে পড়ে রাজধানী আগরতলার একাধিক নিচু এলাকা। হাঁটুসমান জল জমে স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। যান চলাচল ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি দীর্ঘক্ষণ ধরে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয় শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কে।

সবচেয়ে বেশি জল জমে মেলারমাঠ, ওরিয়েন্ট চৌমুহনী, প্যারাডাইস চৌমুহনী, অফিস লেন, ফায়ার ব্রিগেড চৌমুহনী এবং জ্যাকসন গেট সংলগ্ন এলাকায়। রাস্তাঘাট জলমগ্ন হয়ে যাওয়ায় বহু মানুষকে হাঁটুসমান জল পেরিয়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে হয়। অনেক এলাকায় নর্দমার ময়লা ও আবর্জনা বৃষ্টির জলের সঙ্গে রাস্তায় উঠে আসায় দুর্ভোগ আরও বেড়ে যায়।

ভারী বৃষ্টির জেরে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়। যানবাহন ধীরগতিতে চলাচল করায় অফিসফেরত মানুষ, শিক্ষার্থী এবং সাধারণ যাত্রীদের চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হয়। অনেক জায়গায় বিকল্প পথে যান চলাচলের ব্যবস্থা করতে হয়।

এদিকে, জলাবদ্ধতা নিয়ে ফের প্রশ্নের মুখে পড়েছে আগরতলা স্মার্ট সিটি প্রকল্পের নিকাশি ব্যবস্থা। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, স্মার্ট সিটি প্রকল্পে বিপুল অর্থ ব্যয় হলেও সামান্য বৃষ্টিতেই শহরের বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ছে। তাঁদের দাবি, অপরিষ্কার ও বদ্ধ নিকাশি ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

Page 1.pmd 1 06-08-2026, 00:57

CMYK

জাগরণ
আগরতলা ৬ আগস্ট, ২০২৬ ইং
২০ শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

‘প্রাণের পরোয়া করি না, দেশে ফিরিতে চান হাসিনা

শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক বক্তব্য ব্যাপকভাবে আলোচিত ও রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন করিয়া তোলপাড় সৃষ্টি করিয়াছে। বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতে অবস্থানরত অবস্থাতেই দেশে ফিরিবার প্রত্যয় প্রকাশ করিয়া এই মন্তব্য করিয়াছেন। জীবন বা সুরক্ষার তোয়াক্কা না করিয়া জনগণের স্বার্থে বাংলাদেশে ফিরিয়া যাইবার ঘোষণা দিয়াছেন তিনি। তিনি অভিযোগ তুলিয়াছেন যে, ২০২৪ সালের আগস্টে তাঁহার পদত্যাগের পর থেকে দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ চরম পেছনের দিকে বা ‘অতলে’ তলাইয়া গিয়াছে।আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে দেওয়া বক্তব্যে তিনি বাংলাদেশে ফিরিয়া প্রয়োজনে আদালতের মুখোমুখি হওয়া এবং আত্মসমর্পণ বা আইনি প্রক্রিয়ায় লড়াই করিবার ইঙ্গিতও দেন। বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয়ে থেকে দেশে ফিরিবার যে বক্তব্য বা প্রত্যাশা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন বিতর্ক, উদ্বেগ ও কূটনৈতিক টানাপোড়েনের সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতে অবস্থানকালীন তাহার দেশে ফিরিবার বক্তব্য আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের সাময়িক চাঙ্গা করিয়াছে এবং দলটির রাজনৈতিক পুনর্বাসনের আশা জাগাইয়াছে।বর্তমান সরকার, বিএনপি ও অন্যান্য দল এই বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। তাহাদের মতে, শেখ হাসিনা বিচারে দণ্ডিত/অভিযুক্ত এবং স্বেচ্ছায় ফিরিলে তাহাকে সরাসরি আইনি মুখোমুখি হইয়া কারাদণ্ড ও বিচারিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। ঢাকা ভারতের কাছে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছে যেন শেখ হাসিনা ভারতীয় ভূখণ্ড ব্যবহার করিয়া রাজনৈতিক বক্তব্য প্রদান বা বাংলাদেশের রাজনীতিতে অস্থিতিশীলতা তৈরি না করিতে পারেন। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে থাকা সাজা ও মামলার প্রেক্ষাপটে তাহার সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তন দেশে নতুন করিয়া রাজনৈতিক সংঘাত, বিক্ষোভ ও সহিংসতার ঝুঁকি তৈরি করিয়াছে।

ভারতে আশ্রয় নেওয়ার পর থেকে এ দেশের মাটিতে প্রথম সাংবাদিক বৈঠক করিলেন শেখ হাসিনা। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের জেরে দু’বছর আগে আজকের দিনেই বাংলাদেশ ছাড়িয়া ভারতে পালাইয়া আসিয়াছিলেন তিনি। সেই থেকে ভারতেই সাময়িক আশ্রয়ে রহিয়াছেন হাসিনা। তবে এ বার নিজের দেশে ফিরিতে চান। বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডিসেম্বরেই ফিরিয়া যাইতে চান নিজের দেশে। বুধবার তাহা ফের স্পষ্ট করিয়া দিলেন শেখ হাসিনা। জানাইলেন, সময় আসিলে দিনক্ষণও বলিয়া দিবেন।হাসিনার দাবি, ক্ষমতায় ফিরিবার উদ্দেশ্য নিয়া তিনি বাংলাদেশে ফিরিতেছেন না। তাঁহার লক্ষ্য নিজের দেশকে ‘সঠিক পথে’ ফেরানো। তিনি বাংলাদেশে ফিরিলে তাঁহাকে মারিয়া ফেলা হইতে পারে, সেই আশঙ্কাও রহিয়াছে। তবে এ সবের তোয়াক্কা না করিয়াই বাংলাদেশে ফিরিতে চান আওয়ামী লীগ নেত্রী। কেন? সেই কারণও জানাইলেন। গত দু’বছরে বাংলাদেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে শুধু পিছাইয়াই পড়িয়াছে বলিয়া অভিযোগ হাসিনার। জানাইলেন, নিজের দেশকে এই প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের জন্যই বাংলাদেশে ফিরিতে চান তিনি।এ দিনের ভার্চুয়াল বার্তায় তুলোধনা করিলেন তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের বর্তমান সরকারকেও। জিডিপি-তে ধস থেকে শুরু করিয়া শিল্পে অব্যবস্থা, কর্মসংস্থানের অভাব-সহ বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিঁধিলেন তারেকের সরকারকে। বলিলেন, “ধারের টাকায় সরকার চলিতেছে।”বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর দাবি, এই পরিস্থিতির বদল করিতেই তিনি বাংলাদেশের ফিরিতে চান। তবে বাংলাদেশে ফেরা নিয়া তারেকের সরকারের সঙ্গে তাঁহার কোনও আলোচনা চলিতেছে না, তাহা-ও এ দিন স্পষ্ট করিয়া দেন হাসিনা-পুত্র সজীব ওয়াজিদ জয়।বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের আমল থেকেই আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ রহিয়াছে সে দেশে। বিএনপি ক্ষমতায় আসিবার পরেও সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়নি। সে কথা স্মরণ করাইয়া হাসিনার দাবি, তাঁহার দলের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া নিতে হইবে। আওয়ামী লীগের পতনের পর থেকে যাঁহারা ‘রাজনৈতিক বন্দি’ হইয়াছেন, তাঁহাদেরও মুক্তির দাবি তুলিলেন আওয়ামী লীগ নেত্রী।গত দু’বছর ধরিয়া ভারতেই রহিয়াছেন হাসিনা। তাঁহাকে বাংলাদেশের প্রত্যর্পণের জন্য বিভিন্ন সময়ে কূটনৈতিক স্তরে বার্তা পাঠাইয়াছে ঢাকা। ভারত সেই কূটনৈতিক বার্তার প্রাপ্তিস্বীকার করিলেও হাসিনা-প্রসঙ্গে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা ঘোষণা করেনি। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেও নয়, তারেকের আমলেও নয়। এ দিন হাসিনা-পুত্র জয় দাবি করেন, হাসিনা এ দেশে আশ্রয় নেওয়ার পর থেকে তাঁহাকে ‘হেড অফ স্টেট’ হিসেবেই দেখিতেছে ভারত। হাসিনাও বলেন, “ভারত আমাদের বন্ধু। বাংলাদেশ যখনই কোনও সমস্যায় পড়িয়াছে ভারত পাশে দাঁড়াইয়াছে। ভারত সব সময় ভাল বন্ধু হইয়া থাকিয়াছে। বুধবার সন্ধ্যায় দিল্লির ‘ফরেন করেসপন্ডেন্টস ক্লাবে’ ভার্চুয়াল সাংবাদিক বৈঠক করেন হাসিনা। গত জানুয়ারিতে দিল্লির এই ক্লাবেই এক অনুষ্ঠানে হাসিনার বক্তৃতা শোনানো হয়। সেই বার অডিয়ো ক্লিপ শোনানো হইয়াছিল। তবে এ বারে পুরোদস্তুর ভার্চুয়াল সাংবাদিক বৈঠক। ছিল প্রশ্নোত্তর পর্বও। সেখানে আওয়ামী লীগ নেত্রীর কাছে জানিতে চাওয়া হয়, তিনি কবে দেশে ফিরিতেছেন? নির্দিষ্ট দিনক্ষণ না জানাইলেও হাসিনা বলেন, “আমি বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের মানুষ অনেক ভুগিয়াছেন। আমি এটা আর নিতে পারছি না। ডিসেম্বর বিজয়ের মাস। তাই ডিসেম্বরেই ফিরিতে চাই। বস্তুত, বাংলাদেশ থেকে পালাইয়ায়ে ভারতে চলিয়া আসিবার পরে ঢাকার ট্রাইবুনালে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন হাসিনা। তাঁহার ফাঁসির সাজা ঘোষণা হইয়াছে। বাংলাদেশে ফিরিলেই তাঁহাকে গ্রেফতার করা হইতে পারে। তবে নিজের অবস্থানে অনড় হাসিনা। প্রশ্ন করায় বলিলেন, “ওরা আমাকে মারিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু আমাকে ফিরিতে হইবে। সাধারণ মানুষের সমর্থন আমার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।” বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর কথায়, “আমি আমার লোকেদের কাছে ফিরিয়া যাইব। আমার দেশের লোকেরা যখন ভুগিতেছে, তখন ভয় আমাকে কর্তব্য থেকে দূরে সরাইয়া রাখিতে পারে না। বাংলাদেশকে সঠিক পথে ফেরাইতে আমি ফিরব। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াইতে আমি ফিরিতে চাই।”

স্বাস্থ্য সমীক্ষাই বলে দিচ্ছে দেশের আয় বাড়লেই নাগরিকের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে না

বিশেষ প্রতিবেদন।। সমীক্ষাটা হয়েছে ছোঁয়াচে নয় এমন রোগ নিয়ে। ইংরাজিতে বলে নন কমিউনিকেবল ডিজিজ বা এনসিডি। আর এই নিয়ে সংবাদমাধ্যমের শিরোনামেই নয়, বিশ্ব জুড়ে নীতি নির্ধারক ও স্বাস্থ্য সংস্থাগুলির দুশ্চিন্তার শেষ নেই। বিশ্বের বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ ভারতে আজ এই এনসিডি মহামারি হয়ে দেখা দিয়েছে এবং এর থেকে মৃত্যুর সংখ্যাতেও ভারত অন্যান্য দেশের থেকে রয়েছে এগিয়ে।

সমস্যা হল জাতীয় উৎপাদনের নিরিখে ভারত বিশ্বের প্রথম পাঁচটির মধ্যে জায়গা করে নিলেও, মাথাপিছু আয়ের অঙ্কে ভারত এখনও নিম্ন মধ্যবিত্ত আয়ের দেশগুলির একটি। আর্থ-সামাজিক সমীক্ষাগুলি বলছে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়া এই মহামারির পিছনে রয়েছে সামাজিক ও আর্থিক সুরক্ষা নিয়ে বাড়তে থাকা উৎকণ্ঠা। এক কথায় এনসিডি মহামারিকে বাড়তে থাকা আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের সূচক হিসাবেও ধরতে চাইছেন অনেকেই।

যে সমীক্ষা নিয়ে এই প্রসঙ্গের উত্থাপন, সেটি করেছিল ভারতের অন্যতম চিকিৎসা গবেষণা সংক্রান্ত শীর্ষ কেন্দ্রীয় সংস্থা ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর মেডিক্যাল রিসার্চ বা আইসিএমআর। কোভিড-উত্তর সময়ে এই সংস্থাটির নাম আর আমাদের কাছে অপরিচিত নয়। তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কিন্তু এ নিয়ে আগেই দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছিল। এবং হাতে হাত রেখে এর মোকাবিলার জন্য টেকসই উন্নয়ন বা সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্টের অংশ হিসাবে এই লড়াইকেও অংশীদার করে নেওয়া হয়েছে, যাতে ২০৩০ সালের মধ্যে এই সমস্যার প্রতিবিধান করা যায়।

আর একটু এগোনোর আগে দেখে নেওয়া যাক কেন এত দুশ্চিন্তা। সমীক্ষা বলছে, এনসিডি গোটা বিশ্বে প্রতি বছর চার কোটি ১০ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী। বিশ্ব জুড়ে প্রতি ১০টি মৃত্যুর মধ্যে সাতটি মৃত্যুর কারণ এনসিডি। আরও ভয়ানক হল এই চার কোটি ১০ লক্ষের মধ্যে এক কোটি ৫০ লক্ষের হয় অকালমৃত্যু। আর এই সংখ্যায় আমাদের অবদান? এই রোগের কারণে অকালমৃত্যুর ৮৫ শতাংশই হয় ভারতের মতো নিম্ন মধ্যবিত্ত দেশগুলিতে! ভারতের ক্ষেত্রে অঙ্কটা দাঁড়ায় এই রকম। প্রতি বছর আমাদের দেশে ৫০ লক্ষ ৮৭ হাজার মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী যে রোগগুলি তার সবকটিই এনসিডি। এই সংখ্যাটি কত মারাত্মক তা বুঝতে শুধু গড় মৃত্যুর সংখ্যায় চোখ রাখাই যথেষ্ট। ভারতে প্রতি বছর মারা যান ৮০ লক্ষের কিছু বেশি মানুষ। আর তার মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশই হলেন এনসিডি-র বলি।

ফেরা যাক আইসিএমআর সমীক্ষায়। এই সমীক্ষা বলছে ভারতে ডায়াবিটিস আক্রান্তের সংখ্যা জনসংখ্যার ১১.৪ শতাংশ, প্রিডায়াবিটিসে ১৫.৩ শতাংশ, রক্তচাপে ৩৫.৫ শতাংশ, কোলেস্টরলে ৮১.২ শতাংশ। মাথায় রাখতে হবে দুশ্চিন্তা এবং অন্যান্য মানসিক চাপও এই রোগের তালিকায় একটা বড় জায়গায় আছে। আর এই দুশ্চিন্তার কারণেই কিন্তু উচ্চ রক্তচাপজনিত সমস্যা থেকে ডায়াবিটিস সবই নাকি হতে পারে।

আর গল্পের শুরু এইখানেই। সরকারি সংস্থার এই সমীক্ষা বলছে ভারতের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ এই সমস্যার কারণে হৃদরোগের শিকার অথবা যকৃত লিভার বা কিডনির সমস্যার শিকার হচ্ছে। এই সংখ্যাটা বাড়ছে। মাথায় রাখতে হবে শহরের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা নিয়ে উৎকণ্ঠা গ্রামের মানুষের থেকে অনেক বেশি বলেই ধারণা ছিল সবার, এবং সেই কারণেই এই সমস্যাকে শহুরে জীবনের উৎপাত বলে মনে করা হত। কিন্তু এই সমীক্ষা বলছে জীবন নিয়ে উৎকণ্ঠা বাড়ছে গ্রামাঞ্চলেও। এবং এই সমীক্ষা বলছে চিকিৎসা ব্যবস্থাকে এই মুহূর্তে ঢেলে নতুন করে না সাজালে ভারতের আর্থ-সামাজিক ক্ষতি হবে সাংঘাতিক। ভারতের বড় অংশ একই সঙ্গে আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের শিকার। তাই এখন শুরু হয়েছে এই দুইয়ের মধ্যে যোগাযোগের অনুসন্ধান।

অনেকেই বলবেন, আসলে এই রোগের ব্যাপ্তি প্রমাণ করে ভারতের বৈভব বাড়ছে আর তার ফল ভোগ করছেন সাধারণ মানুষেরা আর তাই এই এনসিডি-র উৎপাতও বাড়ছে। কারণ, বৈভব বাড়লে মানুষের শারীরিক পরিশ্রম কমে যায় বলেই এটা হয়।

এত দিন এ নিয়ে খুব বেশি কাজ হয়নি। সম্প্রতি শুরু হওয়া কয়েকটি সমীক্ষার প্রাথমিক নির্দেশ কিন্তু আর্থ-সামাজিক বিভেদই। অর্থাত সাধারণ অনুমান আর বাস্তবের মধ্যে একটা ফারাক এই সমীক্ষাগুলোতে উঠে আসছে। লানসেটে প্রকাশিত অন্যান্য গবেষণাপত্র, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার, বিশ্বব্যাঙ্ক-সহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির প্রাথমিক নির্দেশ কিন্তু নিম্ন মধ্যবিত্ত দেশগুলি বিশেষ করে ভারতেও বাড়তে থাকা বৈষম্যের দিকে। জাপান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যখন জীবনযাত্রার সমস্যায় এই সব রোগ বেশি হত তখন তা ছিল বিত্তের উৎপাত। কিন্তু আধুনিক বিশ্বে দেখা যাচ্ছে বিত্তের সঙ্গে শারীরিক সক্ষমতার সংযোগ বাড়ছে। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে খরচ, তা করতে বিত্তবানেরা সক্ষম। এবং নতুন যুগে তাঁরা তা করছেনও। উল্টো দিকে সমস্যাটা খুব জটিল। এক দিকে হল পুষ্টিকর খাদ্যের উপর অধিকারের অভাব। আর্থিক কারণে বৈষম্যের বৃহত্তর মেরুতে যাঁদের অবস্থান, তাঁদের পক্ষে যে ধরনের খাবার খেলে এই রোগের হাত থেকে বাঁচা যায় তা তাঁদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। পাশাপাশি, অপুষ্টিকর কিন্তু রসনা তৃপ্ত করে এমন খাবারের প্রতি বাড়তে থাকা টান। কিন্তু এটা একটা ত্রিভুজের মতো। যাঁরা আর্থিক ভাবে বলবান এবং ত্রিভুজের শীর্ষে তাঁদের জীবনযাত্রায় স্বাস্থ্যরক্ষা একটা বড় অংশ। মধ্যে যাঁরা, তাঁরা একদম তলায় যাঁরা আছেন তাঁদের থেকে তুলনায় ভাল কিন্তু এত ভাল নয় যে জীবনযাত্রার নানান সমস্যা থেকে মুক্ত। এঁদের মধ্যে আর্থিক উন্নতি করার উচ্চাশা এবং তা পূরণ করার অক্ষমতা মানসিক অবসাদ তৈরি করছে। আর তার থেকে তৈরি হচ্ছে নানান ছোঁয়াচে নয় এমন রোগ। আর এই আবর্ত প্রস্থে বেড়ে গ্রামীণ সমাজকেও গ্রাস করতে শুরু করেছে। এই রোগের আরও বড় সমস্যা হল তার চিকিৎসার খরচ। মাথায় রাখতে হবে যে কোলেস্টেরলের সমস্যায় ভুগছেন ভারতের ৮১ শতাংশ মানুষ। তার দোসর হল উচ্চ রক্তচাপ এবং রক্তে শর্করা। এদের সামলাতে নিয়মিত ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন। ভারতে চিকিতার খরচ বাড়ছে বছরে ১৪ শতাংশ হারে। অর্থাৎ বৈষম্যের বিস্তৃত মেরুতে যাঁদের বাস তাঁদের কিন্তু ওষুধ বাবদ খরচের বহর বাড়ছে আয়ের বৃদ্ধির তুলনায় অনেক বেশি হারে। আর এর থেকেও বাড়ছে আর্থিক বৈষম্য।

একটা যুক্তি এখন মাথাচাড়া দিচ্ছে। আর তা হল আগে দেশ বড়লোক হোক তার পর না হয় কল্যাণকামী হওয়া যাবে! কিন্তু সমীক্ষা বলছে স্বাস্থ্যরক্ষায় প্রতি এক টাকা খরচে দেশের লাভ সাত টাকা! অথচ ব্রাজিল যখন তার জাতীয় উতাদনের ৮.৪ শতাংশ স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় করে, ভারতে সেই অনুপাত মাত্র ৪.২ শতাংশ!

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কিন্তু খুব পরিষ্কার করে বলছে যে এই মুহূর্তে দারিদ্র্যই এনসিডি মহামারির মূল কারণ। এবং তা তৈরি করছে একটা দারিদ্র্য বাড়ানোর দুষ্ট চক্র। আইসিএমআর-ও তার সমীক্ষায় বলেছে এর আশু সমাধানের পথ খুঁজে বার না করতে পারলে দেশের ভয়ানক বিপদ। আর্থ- সামাজিক বৈষম্য বাড়ছে আর তা নানান ভাবে গ্রাস করছে আমাদের সমাজকে। যার মধ্যে এনসিডি একটি। একে আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের প্রমাণ হিসাবে নেব, না বৈষম্য দূর করে তার সমাধান করব সেটা কিন্তু উন্নয়নের নীতির প্রশ্ন। এর উত্তর নিয়ে যত দিন বিরোধ থাকবে তত দিন এই বৈষম্য চলবেই। বর্ধিত হারেই। আর এর বলি হবে সাধারণ মানুষই।

কৃষ্ণগহ্বরে পড়ে গেলে

আবুল বাসার

ইদানীং প্রায়ই শোনা যায় প্রশ্নটা কোনো কারণে হঠাৎ কৃষ্ণগহ্বরে পড়ে গেলে কী ঘটবে? প্রশ্নের ধরনটা এমন যেন কুয়া, গর্ত বা খানাখন্দের মতো কৃষ্ণগহ্বরও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এখানে-ওখানে ওত পেতে আছে! সে কারণেই হয়তো সবাই মহাজাগতিক এই বস্তু নিয়ে এত চিন্তিত!

প্রকৃত ঘটনা আসলে তা নয়। ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণগহ্বর মহাকাশের অতি রহস্যময় এক বস্তু। উদ্ভটও বলা যায়। তাই তাত্ত্বিক আবিষ্কারের পর থেকেই সেটা পরিণত হয়েছে আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে। আমজনতা থেকে শুরু করে বিজ্ঞানী, সবার কাছে তা সমান আকর্ষণীয়। তাত্ত্বিক পদার্থবিদ স্টিফেন হকিংও তাঁর জীবনের সিংহভাগ ব্যয় করেছেন কৃষ্ণগহ্বর গবেষণায়। সে জন্য এটিকে নিয়ে এমন উদ্ভট ও অবাস্তব প্রশ্ন ওঠে।

অবশ্য এগুলো সম্পর্কে এখনো অনেক কিছুই জানা বাকি। রহস্যের পর্দা খুলতে কৃষ্ণগহ্বর নিয়ে তাই প্রতিনিয়ত চলছে গবেষণা। মহাকাশের এই কালো গর্তের মধ্যে কোনো আলো বা বস্তু পড়লে কী ঘটে, সেসব জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। সেগুলো থেকেও অনেকে বোঝার চেষ্টা করছেন, কৃষ্ণগহ্বরে মানুষ বা নভোচারী পড়ে গেলে কী কী ঘটতে পারে? মানুষটা কি মারা যাবে? সাধারণ গর্তের চেয়ে এই পতনের অনুভূতি কি আলাদা? সেখানে গিয়ে কি মহাবিশ্বের গভীর-গোপন কোনো রহস্য জানা যাবে? খুলে যাবে কি স্থান ও কালের রহস্যজট? মাথাটাও কি ঠিকঠাক কাজ করবে?

এসব প্রশ্নের পরীক্ষামূলক কোনো জবাব আমাদের হাতে নেই। জবাব পাওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায়, দেখেশুনে ভালো একটি কৃষ্ণগহ্বরে ঝাঁপ দেওয়া। ব্যস, তাহলেই ল্যাঠা চুকে যায়। কিন্তু মুশকিল হলো, সেটিও বেশ কঠিন। কারণ, আমাদের সবচেয়ে কাছের কৃষ্ণগহ্বরটাও পৃথিবী থেকে কয়েক আলোকবর্ষ দূরে। সেখানে শিগগির পৌঁছানোর মতো নভোযান এই মুহূর্তে আমাদের নেই। অতএব তাত্ত্বিকভাবে শুধু বিষয়টি জানার চেষ্টা করা যায়। চলুন, সেটিই করা যাক।

কৃষ্ণগহ্বরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলে প্রথমে চোখে পড়বে, বস্তুটা আসলেই কৃষ্ণ বা কালো। মহাকাশের একটি কালো গর্ত। কারণ, সেখান থেকে কোনো আলোর কণা বা ফোটন বেরিয়ে আসে না। আবার সেখানে কোনো আলো পড়লে তা—ও আটকে গিয়ে ভেতরে ঘুরপাক খেতে থাকে। কোনো বস্তু থেকে আলো না এলে সেটি আমাদের চোখে কালো হিসেবে ধরা পড়ে। তাই কৃষ্ণগহ্বর আমাদের চোখে কালো। অবশ্য হকিং রেডিয়েশনের কথা সত হলে, কৃষ্ণগহ্বর থেকেও কিছু আলো বিকিরিত হওয়ার কথা। সেই বিকিরণও আমাদের সাদা চোখে অদৃশ্য। কারণ, সেটি দৃশ্যমান আলো নয়। তাই কৃষ্ণগহ্বর আমাদের কাছে যে কুচকুচে কালো, তাতে সন্দেহ নেই।

আবার আক্ষরিক অর্থেই একে মহাজাগতিক কুয়া বা গর্ত বলা যায়। এটা স্থানের একটি গোলক। কারণ, সেখানে যেকোনো কিছু পড়ে গেলে আজীবন সেখানেই থেকে যায়। কারণ, কৃষ্ণগহ্বরের মহাকর্ষ অতি শক্তিশালী। এর ভেতরে পদার্থ বা বস্তু খুবই ঘনভাবে ঠাসাঠাসি বা সংকুচিত হয়ে থাকার কারণেই এগুলোর মহাকর্ষ অতি শক্তিশালী।

সাধারণত বেশি ভরের বস্তু যথেষ্ট পরিমাণে ছড়িয়ে থাকে। যেমন পৃথিবী। পৃথিবীর সমান ভরের কোনো কৃষ্ণগহ্বরের প্রশস্ততা হবে মাত্র এক ইঞ্চি। মানে ছোট্ট একটি মার্বেলের সমান। কেউ যদি পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে পৃথিবীর ব্যাসার্ধের সমান দূরত্বে থাকে এবং যদি একটি মার্বেল আকৃতির কৃষ্ণগহ্বরের কেন্দ্র থেকে একই দূরত্বে থাকে, তাহলে দুই ক্ষেত্রেই সমপরিমাণ মহাকর্ষ অনুভব করবে। কিন্তু এগুলোর যত কাছে যেতে থাকবে, ঘটনা ঘটতে থাকবে দুই রকম। যেমন পৃথিবীর কেন্দ্রের কাছে গেলে কোনো মহাকর্ষই অনুভব করবে না। কারণ, গোটা পৃথিবীই তখন তার চারপাশে থাকবে। তাই সব দিক থেকেই পৃথিবী তাকে সমপরিমাণে টানবে। কিন্তু মার্বেল সাইজের কৃষ্ণগহ্বরটার কাছে গেলে ঘটনা ঘটবে উল্টো। সেখানে বিপুল মহাকর্ষ অনুভূত হবে। গোটা পৃথিবীর ভর টানতে থাকবে। এটিই আসলে কৃষ্ণগহ্বরের চরিত্র। এর অতি সংকুচিত ভর তার চারপাশের সবকিছু অতি শক্তিশালী মহাকর্ষ বলে টানে।

খুবই ঘনবদ্ধ ভর তার চারপাশে অতি শক্তিশালী মহাকর্ষ তৈরির পাশাপাশি এর চারপাশের স্থানও চরমভাবে বিকৃত হয়ে যায়। তাই সেখান থেকে কোনো আলোও বেরোতে পারে না। চলে যায় না ফেরার এক দেশে। কৃষ্ণগহ্বরের যে বিন্দুতে আলো না ফেরার দেশে চলে যায়, তাকে বলা হয় ইভেন্ট হরাইজন। বাংলায় ‘ঘটনা দিগন্ত’। এই এলাকায় মহাকর্ষ প্রচণ্ড শক্তিশালী। তাই সেখানকার স্থানকাল এমনভাবে বেঁকে যায়, আলো আর বেরিয়ে আসতে পারে না। মনে হবে, আলোকে পেছন দিকে টেনে নামিয়ে নিতে চাইছে ব্ল্যাকহোল। আমরা জানি, কোনো কিছুই আলোর চেয়ে বেশি বেগে চলতে পারে না। তাই সেখানে সবকিছুকে পেছন দিকে টেনে নিয়ে যাবে। কোনো কৃষ্ণগহ্বরের সীমানা কোথা থেকে শুরু হবে, তা ঠিক করে দেয় ওই ঘটনা দিগন্ত। এটিই কালো গোলকটার সেই ব্যাসার্ধ, যাকে আমরা বলি কৃষ্ণগহ্বর বা ব্ল্যাকহোল।

কৃষ্ণগহ্বরের আকৃতিও বিভিন্ন হতে পারে। সেটি নির্ভর করে কতটা ভর তার ভেতর ঘনবদ্ধ বা সংকুচিত আছে। পৃথিবীকে যদি পিষে ফেলে যথেষ্ট সংকুচিত করা সম্ভব হতো, তাহলে আমরা এমন একটি কৃষ্ণগহ্বর পেতাম, যার আকৃতি হতো মার্বেল আকারের। মার্বেলটির প্রায় এক সেন্টিমিটার দূরত্বে কোনো আলো পড়লে সেই আলো আর ফিরে যেতে পারত না। ভর আরও বাড়িয়ে এই দূরত্ব আরও বাড়ানো সম্ভব। যেমন সূর্যকে যথেষ্ট সংকুচিত করলে এমন কৃষ্ণগহ্বর পাওয়া যেত, যেটি মাত্র ছয় কিলোমিটার প্রশস্ত। তখন সেটি স্থানকে আরও বাঁকিয়ে ফেলতে পারত এবং তার ঘটনা দিগন্ত হতো মাত্র তিন কিলোমিটার। অর্থাৎ কৃষ্ণগহ্বরটার কেন্দ্র থেকে তিন কিলোমিটার দূরত্বে কোনো আলো পড়লে সেটি চলে যেত না ফেরার দেশে। বোঝা যাচ্ছে, ভর যত বেশি, কৃষ্ণগহ্বরের আকারও তত বড়।

আসলে কৃষ্ণগহ্বর কত বড় হবে, তার কোনো তাত্ত্বিক সীমাবদ্ধতা নেই। এখন পর্যন্ত মহাকাশে সবচেয়ে ছোট যে কৃষ্ণগহ্বর শনাক্ত করা গেছে, তার প্রশস্ততা প্রায় ২০ কিলোমিটার। আর সবচেয়ে বড়টার প্রশস্ততা ১০ বিলিয়ন কিলোমিটার। সত্যিকারের দানব! কৃষ্ণগহ্বরের দিকে এগিয়ে গেলে দ্বিতীয় যে ব্যাপার চোখে পড়বে, সেটি হলো অধিকাংশ সময় সেখানে শুধু কৃষ্ণগহ্বর নয়, আরও কিছু থাকে। এর চারপাশে প্রায় সব সময় বিভিন্ন বস্তু ঘুরপাক খাচ্ছে। সেগুলো কৃষ্ণগহ্বরের ভেতর পড়েও যাচ্ছে চিরতরে। অর্থাৎ কৃষ্ণগহ্বরের চারপাশে একগাদা বস্তু পাক খায়। এসব বস্তু মিলে যে কাঠামো গড়ে তোলে, তা অ্যাক্রেশন ডিস্ক বা চাকতি। এটা গ্যাস, ধুলা ও অন্যান্য পদার্থ দিয়ে গঠিত। এসব পদার্থ হয়তো কোনো কারণে সরাসরি ভেতরে পড়ে যেতে পারেনি, বরং সেগুলো একটি কক্ষপথ মেনে অনবরত পাক খাচ্ছে। এগুলো আসলে ভেতরে পড়ে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকে। ছোট কৃষ্ণগহ্বরের এই চাকতি হয়তো আহামরি কিছু নয়, কিন্তু অতিভারী বা দানবীয় কৃষ্ণগহ্বরের অ্যাক্রেশন ডিস্ক থেকে চোখ ফেরানো যাবে না। ভয়ংকর সুন্দর সেটা! এসব গ্যাস, ধুলা আর পদার্থ অতি দ্রুতবেগে ঘুরছে। তাতে বস্তু ভেঙেচুরে একাকার হয়ে যেতে বাধ্য। ফলে বিপুল শক্তি নিঃসৃত হচ্ছে। এভাবে তৈরি হতে পারে মহাবিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী আলোক উৎস, যেগুলো কোয়াসি স্টার বা কোয়েসার নামে পরিচিত। এগুলো মাঝেমধ্যে কোনো কোনো গ্যালাক্সির সব কটি নক্ষত্রের মিলিত আলোর চেয়ে কয়েক হাজার গুণ উজ্জ্বল হতে পারে। তবে আপনার সৌভাগ্য বলতে হবে, সব কৃষ্ণগহ্বরে কোয়েসার তৈরি হয় না। কারণ, এ রকম নাটকীয় দৃশ্য তৈরি করার জন্য বেশির ভাগ সময় অ্যাক্রেশন ডিস্ক পর্যাপ্ত পরিমাণ পদার্থপূর্ণ বা উপযুক্ত অবস্থায় থাকে না। আপনার সৌভাগ্য এ জন্য যে সে রকম নাটকীয় কিছু ঘটলে কৃষ্ণগহ্বরের কাছে যাওয়ার আগেই আপনি সম্ভবত মহাশূন্যে উধাও হয়ে যেতেন দুম করে। স্রেফ বাষ্পীভূত হয়ে যাবেন। কাজেই কৃষ্ণগহ্বরে ঝাঁপ দেওয়ার আগে তার অ্যাক্রেশন ডিস্কটা তুলনামূলক শান্তশিষ্ট কি না, তা একবার খোঁজ নেওয়া ভালো। অন্যদিকে স্টিফেন হকিংয়ের পরামর্শ হলো, ঝাঁপ দেওয়ার জন্য ছোটগুলোর তুলনায় বড় ধরনের কৃষ্ণগহ্বর বেছে নেওয়া উচিত। কিন্তু কেন?

২

কৃষ্ণগহ্বরে ঝাঁপ দিলে মানুষ মারা যাবে কি না, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা আছে অনেকের। আসলে উঁচু কোনো জায়গা থেকে (যেমন কোনো বিল্ডিং বা কোনো প্লেন থেকে) পড়ে গেলেই মৃত্যুর ভাবনা আসা স্বাভাবিক। এসব ক্ষেত্রে শুধু মহাকর্ষকে দোষ দেওয়া ঠিক হবে না। আসলে শুধু ওপর থেকে পতনের কারণে নয়, পতনের পরের আঘাতের কারণে মৃত্যু হয়। তবে কৃষ্ণগহ্বরের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা। সেখানে পতনই আপনার মৃত্যুর কারণ হতে পারে। বিষয়টা একটু খুলে বলা যাক। কৃষ্ণগহ্বরের ভেতর মহাকর্ষ শুধু আপনাকে টানেই না, দেহটাও ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলতে পারে। মনে রাখতে হবে, ভরযুক্ত বস্তুর দূরত্বের ওপর মহাকর্ষ নির্ভরশীল। আপনি যখন পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে থাকেন, তখন আপনার পায়ের ওপর মাথার চেয়ে বেশি মহাকর্ষ টান থাকে। পার্থক্যটা খুব সামান্য বলে তা বোঝা যায় না। কিন্তু কৃষ্ণগহ্বরের ভেতর ব্যাপারটা বোঝা যায় জোরালোভাবে। সেটা বিপদও ডেকে আনতে পারে।

অতি ভারী কোনো কৃষ্ণগহ্বরে পড়ে গেলে পা ও মাথায় মহাকর্ষের পার্থক্য বেশ স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। একসময় তফাতটা এতই বেশি হবে যে সেটা আপনাকে টেনে স্প্যাগেটি বা সেমাইয়ের মতো লম্বা বানিয়ে ফেলতে পারে। একে বলা হয় স্প্যাগেটিফিকেশন বা সেমাইকরণ। এ প্রক্রিয়ার শেষে আপনাকে ছিঁড়ে ছিন্নবিছিন্ন করে ফেলতে পারে। এই বিন্দুকে ধরা যাক, স্প্যাগেটিফিকেশন পয়েন্ট বা সেমাইকরণ বিন্দু। এখান থেকে আলোও চলে যায় না ফেরার দেশে। তাই সেখান থেকে আপনার পক্ষেও আর ফিরে আসা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। কৃষ্ণগহ্বরে পতনের কোন পর্যায়ে বা কোন বিন্দুতে আপনি স্প্যাগেটিফায়েড হবেন, তা নির্ভর করে কৃষ্ণগহ্বরের ভরের ওপর। সূত্রমতে, কৃষ্ণগহ্বরের ভরের ঘনমূলের সমানুপাতে স্প্যাগেটিফিকেশন পয়েন্ট পরিবর্তিত হয়। আর কৃষ্ণগহ্বরের ভরের সঙ্গে সীমানার সম্পর্ক রৈখিক। অর্থাৎ কৃষ্ণগহ্বরটা কম ভরের হলে তার ঘটনা দিগন্তের চেয়ে স্প্যাগেটিফিকেশন পয়েন্ট বড় হবে। তখন ওই কৃষ্ণগহ্বরের ওই বিন্দু হবে ঘটনা দিগন্ত বা সীমানার বাইরে। কিন্তু দানবীয় কৃষ্ণগহ্বরের এই বিন্দু বেশ ছোট এবং তা সীমানার ভেতরেই থাকে। যেমন সূর্যের চেয়ে ১০ লাখ গুণ বেশি ভরের কোনো কৃষ্ণগহ্বরের ব্যাসার্ধ হবে ৩০ লাখ কিলোমিটার। কিন্তু কৃষ্ণগহ্বরটার কেন্দ্র থেকে ২৪ হাজার কিলোমিটার দূরত্বে না আসা পর্যন্ত সেটা কাউকে সেমাই বানাতে পারবে না। *ক্রমশঃ*

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

4-08-26.pmd 1 06-08-2026, 00:16

সিপিএম কার্যালয়ে মুজাফফর আহমেদের জন্মবার্ষিকী পালন। ছবি নিজস্ব

তিরুবনন্তপুরমে ৮ গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে এক ছাতার তলায় আনার প্রস্তাবে কেন্দ্রের ইতিবাচক সাড়া

তিরুবনন্তপুরম/নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট (আইএএনএস): তিরুবনন্তপুরমের আটটি শীর্ষ বৈজ্ঞানিক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে একটি সমন্বিত গবেষণা ক্লাস্টারের আওতায় আনার কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুরের প্রস্তাবে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে কেন্দ্র। বুধবার কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্ব) জিতেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে তিনি কেরলের মুখ্যমন্ত্রী ভি. ডি. সাথীশনের সঙ্গে আলোচনা করতে আগ্রহী।

নয়াদিল্লিতে শশী থারুর ও জিতেন্দ্র সিংয়ের বৈঠকে এই প্রস্তাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকের পর সামাজিক মাধ্যমে থারুর জানান, বিজ্ঞান ও গবেষণার ক্ষেত্রে সমন্বিত একটি গবেষণা ক্লাস্টার গঠনের ধারণাকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সম্পূর্ণ সমর্থন করেছেন এবং কেন্দ্র-রাজ্য সহযোগিতার একটি আদর্শ মডেল হিসেবে এই উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

থারুর বলেন, প্রস্তাবিত ক্লাস্টারের অধীন প্রকল্পগুলি সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিই পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করবে। তিনি জানান, এ বিষয়ে তিরুবনন্তপুরমে আরও আলোচনা হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন এবং বৈঠকটিকে 'অত্যন্ত ফলপ্রসূ' বলে উল্লেখ করেন।

প্রস্তাবিত গবেষণা ক্লাস্টারে তিরুবনন্তপুরম ও সংলগ্ন এলাকার আটটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। এগুলি হল রাজীব গান্ধী সেন্টার ফর বায়োটেকনোলজি, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ, ন্যাশনাল সেন্টার ফর আর্থ সায়েন্স স্টাডিজ, সেন্ট্রাল টিউবার ক্রপস রিসার্চ ইনস্টিটিউট, সিএসআইআর - ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারডিসিপ্লিনারি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব স্পেস সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অব অ্যাডভান্সড কম্পিউটিং এবং শ্রী চিত্রা তিরুনাল ইনস্টিটিউট ফর মেডিক্যাল সায়েন্সেস অ্যান্ড টেকনোলজি। এর মধ্যে ছয়টি প্রতিষ্ঠান থারুরের লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত।

এই প্রস্তাবের ভিত্তি তৈরি হয় গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে, যখন এই আটটি প্রতিষ্ঠান পারস্পরিক গবেষণা ও একাডেমিক সহযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের ঊর্ধতন আধিকারিক এবং অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধানদের উপস্থিতিতে এসসিটিআইএমএসটিতে ওই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

সমঝোতা স্মারকে যৌথ গবেষণা প্রকল্প, শিক্ষক-শিক্ষার্থী বিনিময়, গবেষণা পরিকাঠামো ভাগাভাগি, উদ্ভাবনভিত্তিক কর্মসূচি এবং তরুণ বিজ্ঞানীদের উৎসাহিত করতে 'ইয়ং রিসার্চার্স প্ল্যাটফর্ম' গঠনের পরিকল্পনা রয়েছে।এই গবেষণা ক্লাস্টার বাস্তবায়িত হলে তিরুবনন্তপুরম দেশের অন্যতম প্রধান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কেন্দ্র হিসেবে আরও শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করবে এবং গবেষণা ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে কেন্দ্র-রাজ্য সহযোগিতার একটি কার্যকর মডেল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

পিওকে-তে অশান্তিতে চাপে লস্কর, জইশ ও হিজবুল নেতৃত্ব; কাশ্মীর ইস্যুতে দুর্বল হচ্ছে পাকিস্তানের প্রচার, দাবি সরকারি সূত্রের

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট (আইএএনএস): পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে (পিওকে) গত দু''মাস ধরে চলা বিক্ষোভ ও নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষের জেরে লস্কর-ই-তইবা, জইশ-ই-মহম্মদ এবং হিজবুল মুজাহিদিনের মতো জঙ্গি সংগঠনগুলি চাপে পড়েছে বলে দাবি করেছে ভারতীয় সরকারি সূত্র। তাদের মতে, পিওকে-র অশান্তি দীর্ঘায়িত হওয়ায় জম্মু ও কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে এই সংগঠনগুলির প্রচার ও কৌশল দুর্বল হয়ে পড়ছে।

এক সরকারি আধিকারিকের দাবি, পাকিস্তানের মদতে গড়ে ওঠা এই জঙ্গি সংগঠনগুলির মূল লক্ষ্য ছিল জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদ ছড়ানো এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রচারের মাধ্যমে ভারতবিরোধী মনোভাব তৈরি করা। কিন্তু পিওকে-তে টানা বিক্ষোভ এবং নিরাপত্তা বাহিনীর কঠোর পদক্ষেপ তাদের বৃহত্তর উদ্দেশ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

সরকারি সূত্রের বক্তব্য, অনুচ্ছেদ ৩৭০ বিলোপের সাত বছর পূর্তির দিনে জম্মু ও কাশ্মীর এবং পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের পরিস্থিতির মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। তাঁদের দাবি, জম্মু ও কাশ্মীরে সহিংসতা কমেছে, পর্যটন শিল্পের বিকাশ হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় উন্নতি এসেছে। অন্যদিকে, পিওকে দীর্ঘদিন ধরে বিক্ষোভ, সহিংসতা এবং অস্থিরতার মধ্যে রয়েছে।

এক গোয়েন্দা সূত্রের দাবি, এই পরিস্থিতিতে জম্মু ও কাশ্মীরকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করার যে প্রচার দীর্ঘদিন ধরে জঙ্গি সংগঠনগুলি চালিয়ে এসেছে, তার বিশ্বাসযোগ্যতা কমে যাচ্ছে। কারণ, জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষ পিওকে-র বর্তমান পরিস্থিতিকে একটি সতর্কবার্তা হিসেবেই দেখছেন।

সরকারি সূত্রের দাবি, পিওকে-তে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারী সাধারণ মানুষের উপর দোষ চাপিয়ে পরিস্থিতিকে ভিন্ন খাতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে পাকিস্তানের প্রশাসন। তবে হিজবুল মুজাহিদিন প্রধান সৈয়দ সালাউদ্দিন প্রকাশ্যে সংযমের আহ্বান জানিয়ে বিক্ষোভকারী এবং পাকিস্তান প্রশাসনউভয় পক্ষকেই আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের আহ্বান জানিয়েছেন।

সালাউদ্দিন তাঁর বিবৃতিতে দাবি করেছেন, প্রাণহানি, সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি এবং জোর পূর্বক নিখোঁজের ঘটনায় কাশ্মীরিদের মনোবল ভেঙে পড়ছে। তিনি আরও বলেন, এই সহিংসতার ফলে সীমান্তও শত্রুপক্ষের অনুপ্রবেশের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে।

তবে ভারতীয় এক আধিকারিক এই মন্তব্য খারিজ করে দাবি করেন, ভারত কখনও পাকিস্তানে জঙ্গি অনুপ্রবেশ ঘটায় না, বরং পাকিস্তানই দীর্ঘদিন ধরে ভারতে জঙ্গি অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে এসেছে। তাঁর অভিযোগ, সালাউদ্দিন এই প্রসঙ্গ টেনে জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন।

সরকারি সূত্রের মতে, লস্কর-ই-তইবা এবং জইশ-ই-মহম্মদের শীর্ষ নেতৃত্ব প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য না করলেও, পিওকে-র পরিস্থিতি নিয়ে তাদের নেতৃত্ব ও কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে।

উল্লেখ্য, গত দুই মাসেরও বেশি সময় ধরে পিওকে-তে যৌথ অ্যাকশন আওয়ামি কমিটি (জেএএসি)-র নেতৃত্বে বিক্ষোভ চলছে। আন্দোলনকারীরা উন্নত পরিকাঠামো এবং জীবনযাত্রার ব্যয় কমানোর দাবি তুলেছেন। ভারতীয় সরকারি সূত্রের দাবি, এই বিক্ষোভ দমনে পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনীর পদক্ষেপে প্রায় ৪০ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং একাধিক ব্যক্তিকে জোর পূর্বক নিখোঁজ করা হয়েছে। তাঁদের মতে, পাকিস্তান প্রশাসন প্রকৃত সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী না হলে এই আন্দোলন দ্রুত থামার সম্ভাবনা নেই।

অসমের বন্যাদুর্গত এলাকা পরিদর্শনে জে.পি. নাড্ডা পুনর্বাসনে সবরকম সহায়তার আশ্বাস কেন্দ্রের

গুয়াহাটি, ৫ আগস্ট (আইএএনএস): অসমের বন্যাকবলিত এলাকায় ত্রাণ, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের কাজে কেন্দ্রের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। বুধবার তিনি বলেন, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জীবন স্বাভাবিক করতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের আর্থিক ও প্রশাসনিক সহায়তা রাজ্যকে দেওয়া হবে।

এদিন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে সঙ্গে নিয়ে নাড্ডা শিবসাগর জেলার বন্যায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বিহুবর এবং নেপালি খুঁটি এলাকা পরিদর্শন করেন। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন এবং পরিস্থিতির সরেজমিনে খোঁজ নেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্দেশে নাড্ডা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্র সরকার অসমের মানুষের পাশে রয়েছে এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজে কোনও ধরনের সম্পদের অভাব হতে দেওয়া হবে না।

তিনি বলেন, "ভারত সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পক্ষ থেকে আমি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং অসমবাসীকে আশ্বস্ত করছি, ত্রাণ সহায়তায় কোনও ঘাটতি হবে না। রাজ্যকে পূর্ণ আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।"

নাড্ডা আরও জানান, বন্যায় হওয়া ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত মূল্যায়নের জন্য কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ দল ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছে, যাতে দ্রুত পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের কাজ এগিয়ে নেওয়া যায়।

শিবসাগর জেলার বিহুবর ও নেপালি খুঁটি এলাকায় এবারের বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বহু বাড়িঘর ভেঙে পড়েছে, বিস্তীর্ণ কৃষিজমি জলের তলায় চলে গেছে এবং বহু গবাদি পশুর মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া রাস্তা ও জনপরিকাঠামোরও বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছে। ফলে বহু পরিবারকে ত্রাণ শিবির ও অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে থাকতে হচ্ছে।পরিদর্শনের সময় নাড্ডা ও মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গৃহহীন ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে কথা বলেন এবং বাড়িঘর, ফসল, গবাদি পশু ও জীবিকা হারানো মানুষদের সমস্যার খোঁজ নেন।

রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর, কৃষিক্ষেত্র, গবাদি পশুর ক্ষয়ক্ষতি এবং জীবিকা পুনরুদ্ধারের জন্য ক্ষতিপূরণ ও আর্থিক সহায়তার ঘোষণা করেছে। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত জনপরিকাঠামো পুনর্নির্মাণের কাজও চলছে।

কেন্দ্রের এই আশ্বাসে অসমের বন্যা-পীড়িত এলাকাগুলিতে পুনর্বাসন কার্যক্রম আরও গতি পাবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হাজার হাজার পরিবার দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবে বলে প্রশাসনের আশা।

প্রদীপ রাওয়াতকে স্মরণ সুরেন্দ্র পালের

মুম্বই, ৫ আগস্ট (আইএএনএস): প্রয়াত অভিনেতা প্রদীপ রাম সিং রাওয়াতকে আবেগঘন শ্রদ্ধা জানালেন বর্ষীয়ান অভিনেতা সুরেন্দ্র পাল সিং। জনপ্রিয় টেলিভিশন ধারাবাহিক 'মহাভারত'-এ একসঙ্গে কাজের স্মৃতি তুলে ধরে তিনি বলেন, অশ্বত্থামার চরিত্রে প্রদীপ রাওয়াতের শক্তিশালী অভিনয় দর্শকদের মনে চিরস্থায়ী ছাপ রেখে গেছে।সুরেন্দ্র পাল সামাজিক মাধ্যমে 'মহাভারত'-এর একটি দৃশ্যের ভিডিও শেয়ার করে লিখেছেন, "খুব তাড়াতাড়ি চলে গেলে, কিন্তু কখনও ভোলা যাবে না। 'মহাভারত'-এ প্রদীপ রাওয়াতজির সঙ্গে কাজ করার স্মৃতি আমি সারাজীবন লালন করব। অশ্বত্থামা চরিত্রে তাঁর নিষ্ঠা, দৃঢ়তা এবং শক্তিশালী উপস্থিতি প্রতিটি দর্শকের হৃদয়ে অমলিন হয়ে থাকবে। কিছু যাত্রার সমাপ্তি হয়, কিন্তু প্রকৃত কিংবদন্তিরা তাঁদের কাজ এবং স্মৃতির মধ্য দিয়েই চিরকাল বেঁচে থাকেন। শান্তিতে বিশ্রাম নাও, বন্ধু। ওম শান্তি।" বি.আর. চোপড়ার ১৯৮৮ সালের ঐতিহাসিক ধারাবাহিক 'মহাভারত'-এ সুরেন্দ্র পাল অভিনয় করেছিলেন গুরু দ্রোণাচার্যের ভূমিকায়। কৌরব ও পাণ্ডবদের রাজগুরু এবং অশ্বত্থামার পিতার চরিত্রে তাঁর অভিনয় আজও দর্শকদের কাছে স্মরণীয়। অন্যদিকে, প্রদীপ রাওয়াত অভিনয় করেছিলেন দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামার চরিত্রে, যা তাঁকে বিশেষ জনপ্রিয়তা এনে দেয়।

বিধানসভার অধিবেশন ভণ্ডুল করে যুব, কৃষক, নারী ও দরিদ্রদের প্রতি অবিচার করেছে বিরোধীরা: যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ৫ আগস্ট (আইএএনএস): উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বুধবার অভিযোগ করেছেন, বিধানসভার অধিবেশন অচল করে বিরোধীরা যুবক, কৃষক, নারী ও দরিদ্র মানুষের প্রতি চরম অবিচার করেছে। তাঁর দাবি, চলতি অধিবেশনে বিরোধীদের আচরণ তাদের 'অগণতান্ত্রিক' ও 'অসাংবিধানিক' মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে।

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে যোগী বলেন, ''বিধানসভার অধিবেশনে বিরোধীদের অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক চেহারা আবারও প্রকাশ পেয়েছে। অধিবেশনকে বিশৃঙ্খল করে তোলা রাজ্যের যুবক, কৃষক, নারী ও দরিদ্র মানুষের প্রতি গুরুতর অবিচার।''

তিনি দাবি করেন, এটাই সমাজবাদী পার্টির (এসপি) প্রকৃত চরিত্র। তাঁর অভিযোগ, সামান্য সম্মানী নিয়েও রাজ্যের উন্নয়ন এবং ২৫ কোটি মানুষের সেবায় নিয়োজিত কর্মীদের এসপি অপমান করেছে। পাশাপাশি অতীতে 'শিক্ষামিত্র'-দের ভবিষ্যৎ নিয়েও এসপি ছিনিমিনি খেলেছিল বলে মন্তব্য করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, বর্ষাকালীন অধিবেশনে যুবকদের কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়ন, কৃষকদের জন্য নতুন প্রকল্প, দরিদ্রদের কল্যাণ এবং নারীদের আত্মনির্ভরতা ও মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একাধিক নতুন কর্মসূচি ঘোষণার পরিকল্পনা ছিল।

তিনি বলেন, ''এই উদ্দেশ্যে ৫৯ হাজার কোটি টাকারও বেশি সম্পূরক বাজেট নিয়ে আমরা বিধানসভায় এসেছিলাম। বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল, যাতে আলোচনা শেষে নতুন পরিকল্পনাগুলি ঘোষণা করা যায়। কিন্তু সমাজবাদী পার্টির নেতিবাচক মনোভাবের কারণে যুব, কৃষক, নারী ও দরিদ্রদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোনও বিষয়েই বিধানসভায় আলোচনা সম্ভব হয়নি। তাদের এই আচরণ অসাংবিধানিক এবং কৃষক, যুব, নারী ও দরিদ্রবিরোধী।''

অন্যদিকে, বিধানসভার অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি হওয়ার পর সমাজবাদী পার্টির বিধায়ক ড. সংগ্রাম যাদব পাল্টা অভিযোগ করেন, সরকার বিরোধীদের প্রশ্নের জবাব দিতে না পেরেই অধিবেশন এড়িয়ে গেছে।

তিনি বলেন, ''সরকার পালিয়ে গেছে। ভগবান শ্রী রামের মন্দিরের অনুদান আত্মসাতের অভিযোগে বিজেপি যে গুরুতর পাপ করেছে, তার কোনও জবাব তাদের কাছে নেই। বিরোধীরা এই বিষয়ে সরকারের বক্তব্য জানতে চেয়েছিল, কিন্তু সরকার কোনও উত্তর দিতে পারেনি। তাই তারা মুখ লুকিয়ে পালিয়ে গেছে। তিন দিনের জন্য অধিবেশন নির্ধারিত থাকলেও সরকার বিরোধীদের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে পারেনি।''

বিজেপি বিধায়ক পঙ্কজ সিংও বিরোধীদের সমালোচনা করে বলেন, সমাজবাদী পার্টি এবং অন্যান্য বিরোধী দল কখনওই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সাংবিধানিক ব্যবস্থার প্রতি আস্থা দেখায়নি। তাঁর অভিযোগ, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা থাকলেও বিরোধীদের লাগাতার হট্টগোলের কারণে দু''দিনই বিধানসভার কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে।

কলম্বোতে শ্রীলঙ্কার বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক বিদেশসচিব বিক্রম মিশ্রির, অগ্রাধিকারমূলক খাতে সহযোগিতা পর্যালোচনা

কলম্বো, ৫ আগস্ট (আইএএনএস): ভারতের বিদেশসচিব বিক্রম মিশ্রি বুধবার কলম্বো সফরে শ্রীলঙ্কার বিদেশমন্ত্রী বিজিথা হেরাথের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে অগ্রাধিকারমূলক বিভিন্ন ক্ষেত্রে চলমান সহযোগিতার অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়।

বৈঠকে শ্রীলঙ্কায় ভারতের হাইকমিশনার সন্তোষ ঝা-সহ উভয় দেশের ঊর্ধতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় হাইকমিশন এক্স-এ জানিয়েছে, বিদেশসচিব বিক্রম মিশ্রি তাঁর কলম্বো সফরের সময় বিদেশমন্ত্রী বিজিথা হেরাথের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

এর আগে বুধবার একদিনের সফরে কলম্বো পৌঁছান বিক্রম মিশ্রি। সফরকালে তিনি শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট অনুরা কুমার দিসানায়েকে, প্রধানমন্ত্রী হারিণী আমরাসুরিয়া-সহ শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করবেন। ভারতীয় হাইকমিশনের মতে, ভারত-শ্রীলঙ্কার নিয়মিত উচ্চপর্যায়ের যোগাযোগের ধারাবাহিকতায় এই সফর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করবে এবং গুরুত্বপূর্ণ যৌথ উদ্যোগগুলির গতি বাড়াবে। এর একদিন আগে, মঙ্গলবার ভারতের হাইকমিশনার সন্তোষ ঝা শ্রীলঙ্কার স্বাস্থ্যমন্ত্রী নালিন্দা জয়তিসার হাতে ৫০০ লিটার টেকনিক্যাল ম্যালাথিয়ন তুলে দেন। ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে শ্রীলঙ্কার চলমান প্রচেষ্টায় সহায়তা হিসেবে ভারত সরকার ও দেশের জনগণের পক্ষ থেকে এই উপহার প্রদান করা হয়। সন্তোষ ঝা জানান, ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারত সবসময় শ্রীলঙ্কার পাশে রয়েছে।

এর আগে ২৭ জুলাই শ্রীলঙ্কার শ্রম ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী অনিল জয়ন্ত ফার্নান্ডোর সঙ্গে ভারত-সহায়তাপ্রাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পগুলির অগ্রগতি পর্যালোচনা বৈঠকে সন্তোষ ঝা জানান, শ্রীলঙ্কায় ভারতের উন্নয়ন সহায়তার পরিমাণ ৭.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়েছে। এর মধ্যে ৮৫০ মিলিয়নেরও বেশি ডলার অনুদান হিসেবে দেওয়া হয়েছে। আবাসন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, রেল, জ্বালানি ও জীবিকাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই প্রকল্পগুলি শ্রীলঙ্কার ২৫টি জেলার সবকটিতেই বাস্তবায়িত হচ্ছে। ভারত ও শ্রীলঙ্কার সম্পর্ক আড়াই হাজার বছরেরও বেশি পুরনো এবং দুই দেশের মধ্যে গভীর ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন রয়েছে। ভারতের 'নেইবারহুড ফার্স' নীতি এবং 'মহাসাগর' দৃষ্টিভঙ্গিতে শ্রীলঙ্কা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

উল্লেখ্য, ২০২৫ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শ্রীলঙ্কা সফর করেন। প্রেসিডেন্ট অনুরা কুমার দিসানায়েকে দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি ছিলেন দেশটিতে সফরকারী প্রথম বিদেশি রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধান। সেই সফরে প্রতিরক্ষা, স্বাস্থ্য, গণমাধ্যম, জ্বালানি ও সংযোগ-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাতটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

"আলোচনা এড়াতেই সংসদ অচল করছেন রাহুল গান্ধী", অভিযোগ বিজেপির গৌরব ভাটিয়ার

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট (আইএএনএস): লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী সংসদের কার্যক্রম ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যাহত করছেন, যাতে মোদী সরকারের বিদেশ থেকে পলাতক অপরাধীদের দেশে ফিরিয়ে আনার সাফল্য নিয়ে আলোচনা না হয় এমনই অভিযোগ করল বিজেপি। বুধবার দলের সদর দফতরে সাংবাদিক বৈঠকে এই অভিযোগ করেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র গৌরব ভাটিয়া।

ভাটিয়ার দাবি, ২০১৯ থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে কেন্দ্র সরকার ৩৬টি দেশ থেকে মোট ২৭৪ জন পলাতক অপরাধীকে ভারতে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর কথায়, এটি অপরাধীদের আইনের আওতায় আনার ক্ষেত্রে মোদী সরকারের অঙ্গীকার ও সাফল্যের প্রমাণ।

সাংবাদিক বৈঠকে গৌরব ভাটিয়া বলেন, "আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে সংসদে আলোচনা হওয়ার কথা। কিন্তু বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী কেন সংসদ চলতে দিচ্ছেন না, তা নিয়ে দেশবাসীর মনে প্রশ্ন রয়েছে। তিনি সংসদের কার্যক্রম বারবার ব্যাহত করছেন।"

তিনি আরও অভিযোগ করেন, দেশের রাজনীতিতে বর্তমানে দুটি ভিন্ন মতাদর্শের লড়াই চলছে। তাঁর দাবি, "রাহুল গান্ধী দেশের মানুষকে বিভক্ত করার রাজনীতি করেন। নৈরাজ্যবাদী শক্তির পাশে দাঁড়ালে নিজেও নৈরাজ্যবাদী হয়ে পড়তে হয়।"

মোদী সরকারের সাফল্যের প্রসঙ্গ তুলে ভাটিয়া বলেন, "শূন্য সহনশীলতার নীতিতে ২০১৯ থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে ৩৬টি দেশ থেকে ২৭৪ জন পলাতক অপরাধীকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। গড়ে প্রতি বছর ৪০ জনকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। বিশ্বের যে প্রান্তেই তারা লুকিয়ে থাকুক না কেন, তাদের খুঁজে বের করে গ্রেফতার করে ভারতে আনা হয়েছে এবং এখন তারা আইনের মুখোমুখি হবে।"

কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের সঙ্গে তুলনা টেনে তিনি দাবি করেন, ২০০৪ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে গড়ে বছরে মাত্র চারজন পলাতক অপরাধীকে দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল। তাঁর বক্তব্য, "একদিকে এক বছরে ৪০ জন, অন্যদিকে ১০ বছরে ৪০ জন। এই পরিসংখ্যানই প্রমাণ করে অপরাধীদের বিচারের মুখোমুখি করতে ভারত এখন অনেক বেশি কার্যকর।"

ভাটিয়ার আরও দাবি, দেশে ফিরিয়ে আনা পলাতক অপরাধীদের কাছ থেকে প্রায় ১৯ হাজার কোটি টাকার সম্পদ উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, কংগ্রেস সরকারের আমলে এই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব ছিল।

তিনি জানান, দেশে ফিরিয়ে আনা অভিযুক্তদের মধ্যে ৫৩ জন ধর্ষণ ও পকসো-সহ যৌন অপরাধে অভিযুক্ত, ৪২ জন সংঘবদ্ধ অপরাধ ও গ্যাংস্টার কার্যকলাপে, ১৮ জন মানবপাচার ও অপহরণে এবং ১৭ জন সন্ত্রাসবাদ ও রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে অভিযুক্ত। এছাড়া মাদক পাচারের অভিযোগে এনডিপিএস আইনে অভিযুক্ত ১৬ জন, জাল নোট ও সাইবার অপরাধে অভিযুক্ত ১২ জন এবং আর্থিক প্রতারণার একাধিক অভিযুক্তকেও দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে বিজেপি মুখপাত্র বলেন, বিরোধী দলনেতা হিসেবে সংসদে উপস্থিত থেকে বিতর্কে অংশ নেওয়া এবং জনস্বার্থের বিষয় তুলে ধরা তাঁর দায়িত্ব। কিন্তু তিনি সংসদ এড়িয়ে চলেন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও আরএসএস সম্পর্কে ভিত্তিহীন মন্তব্য করতেই বেশি আগ্রহী। ভাটিয়ার কথায়, "রাহুল গান্ধী 'মোদী-ভীতি' ও 'আরএসএস-ভীতি'-তে ভুগছেন।"সাংবাদিক বৈঠকে অনুচ্ছেদ ৩৭০ বিলোপের সপ্তম বর্ষপূর্তির প্রসঙ্গও তোলেন গৌরব ভাটিয়া। তিনি বলেন, ৫ আগস্ট ভারতের সাংবিধানিক ইতিহাসে এক গৌরবের দিন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নেতৃত্বে জম্মু ও কাশ্মীরকে সম্পূর্ণভাবে ভারতের মূল সাংবিধানিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

খুঁটি পূজার মধ্য দিয়ে শুরু হল জেপিসি ক্লাবের পূজা প্রস্তুতি। ছবি নিজস্ব

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

বর্ষার মরসুমে খুদেকে সংক্রমণের হাত থেকে কী ভাবে বাঁচাবেন?

রাজ্য জুড়ে ফের বাড়ছে ডেঙ্গির চোখরাঙানি। গত জুলাই থেকে প্রায় এক মাসে এ নিয়ে মশাবাহিত রোগে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল দশ। সেই তালিকায় রয়েছেন, বৃদ্ধ থেকে শিশু সকলেই। এই সময় শিশুদের জ্বর হলে অভিভাবকদের বাড়তি সতর্কতা নিতে বলছেন চিকিৎসকেরা। শিশুদের জ্বর হলে গড়িমসি না করে সঙ্গে সঙ্গে চিকিতকের নির্দেশে রক্ত পরীক্ষা করাতে হবে। চিকিৎসকের বক্তব্য, শিশুদের জ্বরে বয়স ও ওজন অনুযায়ী প্যারাসিটামল ছাড়া অন্য কোনও ওষুধ বিশেষ করে আইব্রুফেন দেওয়া উচিত নয়। কারণ, ডেঙ্গি হলে আইব্রুফেন হেমারেজের আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়। জ্বর যদি বেশি হয়, তখন মাথায় জলপট্টি দিতে হবে এবং ঈষদুষ্ণ জলে গা-হাত-পা স্পঞ্জ করিয়ে দেওয়া দরকার। এ সময়ে জ্বর, সর্দি, পেটে ব্যথা দিয়ে রোগের সূত্রপাত। এই অবস্থায় রক্ত পরীক্ষা করে ডেঙ্গির জীবাণু পাওয়া গেলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। এই সময়ে শিশুদের যাতে

ডিহাইড্রেশন না হয়, সে দিকে নজর রাখতে হবে। এই সময়ে শিশুকে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল ও জলীয় খাবার দিতে হবে। নিয়ম করে রক্তের প্লেটলেটের সংখ্যা পরীক্ষা করাতে হবে। তবে যদি বমি হয়, তা হলে শিশুকে ভর্তি করার দরকার হতে পারে। যদি জ্বরের মধ্যে শিশুদের প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যায় (দিনে ৭/৮ বারের কম প্রস্রাব হয়) তা হলে ঝুঁকি না নিয়ে খুদেকে হাসপাতালে ভর্তি করানো দরকার। এর সঙ্গে যদি শিশুটি জানায় যে, বুকে বা পেটে ব্যথা করছে, তা হলে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করানো দরকার।

শিশুদের রোগ প্রতিরোধশক্তি বৃদ্ধির জন্য ডায়েটের উপর নজর দিতে হবে।

সংক্রমণ এড়ানোর উপায় কী?

১) বাড়িতেই হোক কিংবা বাড়ির বাইরে বেরোলেই শিশুদের মশা তাড়ানোর ক্রিম গায়ে মাখিয়ে রাখুন, ফুলহাতা জামা আর ফুল ট্রাউজার পরিয়ে রাখুন।

২) যত অনভ্যাসই থাক, শিশু আর নিজের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে বর্ষার ক'দিন মশারির ভিতর ঘুমোনোর অভ্যাস করুন।

৩) জল সে নোংরা হোক বা পরিষ্কার, কিছুতেই জমে থাকতে দেবেন না। জলের বালতি ঢেকে রাখুন। বাড়ির চারপাশে যেন কোনও ভাবেই জল না জমতে পারে সে দিকে কড়া নজর রাখুন। প্রয়োজনে কর্পোরেশন, স্থানীয় পুরসভা বা পঞ্চায়েতের সঙ্গে যোগাযোগ করুন সত্বর। জানলায় মশা আটকানোর নেট লাগিয়ে রাখুন।

৪) ভেষজ কোনও কোনও ধূপেও মশা যায়। সে সব প্রয়োগ করতেই পারেন বাড়িতে। বাড়িতে মশা নিরোধক তেল ব্যবহারের আগে চিকিৎকের পরামর্শ নিন। মশা তাড়ানোর জন্য কর্পূর জ্বালিয়ে রাখতে পারেন বাড়িতে। ইউক্যালিপটাস, তুলসী, লেমনগ্রাস এই সব গাছ কিনে বাড়িতে রাখতে পারেন, এদের গন্ধে মশা দূরে থাকে।

৫) শিশুদের রোগ প্রতিরোধশক্তি বৃদ্ধির জন্য ডায়েটের উপর নজর দিতে হবে। খুদেকে বেশি করে ব্রকোলি, দই, টকজাতীয় ফল, পালংশাক, বাদাম খাওয়াতে হবে। শুধু তা-ই নয়, খুদে যেন বেশি করে জল খায় সে দিকেও নজর রাখতে হবে।

ব্যথার উপশমে কাপিং থেরাপি

উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন বাংলার জনপ্রিয় এক তারকা। তাঁর পিঠের উপরে বসানো রয়েছে ছোট ছোট কাপের আকৃতির কয়েকটি কাচের পাত্র। সম্প্রতি এমনই একটি ছবি ঘুরছিল সমাজমাধ্যমে। স্বাভাবিক ভাবেই ওই সব কাচের পাত্রগুলি কী এবং সেগুলি কেন পিঠে বসানো, তা নিয়ে কৌতূহল প্রকাশ করেছিলেন অনেকেই।

ফিজিয়োথেরাপিস্টরা জানাচ্ছেন, দেহের কোনও অংশে এই ভাবে ছোট ছোট পাত্র বসানো আসলে এক ধরনের থেরাপির অঙ্গ।

প্রাচীন চিন, ইজিপ্ট এবং মধ্য প্রাচ্যে এর চল ছিল। বর্তমানে এই কাপিং থেরাপি আবার জনপ্রিয় হচ্ছে।

কাপিংয়ের ব্যবহার

ফিটনেস বিশেষজ্ঞ সৌমেন দাস জানাচ্ছেন, মূলত ব্যথা কমানোর জন্য এর ব্যবহার হয়। এ ছাড়া, দেহের কোনও অংশে শক্ত হয়ে থাকা পেশিতে রক্ত চলাচল বাড়িয়ে নমনীয়তা ফেরাতেও কাপিং উপযোগী। অ্যাকনে, একজিমার মতো ত্বকের সমস্যা, দেহে ইনফ্লামেশন, ভ্যারিকোজ ভেন থেকে উপশম মিলতে পারে এই পদ্ধতিতে। তা ছাড়া, এটির মাধ্যমে ডিপ টিসু মাসাজও সম্ভব।

কী ভাবে হয় কাপিং

থেরাপির নাম থেকেই স্পষ্ট, এতে কাপের মতো পাত্রের ভূমিকাই প্রধান। এই কাপ হতে পারে বিভিন্ন আকারের। সাধারণত এগুলি কাচ, মাটি, ধাতু বা বাঁশের তৈরি হয়। মূলত কাপের মধ্যে শূন্যস্থান (ভ্যাকুয়াম) তৈরি করে সেগুলি দেহের নির্দিষ্ট জায়গায় উল্টো করে বসিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে কাপগুলি চামড়ার সঙ্গে এঁটে বসে যায়। এই ভাবে সেগুলি রেখে দেওয়া হয় তিন-চার মিনিট। এর ফলে ওই অংশের শিরাগুলি ফুলে ওঠে, রক্ত চলাচল বাড়ে সেখানে। এর পরে কাপগুলি সরিয়ে নেওয়া হয়। প্রয়োজন বুঝে নির্দিষ্ট সংখ্যার কাপ ব্যবহার করেন থেরাপিস্ট। এ সব ক্ষেত্রে কাপের মধ্যে শূন্যস্থান তৈরি করতে আগুনের ব্যবহার করা হলেও আধুনিক পদ্ধতিতে অনেক সময়েই ব্যবহার করা হয় পাম্প কাপ। এতে যন্ত্রের সাহায্যে কাপের ভিতরের বাতাস বার করে নেওয়া হয়। এ ছাড়া, সিলিকন কাপের ব্যবহার করলে সেগুলি সহজেই ত্বকের উপর দিয়ে টেনে বিভিন্ন জায়গায় সরানো যায়। ডিপ টিসু মাসাজে এই পদ্ধতির ব্যবহার হয়। সৌমেন জানাচ্ছেন, এ ছাড়াও ওয়েট কাপিং নামে একটি পদ্ধতির চল রয়েছে। এতে কাপ বসানোরকিছু ক্ষণ পরে সেগুলি সরিয়েনেওয়া হয়। এর পরে ফুলে ওঠা অংশে ধারালো কিছু দিয়ে অগভীর ভাবে কেটে সামান্য রক্ত বার করে নেওয়া হয়। মনে করা হয়, এতে দেহের টক্সিন সহজেই বেরিয়ে যায়। এর পরে আবার কাপ বসানো হয়। পরে ওই অংশে ওষুধ লাগিয়েহাল্কা করে টেপ বা ব্যান্ডেজ করে দেওয়া হয়।

কারা করাতে পারেন

এই থেরাপি মূলত খেলাধুলোর সঙ্গে যুক্ত বা ফিটনেসপ্রেমীরা

করিয়ে থাকেন। তবে দ্রুত ব্যথামুক্তির জন্য সকলেই করাতে পারেন এটি। রিউম্যাটিক, অ্যানিমিক রোগীরা, ত্বকের সমস্যা বা মাইগ্রেনে ভোগেন যাঁরা, সকলেই উপকার পেতে পারেন এই থেরাপিতে। যাঁরা দ্রুত ব্যথার উপশম চান, তাঁদের জন্য উপযুক্ত এই থেরাপি।

কী কী সাবধানতা দরকার

কাপিং সাধারণত নিরাপদ হলেও কয়েকটি জিনিস মাথায় রাখা দরকার। একটি বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত ফিজিয়োথেরাপিস্ট অতনু হালদার বললেন, "কাপ দিয়ে ভ্যাকুয়াম তৈরির জেরে থেরাপির পরে ত্বকের উপরে গোল দাগ বেশ কিছু দিন থাকে। যাঁরা এই থেরাপি করাতে যাবেন, তাঁদের এই বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। থেরাপিস্টের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তবেই যাওয়া উচিত। কারণ, এর জন্য মানবদেহে পেশি, রক্তবাহী শিরা-ধমনীর অবস্থান সম্পর্কে ভাল জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ওয়েট কাপিংয়ের ক্ষেত্রে সাবধানতা বেশি দরকার, কারণ এতে সংক্রমণের ভয় থাকে। ব্যবহৃত কাপ ও অন্য জিনিস ঠিক মতো জীবাণুমুক্ত করা কি না, খেয়াল রাখতে হবে সেই দিকে।" এ ছাড়া, কাপ বসানোর সময়ে ব্যথা বা ত্বকের ক্ষতির আশঙ্কাও থাকে। অতনু জানান, কাপের ভ্যাকুয়ামের চাপ সহ্য করার জন্য কারও ত্বক উপযুক্ত কি না, সেই দিকেও খেয়াল রাখতে হবে থেরাপিস্টকে।

কত দিন দরকার

সমস্যার গুরুত্ব বুঝে সেশনের প্রয়োজনীয়তা ঠিক করেন থেরাপিস্ট। সাধারণত, তিন-চারটি সেশনের প্রয়োজন পড়ে। তবে প্রথম বার থেকেই ফল মিলতে শুরু করে বলে জানাচ্ছেন থেরাপিস্টরা।

সমুদ্রের ধারে বৃষ্টি দেখতে দেখতে কাঁকড়া খাবেন, শরীরের কোনও ক্ষতি হবে না তো?

শুধু বাঙালিরাই নয়, সমুদ্রের ধারে ঘুরতে গেলে অনেকেই মাছের প্রতি আলাদা টান অনুভব করেন। সকালে সমুদ্রস্নান সেরে, বিকেলে সমুদ্রের পারে বসে মাছভাজা খাওয়ার মজাই আলাদা। অনেকেই মনে করেন, সমুদ্রের ধারে যত টাটকা মাছ পাওয়া যায়, তা অন্য কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়। এ কথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। মাছ বা সামুদ্রিক জীব টাটকা হওয়া সত্ত্বেও যত পেটের রোগ বা অ্যালার্জিজনিত সমস্যা কিন্তু শুরু হয় এই সমস্ত ভাজা খাওয়ার পর থেকেই। তাই চিকিৎসকেরা বলছেন, ঘোরার আনন্দ মাটি না করতে চাইলে এই সব সামুদ্রিক খাবার এড়িয়ে চলাই ভাল।

বর্ষাকালে সামুদ্রিক মাছ খাবেন না কেন? ১) জলজ দূষণ

বৃষ্টির জলে নানা জায়গা থেকে নোংরা, ধুলো-ময়লা সমুদ্রে এসে মেশে। এই দূষণের ফলে মাছ, সামুদ্রিক জীবেরাও সংক্রামিত হয়। এই ধরনের মাছ যতই টাটকা হোক না কেন, তা খেলে পেটের রোগ হতে বাধ্য। ২) পারদ সংক্রমণ বর্ষাকালে আরও একটি সমস্যা হল জলের মধ্যে পারদ মাত্রা বেড়ে যাওয়া। পারদ এমনিতেই বিষাক্ত একটি ধাতু। জলের মধ্যে থাকা এই বিষ মাছেদের শরীরে সহজেই থেকে যায়। টুনা, তরয়াল বা হাঙর প্রজাতির বড় মাছের মধ্যে এই ধরনের সংক্রমণ বেশি দেখা যায়। কোন মাছে এই বিষ ঢুকে রয়েছে, তা বাইরে থেকে দেখলে

একেবারেই বোঝা যায় না। ফলে এই ধরনের মাছ থেকে সংক্রমণের ঝুঁকি থেকেই যায়।

৩) অ্যালার্জির ভয় সামুদ্রিক খাবার থেকে অনেকেরই অ্যালার্জি হয়। এই সমস্যা কিন্তু বেড়ে যেতে পারে বর্ষায়। যে হেতু এই সময়ে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে তাই চট করে এই ধরনের সমস্যা প্রভাব ফেলতে পারে। এ ছাড়াও বর্ষাকালে পরজীবীদের সংখ্যাও বেড়ে যায়। জলের মধ্যে থাকা মাছেদের শরীর থেকে সহজেই তা মানবদেহে প্রবেশ করতে পারে। ফলে পেটব্যথা, বমি, পেটখারাপের মতো সমস্যা হতেই পারে।

হেঁশেলের তাকে লুকিয়ে থাকা আরশোলা

হেঁশেলে আরশোলার উপদ্রব কমবে বলে পুরনো হেঁশেলের ভোল বদলে "মডিউলার" করে ফেলেছেন। কিন্তু সমস্যা যে কে সেই। উল্টে আরশোলারা লুকোনোর জন্য প্রচুর জায়গা পেয়েছে। তার উপর এখন বর্ষাকাল। রান্নাঘরে খাওয়া এবং থাকার ব্যবস্থা করতে পারলে তারাও খানিকটা নিশ্চিন্ত হতে পারে। কিন্তু সমস্যা হল এই আরশোলা এবং নানা রকম পোকামাকড়ের ঠেলায় সেখানে খাবার জিনিস খুলে রাখাই দায়।

ঝুড়িতে রাখা আলু, প্যাকেটে রাখা পাউরুটি সবই অর্ধেকটা করে খেয়ে রেখে দিচ্ছে। লক্ষ্মণরেখা টেনেও কোনও লাভ হচ্ছে না। আর কোনও উপায় আছে কি?

১) পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে

হেঁশেল থেকে আরশোলা এবং বিভিন্ন পোকামাকড়ের অত্যাচার প্রতিরোধ করতে গেলে প্রথমেই পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দিতে হবে। খাবারের উচ্ছিষ্ট, খাবার-সহ প্যাকেটের মুখ খুলে রেখে দেওয়া, খাবার নিতে গিয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে রেখে দিলে কিন্তু আরশোলাদের আটকানো যাবে না।

২) ঢোকার মুখ বন্ধ করতে হবে

যে যে জায়গা দিয়ে পোকামাকড় ঢুকতে পারে, সেই সমস্ত প্রবেশপথ বন্ধ করে দিতে হবে। নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে হেঁশেলের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত নালিমুখ।

৩) প্রাকৃতিক রেপেলেন্টস

আরশোলা উপদ্রব কমাতে প্রাকৃতিক রেপেলেন্ট ব্যবহার করতে পারেন। জলের সঙ্গে পিপারমেন্ট অয়েল মিশিয়ে বাড়িতেই তৈরি করে ফেলতে পারেন স্প্রে। রান্নাঘরের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে রাখলে এই তেলের গন্ধে আরশোলা ধারেকাছে আসতে সাহস পাবে না।

ক্যালশিয়ামের কমবেশি

প্রত্যেক দিনের খাদ্যচাহিদায় ক্যালশিয়ামের গুরুত্বের কথা কমবেশি সকলেই জানি আমরা। কিন্তু তার কতটা পূরণ হয় রোজ? যাঁরা ক্যালশিয়াম সাপ্লিমেন্ট নেন, তা অন্য কোনও বিপদ ডেকে আনবে না তো? যাঁরা দুধ কিংবা দুগ্ধজাত খাবার খেতে পারেন না, তাঁরাই বা কী ভাবে ক্যালশিয়ামের জোগান নিশ্চিত করবেন? এমনই সব প্রশ্নের সমাধান জেনে রাখা দরকার।

খেতে হবে মাপসই

দুগ্ধজাত খাবার, মাছ, সবুজ আনাজ, ফলের মধ্যে কমলালেবু, পিয়ার, বেরি, কিউয়িতে ক্যালশিয়াম পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে। ক্যালশিয়ামসমৃদ্ধ খাবার নিয়মিত খেতে হবে। বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে এ কথা বেশি করে প্রযোজ্য। তাঁরা অনেক সময়েই দুধ, দই, ছানা, ডিম ইত্যাদি সন্তানকে খাওয়ালেও নিজেরা খান না। ফলে চল্লিশের আশপাশ থেকেই অস্টিয়োপোরোসিসের মতো চেনা সমস্যা দেখা যায় ঘরে ঘরে। শুরু হয় ক্যালশিয়াম সাপ্লিমেন্ট নেওয়া।

ডায়াটিশিয়ান সুবর্ণা রায়চৌধুরী বললেন, ১৯ থেকে ৫০ বছর বয়সিদের ক্যালশিয়ামের

প্রয়োজনীয়তা প্রত্যেক দিন কমবেশি ১০০০ মিলিগ্রাম। ৫১ থেকে ৭০ বছর বয়সি মহিলাদের এই প্রয়োজনীয়তা আবার ১২০০ মিলিগ্রাম। আড়াইশো মিলিলিটার দুধ, একটা ডিম, একশো-দেড়শো গ্রাম মাছ, একটু শাক-আনাজ আর একটা ক্যালশিয়াম সাপ্লিমেন্ট নিলেই এই চাহিদা রোজ মিটিয়ে ফেলা সম্ভব। এ বার প্রশ্ন হল, এই সাপ্লিমেন্ট নেওয়ার সময়ে আমরা খেয়াল করি কি যে, তাতে ক্যালশিয়ামের মাত্রা কতখানি? ট্যাবলেট যদি ৫০০ মিলিগ্রামের হয়, তা হলে খাবার সেই মতো ব্যালান্স করতে হবে। অতিরিক্ত হলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

অতিরিক্ত ভাল নয়

মাত্রাতিরিক্ত ক্যালশিয়াম শরীরে প্রবেশ করলে তা থেকে হতে পারে ক্যালশিয়াম ডিপোজিট। গলব্লাডার স্টোন, কিডনি স্টোন থেকে শুরু করে হার্টের সমস্যার মতো কঠিন অসুখও ডেকে আনতে পারে তা। বমি ভাব, গা হাত পা ফুলে যাওয়ার মতো প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দিলেই সতর্ক হোন। খাবার এবং সাপ্লিমেন্ট মিলিয়ে অতিরিক্ত ক্যালশিয়াম শরীরে প্রবেশ করছে না তো?

গর্ভাবস্থায় অনেকেই ভালমন্দ খাওয়ার পাশাপাশি ক্যালশিয়াম সাপ্লিমেন্ট খান। সঙ্গে অনেকে পাউডার বেসড ভিটামিন-মিনারেল সাপ্লিমেন্টও খেয়ে থাকেন। দৈনিক ১০০০ মিলিগ্রামের চাহিদা কোনও ভাবে পূরণ হয়ে গেলেই আর সাপ্লিমেন্টের দরকার পড়ে না, এটা মাথায় রাখা জরুরি। একটানা কোনও সাপ্লিমেন্ট খাওয়াই উচিত নয়। মাসতিনেক খেয়ে একটু বিরতি দিয়ে আবার শুরু করতে পারেন। সেই সময়ে খাবারের মাধ্যমে দৈনিক চাহিদা যাতে পূরণ হয়, সে দিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

দুধ না খেলে

ল্যাকটোজ ইনটলারেন্টরা সরাসরি দুধ খেতে না পারলেও দই, ছানা, চিজ বা অন্য দুগ্ধজাত খাবারের মাধ্যমে ক্যালশিয়াম পেতে পারেন। আবার দুগ্ধজাত কোনও খাবারই খেতে পারেন না যাঁরা, তাঁরা বেছে নিন সয়া-বেসড খাবার। সয়া মিল্ক, টোফু ইত্যাদির মাধ্যমে ক্যালশিয়ামের চাহিদা পূরণ হতে পারে।

শুধু ক্যালশিয়াম কেন, সব ধরনের খাবারের ক্ষেত্রেই ব্যালান্স রেখে ডায়েট তৈরি করা উচিত। তা হলে শরীরও থাকবে ভাবনাহীন।

ত্বকের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে গেলে নিয়ম মেনে পরিষ্কার করতে হবে মুখ

সাধ্যের মধ্যে যত রকম প্রসাধনী রয়েছে, প্রায় সবই এক বার করে মেখে ফেলেছেন। সুন্দর, নিটোল, ব্রণহীন, দাগ-ছোপহীন ত্বক পাওয়ার ইচ্ছে থাকে সকলেরই। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই তো আর তা পূরণ হয় না। নামীদামি প্রসাধনী মেখেও সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ত্বকের ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন প্রসাধনী ব্যবহার করলেই যে ত্বকের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে এমনটা নয়।

সেই প্রসাধনীগুলি ত্বকে মাখার পর ঠিক মতো কাজ করতে পারছে কি না, তা দেখা জরুরি। সারা দিন বাইরে থেকে ঘুরে তেল, ধুলো-ময়লা জমে থাকা মুখে যতই নামীদামি প্রসাধনী মাখুন না কেন, তা কোনও উপকারেই আসবে না। তাই ত্বকের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে নিয়ম মেনে মুখ পরিষ্কার করতে হবে।

১) দিনে দু'বার

ত্বকের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে গেলে অন্তত পক্ষে দিনে দু'বার মুখ পরিষ্কার করতেই হবে। অনেকেই মনে করেন, রাতে মুখ পরিষ্কার করেই ঘুমোতে গিয়েছেন। তা হলে ঘুম থেকে উঠে আবার মুখ পরিষ্কার করার প্রয়োজন কোথায়? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রাতে ঘুমের মধ্যেও ত্বকের গ্রন্থি থেকে সেবাম উতন্ন হয়। তার উপর কোনও প্রসাধনী মাখলে তা কোনও কাজে আসবে না। তাই মুখ পরিষ্কার করতেই হবে।

২) উষ্ণ গরম জল

মুখ পরিষ্কার করতে ঠান্ডা বা গরম নয়, ঈষদুষ্ণ জল ব্যবহার করতে বলছেন বিশেষজ্ঞরা। খুব গরম জল ব্যবহার করলে ত্বক শুষ্ক হয়ে পড়তে পারে। আবার ঠান্ডা জলের ব্যবহারে ত্বক থেকে তেল বা ধুলো-ময়লা পুরোপুরি পরিষ্কার হতে পারে না।

৩) কোমল হাতে

সারা দিন কাজ করার পর রাতে মুখ পরিষ্কার করার সময়ে অনেকেই অধৈর্য পড়েন। তাড়াতাড়ি কাজ সারার জন্যে যা হোক করে মুখে ফেসওয়াশ মেখে, ধুয়ে নেন। অনেকে আবার মুখ থেকে ধুলো-ময়লা তোলার জন্যে শক্ত হাতে মুখে স্ক্রাব ঘষেন। যার ফলে ত্বক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৪) মেকআপ তুলতে হবে

বাড়ি ফিরে ক্লান্ত লাগলেও মুখে মেকআপ তুলতে হবে। মেকআপের এতটুকু অংশ যেন মুখে লেগে না থাকে। না হলে ত্বকের উন্মুক্ত রন্ধ্রগুলি বন্ধ হয়ে সেখানে ব্রণ দেখা দিতেই পারে।

৫) ময়েশ্চারাইজার তবে মুখ পরিষ্কার করার পরে কিন্তু ময়েশ্চারাইজার মাখতে ভুলবেন না। ফেসওয়াশ যতই মাইল্ড হোক, তা ত্বকের স্বাভাবিক তেলের পরিমাণ কিছুটা হলেও কমিয়ে দেয়। ফলে আর্দ্রতার অভাব হতেই পারে। তাই মুখ ধোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মুখে ময়েশ্চারাইজার মেখে নেওয়া জরুরি।

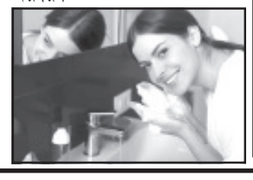

দেশে ফিরবই হাসিনা

● প্রথম পাতার পর

আন্দোলন ছিল না। তাঁর দাবি, সংগঠিত কিছু গোষ্ঠী শিক্ষার্থীদের আন্দোলনকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে এবং তা সহিংসতায় রূপান্তরিত করে।তিনি বলেন, এটি সেই বাংলাদেশ নয়, যা আমরা গড়ে তুলেছিলাম। এটি সেই বাংলাদেশ নয়, যার জন্য ১৯৭১ সালে ৩০ লাখ মানুষ জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। আমার সরকার সংলাপ, আইনি প্রক্রিয়া এবং ধৈর্যের মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সংস্কারের দাবির আড়ালে সংগঠিত গোষ্ঠীগুলি শিক্ষার্থীদের দাবিকে সহিংস রাজনৈতিক অস্ত্রে পরিণত করেছিল।শেখ হাসিনার দাবি, তাঁর সরকার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনার উদ্যোগ নিয়েছিল। তিনি নিজে গণভবনে শিক্ষার্থীদের আমন্ত্রণ জানান এবং তিনজন মন্ত্রীও তাঁদের সঙ্গে বৈঠক করেন। তবে কোটা সংস্কারের দাবিকে পরিকল্পিতভাবে তাঁর পদত্যাগের একদফা আন্দোলনে পরিণত করা হয় বলে অভিযোগ করেন তিনি।

তিনি বলেন, পরিকল্পিতভাবে মিথ্যা প্রচার চালানো হয়। প্রকৃত শিক্ষার্থীদের আবেগকে ব্যবহার করা হয় এবং সংগঠিত গোষ্ঠীগুলি তাঁদের আন্দোলনকে সহিংসতা ও সরকার পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে।

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের বক্তব্য উদ্ধৃত করে শেখ হাসিনা দাবি করেন, ইউনূস নিজেই জুলাই ২০২৪-এর আন্দোলনকে অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে পরিকল্পিত এবং একজন মাস্টারমাইন্ডের নেতৃত্বে পরিচালিত বলে উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর মতে, এই বক্তব্যই আন্দোলনের সংগঠিত চরিত্রকে স্পষ্ট করে।

তিনি অভিযোগ করেন, এটি স্বতঃস্ফূর্ত ছাত্র আন্দোলন ছিল না। এর কোনও দৃশ্যমান বা দায়িত্বশীল নেতৃত্ব ছিল না। অদৃশ্যভাবে নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছিল। ১৫ জুলাইয়ের পর আন্দোলনের চরিত্র বদলে যায়। খুন, অগ্নিসংযোগ, হামলা, লুটপাট এবং রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ধ্বংসের ঘটনা শুরু হয়।গত দুই বছরে দেশে ব্যাপক রাজনৈতিক নিপীড়ন চালানো হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন শেখ হাসিনা। তাঁর দাবি, এই সময়ে অন্তত ১০ হাজার মানুষ নিহত বা নিখোঁজ হয়েছেন, সাড়ে ৬ লাখ মানুষ গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং সাড়ে ৩ হাজার মামলা দায়ের করা হয়েছে।

তিনি আরও দাবি করেন, প্রায় সাড়ে ৪ লাখ আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী ও সমর্থককে বিভিন্ন মামলায় আসামি করা হয়েছে এবং ১০ লক্ষেরও বেশি মানুষকে অজ্ঞাতনামা আসামি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধেই ৬০০-র বেশি মামলা দায়ের হয়েছে বলেও জানান তিনি।

শেখ হাসিনার অভিযোগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠনগুলির নারী কর্মীদের হেনস্তা, নির্যাতন ও হেফাজতে নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। অনেক নেতা-কর্মীর কারাগারেই মৃত্যু হয়েছে বলেও তিনি দাবি করেন।তিনি বলেন, নির্যাতন, চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করা, খাদ্য না দেওয়া এবং মৌলিক অধিকার অস্বীকার করার বহু অভিযোগ রয়েছে।আওয়ামী লীগের বাইরেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বিচারক, আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিকর্মী, সাংবাদিক, পেশাজীবী, শ্রমিক, রিকশাচালক, কৃষক এবং সাধারণ নাগরিকদেরও হামলা, গ্রেপ্তার ও হত্যা মামলায় জড়ানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী কেউই এখন নিরাপদ নন বলেও দাবি করেন শেখ হাসিনা। তাঁর অভিযোগ, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন ধ্বংস করা হয়েছে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের 'জুতার মালা' পরিয়ে অপমান করা হয়েছে।তিনি বলেন, এটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে মুছে ফেলার চেষ্টা। মুহাম্মদ ইউনূস নিজেই দেশের অতীত ইতিহাস মুছে দিতে "রিসেট বাটন" চাপার কথা বলেছেন। তারা মুক্তিযুদ্ধকে মুছে ফেলতে চায়, বঙ্গবন্ধুকে মুছে ফেলতে চায় এবং বাংলাদেশের জন্মের ভিত্তিকেই বদলে দিতে চায়।

বাংলাদেশকে আবার উন্নয়নের পথে ফিরিয়ে আনতেই তিনি দেশে ফিরতে চান বলে জানান শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, 'আমার দেশে ফেরার তারিখ পরে ঘোষণা করা হবে। তবে আমি অবশ্যই আমার মানুষের কাছে ফিরে যাব।' এছাড়া তিনি আওয়ামী লীগের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, তাঁর ও দলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া 'মিথ্যা মামলা' প্রত্যাহার এবং বাংলাদেশে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি জানান।বক্তব্যের শেষে শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশের মানুষ নিরাপত্তা, উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও শান্তির অধিকারী। তাঁর ভাষায়, আমার প্রত্যাবর্তন বা আওয়ামী লীগের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ফেরা ক্ষমতার জন্য নয়। এটি বাংলাদেশকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য। উন্নয়ন, অগ্রগতি, ধর্মনিরপেক্ষতা ও স্থিতিশীলতার পথে দেশকে ফিরিয়ে আনতেই আমি বাংলাদেশে ফিরতে চাই। মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের জীবন আরও ভালো করার লক্ষ্যেই আমার প্রত্যাবর্তন। জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। আমি তাঁদের বিশ্বাস করি, ভালোবাসি এবং তাঁদের কাছেই ফিরে যাব।

নিষেধাজ্ঞা ছিল ভুল ঃ মেটা

● প্রথম পাতার পর

কাছে সরাসরি দুঃখপ্রকাশ করেছেন। মেটার পক্ষ থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে কাপলান বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদির পোস্টে বিধিনিষেধ আরোপের ভুলের জন্য আমি মেটার পক্ষ থেকে মন্ত্রীর কাছে ক্ষমা চেয়েছি।বুধবার মেটার একটি বৈশ্বিক প্রতিনিধিদল অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে বৈঠক করে। সেই বৈঠকে সংস্থাটি তাদের প্ল্যাটফর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু ত্রুটি ও ঘাটতির কথা স্বীকার করে। মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের আগে প্রতিনিধিদলটি তথ্যপ্রযুক্তি সচিব এস. কৃষ্ণনের সঙ্গেও পৃথক বৈঠক করে।

ভারতে মেটার কনটেন্ট মডারেশন নীতি এবং প্রধানমন্ত্রীর ফেসবুক পোস্টে সাময়িক বিধিনিষেধ নিয়ে প্রশ্ন ওঠার পর থেকেই সংস্থাটির কার্যক্রম নিয়ে বাড়তি নজরদারি শুরু হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটেই মেটার সর্বশেষ ক্ষমাপ্রার্থনা সামনে এসেছে।

সরকারি সূত্রের দাবি, এর আগে বুধবারই মেটার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মার্ক জাকারবার্গও সংস্থার প্ল্যাটফর্মে শিশুদের যৌন নির্যাতন সংক্রান্ত কনটেন্ট, ডিপফেক এবং অন্যান্য আপত্তিকর ও বিভ্রান্তিকর কনটেন্ট ছড়িয়ে পড়ার ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেন। সূত্রের দাবি, সরকার মেটার কাছে আপত্তিকর ও বিকৃত কনটেন্টের বিস্তার নিয়ে উদ্বেগ জানায়। জবাবে জাকারবার্গ প্ল্যাটফর্ম পরিচালনায় ত্রুটি থাকার বিষয়টি স্বীকার করে অনুশোচনা প্রকাশ করেন।

সরকারি সূত্র আরও জানায়, ব্যবহারকারীদের কাছে কোন কনটেন্ট পৌঁছাবে তা যদি কোনো প্ল্যাটফর্ম নিজেই নির্বাচন ও নিয়ন্ত্রণ করে, তাহলে ভারতীয় আইনের অধীনে তাকে নিরপেক্ষ মধ্যস্থতাকারী হিসেবে গণ্য করা নাও হতে পারে, এই বার্তাও মেটাকে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে।সূত্রের দাবি, তথ্যপ্রযুক্তি আইনের আওতায় থাকা "সেফ হারবার" সুরক্ষা কোনো প্ল্যাটফর্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, যদি দেখা যায় যে তারা সক্রিয়ভাবে নির্ধারণ করছে কোন কনটেন্ট কার কাছে পৌঁছাবে। সরকারি সূত্রের বক্তব্য অনুযায়ী, তাদের স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে যে তারা মধ্যস্থতাকারীর সংজ্ঞার আওতায় পড়ে না। তারা নিজেরাই ঠিক করে কার কাছে কোন কনটেন্ট পৌঁছাবে। ফলে তথ্যপ্রযুক্তি আইনের "সেফ হারবার" সুরক্ষা প্রযোজ্য নয়। তারা স্বীকার করেছে যে নির্দিষ্ট ধরনের কনটেন্টকে বাড়তি প্রচার (বুস্ট) দিতে বিপুল অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। তারা এই ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়েছে এবং অনুশোচনা প্রকাশ করেছে।তবে সরকারি সূত্রের এই দাবিগুলির বিষয়ে মেটার পক্ষ থেকে স্বাধীনভাবে বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া এখনও প্রকাশ করা হয়নি।

কংগ্রেসের

● প্রথম পাতার পর

অসংগঠিত কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি শান্তনু পালসহ দলের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী অভিযোগ করেন, বর্তমানে দেশ ও রাজ্য অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং প্রশাসনিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তাঁর দাবি, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানপ্রায় সব ক্ষেত্রেই অবনতি হয়েছে। তিনি এর জন্য কর্পোরেটমুখী নীতি, দুর্নীতি এবং অপরাধীদের সঙ্গে ক্ষমতাসীনদের আঁতাতকে দায়ী করেন।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, কেন্দ্র ও রাজ্যে বিজেপি সরকারের আমলে সরকারি সম্পদের অপব্যবহার, দুর্নীতি এবং বিভিন্ন মন্দিরে অর্থ ও প্রণামী আত্মসাতের মতো ঘটনা মানুষের আস্থা নষ্ট করেছে। একইসঙ্গে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রশ্নফাঁস, নিয়োগে দুর্নীতি ও দীর্ঘদিন ধরে কর্মসংস্থানের সংকটের কারণে যুব সমাজের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।

প্রবীর চক্রবর্তীর অভিযোগ, খাদ্য সুরক্ষা আইনে প্রস্তাবিত সংশোধনের মাধ্যমে অন্ত্যোদয় প্রকল্পের সুবিধাভোগী দরিদ্র পরিবারগুলোর খাদ্য বরাদ্দ কমানোর উদ্যোগ উদ্বেগজনক। জনকল্যাণের পরিবর্তে কর্পোরেট স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও সরব হন কংগ্রেস নেতারা। তাঁদের দাবি, রাজ্যে নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অপরাধ দমনে প্রশাসন কার্যকর ভূমিকা নিতে ব্যর্থ হয়েছে। একইসঙ্গে রাজধানী আগরতলায় স্মার্ট সিটির বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন, স্মার্ট মিটার, বিদ্যুৎ পরিষেবার সমস্যা, মূল্যবৃদ্ধি এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতার বিষয়ও গণঅবস্থানে তুলে ধরা হয়।

সভায় যুব কংগ্রেস সভাপতি নীলকমল সাহাও রাজ্যের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিয়ে সমালোচনা করেন। তাঁর অভিযোগ, সরকারি হাসপাতালগুলোতে সাধারণ মানুষ কাঙ্ক্ষিত চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছেন না এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার মান ক্রমশ অবনতি ঘটছে।

হুঁশিয়ারি

● প্রথম পাতার পর

দিয়ে তাঁরা বহু বছর আগে সশস্ত্র পথ ছেড়ে মূলস্রোতের জীবনে ফিরে এসেছেন। তবে আত্মসমর্পণের পর তাঁদের পুনর্বাসনের জন্য প্রতিশ্রুত আর্থিক প্যাকেজ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা এখনও কার্যকর হয়নি বলে অভিযোগ করেন তাঁরা।

সংগঠনের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে সরকারের কাছে ৯ দফা দাবি জানানো হলেও তার কোনো স্থায়ী সমাধান মেলেনি। এর আগে গত ২৪ জুন একই দাবিতে রেল ও জাতীয় সড়ক অবরোধের কর্মসূচি নেওয়া হলেও সরকারের আশ্বাসের ভিত্তিতে তা প্রত্যাহার করা হয়েছিল।

নেতৃত্বদের বক্তব্য, এরপর রাজ্য সরকারের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে একাধিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হলেও দাবি পূরণের বিষয়ে কোনো ইতিবাচক অগ্রগতি হয়নি। বুধবারও জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রীর উপস্থিতিতে সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক হয়। কিন্তু সেই বৈঠক থেকেও কোনো সমাধানসূত্র বেরিয়ে না আসায় ফের কঠোর আন্দোলনের পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ১৩ আগস্ট চম্পকনগরের সাধুচন্দ্রপাড়া এলাকায় জাতীয় সড়ক এবং ভৃগুদাসপাড়া এলাকায় রেলপথ অবরোধ করা হবে। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত এই কর্মসূচি অনির্দিষ্টকালের জন্য চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছে তারা।

ডেপুটেশন

● প্রথম পাতার পর

ব্যাখ্যা ছাড়াই বিদ্যুৎ বিল কয়েক গুণ বেড়ে যাওয়ায় বহু পরিবারের পক্ষে সেই বিল পরিশোধ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে।

ডেপুটেশনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পুনর্বিবেচনা করে সাধারণ মানুষের স্বার্থে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানানো হয়। প্রতিনিধিদলের বক্তব্য, অবিলম্বে সমস্যার সমাধান না হলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ আরও বাড়বে এবং বৃহত্তর গণআন্দোলনের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।এদিকে, ডেপুটেশন কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বিদ্যুৎ দপ্তর চত্বরে কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনার পরিবেশ সৃষ্টি হলেও কর্মসূচি শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয়।

RE-SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (SNIQ)

the Sealed quotations are invited by the undersigned on the behalf on the Govt. of Tripura from prospective reputed firm/ authorized distributor/agent/ supplier/ dealer or interested person for repairing & maintenance works of 1.F/R Drive shaft 2.Self starter repair 3.Alternator repair of Vehicle no-_TRO1-F-1147 (Tata Winger)Ambulance of IGM Hospital, Agartala.
The quotations from with detailed description of work & terms & condition will be available from the office of the Medical superintendent IGM Hospital, Agartala on any working days during the office hours from 11.00 A.M free of cost upto 05.00 P.M on 10/8/2026.
The quotations would be received at the office of the undersigned upto 05.00 P.M hrs on 10/8/2026 by speed post / currier service by hand & will be opened on next working days in the office of the Medical superintendent, IGM Hospital, Agartala

Medical Superintendent
IGM Hospital, Agartala
ICA/C-1460/26

PNIET No.: 07/EE/WR/D-V/KMP/2026-27 Dated: 03 -08-2026.
The Executive Engineer, Water Resource Division No-V, Kamalpur, Dhalai District, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class& Category registered with any wing of State(s) PWD/CPWD /MES / Railway for the following work through e-procurement portal:

Sl No.	DNIeT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Bid Fee
1	No:22/EE/WR/D-V/KMP/2026-27	7,21,510.00	14,430.00	1,000
2	No:23/EE/WR/D-V/KMP/2026-27	7,76,355.00	15,527.00	1,000
3	No:24/EE/WR/D-V/KMP/2026-27	7,75,880.00	15,518.00	1,000
4	No:25/EE/WR/D-V/KMP/2026-27	7,59,047.00	15,181.00	1,000

Last date & time for online Bidding: 17-08-2026 up to 3:00 PM
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

Executive Engineer
WR Division No-V
Kamalpur, Dhalai Tripura
ICA/C-1465/26

The Executive Engineer, Bishalgarh Division, PWD (R&B), Gakulnagar, Sepahijala, Tripura invites sealed tenders vide PNIT No. 04/ EE-BSLD / PWD(R&B) / 2026-27, Dated 03rd August, 2026 for hiring of 1 (One) no. vehicle Mahindra & Mahindra Bolero- Diesel for the office mentioned below:-
1/ Hiring of 01 (one) no Mahindra & Mahindra Bolero (Diesel) vehicle of 01.01.2021 (Manufacturing Date) onwards along with driver for official use of the Executive Engineer, Bishalgarh Division, PWD(R&B) during the year 2026-27/ upto January, 2027.
Estimated Cost: 2,41,700/-
DNIT. No. 09/R/DNIT/EE-BSLD/PWD(R&B)/2026-27
Tender forms may be collected from the office of the undersigned during the office hour w.e.f. 06st August, 2026 to 13th August, 2026 and last date of dropping of tender is 14th August, 2026 up to 3:00pm.
Last Date of receipt of application: 12th August, 2026
For details please see Tender Notice
For and on behalf of the Governor of Tripura
(Er. P. S. Banik)
Executive Engineer
Bishalgarh Division, PWD (R & B)
Bishalgarh, Sepahijala Tripura.
ICA/C-1469/26

ABRIDGED NOTICE FOR HIRING OF STATE TSA FOR DDU-GKY, TRLM
Request for Proposal (RFP) are hereby invited from the Agencies for "Hiring of State Technical Support Agency for DDUGKY". Bidder shall download & submit the RFP documents alongwith EMD of 3,90,000/- before 09.09.2026 upto 12:00 PM through the website-tripuratenders.gov.in and also the RFP documents may be seen at www.trlm.tripura.gov.in/ www.rural.tripura.gov.in/ www.tripura.gov.in
Sd/-illegible
Chief Executive Officer
Tripura Rural Livelihood Mission
ICA/C-1473/26

সুপ্রিমকোর্ট

● প্রথম পাতার পর

পারে এবং নতুন করে সহিংসতার জন্ম দিতে পারে। তা এড়ানো উচিত।" মিছিলের নিরাপত্তা ঝুঁকির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে প্রধান বিচারপতি বলেন, শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ নিশ্চিত করার পাশাপাশি পরিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে না যায়, সে বিষয়েও সতর্ক থাকতে হবে।

তিনি মন্তব্য করেন, "সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল শান্তিপূর্ণ মিছিলকে উৎসাহ দেওয়া। যদি কোনও ঘটনা ঘটে, তবে পুলিশকেও যথেষ্ট সংযম দেখাতে হবে যাতে পরিস্থিতি হাতের বাইরে না চলে যায়। এ ধরনের ঘটনা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মোকাবিলা করা প্রয়োজন।"আন্দোলনরত ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগের গুরুত্ব তুলে ধরে প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, "আমাদের সতর্কভাবে এগোতে হবে যাতে এই তরুণরা সহিংসতার পথে না যায়। তাদের কাউন্সেলিং করা এবং শান্ত করা সবচেয়ে ভালো উপায়। সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হল তাদের কথা শোনা। তারা কেন চিৎকার করছে, তা শুনুন এবং বোঝার চেষ্টা করুন।"তবে পরিস্থিতি মোকাবিলার কৌশলগত সিদ্ধান্ত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত বলেও মন্তব্য করেন তিনি। প্রধান বিচারপতির মতে, "এই ধরনের পরিস্থিতি কীভাবে সামাল দিতে হয়, তা আইন-প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি আমাদের বা আবেদনকারীর চেয়ে ভালো জানে।"একই ধরনের বিষয় ইতিমধ্যেই আদালতের বিবেচনাধীন রয়েছে উল্লেখ করে সুপ্রিম কোর্ট সর্বশেষ আবেদনটিকে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মামলার সঙ্গে যুক্ত করে শুনানির নির্দেশ দিয়েছে।উল্লেখ্য, জনস্বার্থ মামলায় আরও দাবি করা হয়েছে যে, শুধুমাত্র রাজনৈতিক সমঝোতার ভিত্তিতে দাঙ্গা বা সহিংসতা-সংক্রান্ত মামলায় কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার কোনও সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করতে পারবে না বা মামলা প্রত্যাহার করতে পারবে না। মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এ ধরনের মামলা প্রত্যাহারে নিষেধাজ্ঞা জারিরও আবেদন জানানো হয়েছে।

দুর্ভোগ

● প্রথম পাতার পর

নালা এবং আবর্জনা যথাসময়ে অপসারণ না হওয়ায় বৃষ্টির জল দ্রুত নিষ্কাশন হতে পারছে না।পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিভিন্ন পাম্প হাউস চালু করে দ্রুত জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।এদিকে, ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর (আইএমডি) আগামী বৃহস্পতিবারও রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎসহ দমকা হাওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে। সম্ভাব্য দুর্যোগের কথা মাথায় রেখে প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের না হওয়া এবং সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন।

সিপিএমের সেলিনা

● প্রথম পাতার পর

বিজেপির লায়লা বেগম প্রধান নির্বাচিত হন। তবে কিছুদিন পরই পঞ্চায়েতের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হয়। দলের একাংশের অসন্তোষের জেরে প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়। অনাস্থা ভোটে কংগ্রেসের তিন সদস্য, সিপিএমের এক সদস্য এবং বিজেপির এক বিক্ষুব্ধ সদস্যের সমর্থনে লায়লা বেগম সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারান। এরপর অস্থায়ীভাবে পঞ্চায়েতের দায়িত্ব পালন করেন সিপিএমের সদস্যা সেলিনা বেগম।পরবর্তীতে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী নতুন প্রধান নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হয়। বুধবার অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কংগ্রেসের তিন সদস্য, সিপিএমের সদস্য এবং বিজেপির বিক্ষুব্ধ সদস্যের সমর্থন পেয়ে সেলিনা বেগম সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে প্রধান নির্বাচিত হন। এই ফলাফলের মধ্য দিয়ে গৌরনগর ব্লকের নুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপির ক্ষমতার অবসান ঘটল। রাজনৈতিক মহলের মতে, দলীয় অন্তর্কলহ এবং বিক্ষুব্ধ সদস্যদের অবস্থানের কারণেই পঞ্চায়েতটি বিজেপির হাতছাড়া হয়েছে।

জিতেন্দ্র

● প্রথম পাতার পর

বিরোধী দলনেতার প্রশ্ন, অস্মিতা ভারতের মেয়ে, তাই তাকে ভারত সরকারই পাঠাবে এটা স্বাভাবিক। এখানে সরকারের বড়াই করার কিছু নেই। রাজ্য সরকার কেন অস্মিতাকে তার পরিবারের ভরণ পোষণ যোগানোর জন্য একটি চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে পারল না। কেন তাকে নিজের পরিবার প্রতিপালনের জন্য বহিরাজে যেতে হলো? সেই প্রশ্ন তোলেন তিনি। তার কথায় শাসক দল মদনপুষ্ট ব্যক্তিরা ক্রীড়াজগতকে আঁকড়ে ধরে বসে আছেন। বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ উঠে আসছে। আর এর ফলস্বরূপ অস্মিতার মতো তাদের যোগ্য জায়গা পাচ্ছেন না।

EMPLOYMENT NOTIFICATION

Subject: Invitation of applications for appointment of the first Vice Chancellor, Tripura University of Health Sciences (TUHS).
Applications are hereby invited from interested and eligible candidates for appointment to the post of the Vice Chancellor, Tripura University of Health Sciences (TUHS). The detailed Employment Notification, along with the prescribed application format has been uploaded on the official website (dme.tripura.gov.in) of the Directorate of Medical Education (DME), Government of Tripura.
Interested candidates are requested to submit their applications in the prescribed format, either by email at healthfinancep@gmail.com, or physically on or before 7th September, 2026 positively at the Olo the Secretary, Health & Family Welfare Department, State Civil Secretariat, New Capital Complex. PO- Kunjaban, Agartala, West Tripura, PIN - 799010.
The prescribed application format may be collected from the Office of the Directorate of Medical Education, Government of Tripura, Agartala, on any working day between 11:00 AM and 4:00 PM, or downloaded from the official website of DME (dme.tripura.gov.in).
Any further information regarding this engagement shall be notified from time to time.
Candidates are requested to regularly visit the official website of DME for detailed information in this regard.

Secretary to the
Government of Tripura
Health & Family Welfare Department.
ICA/D-713/26

এফসিআরএ সংশোধনী পুনর্বিবেচনার আর্জি মেঘালয়ের ইউডিপির, শিক্ষা-স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের উপর প্রভাবের আশঙ্কা

শিলং, ৫ আগস্ট (আইএএনএস): প্রস্তাবিত বিদেশি অনুদান (নিয়ন্ত্রণ) সংশোধনী আইন, ২০২৬ এবং সংশ্লিষ্ট বিধিতে থাকা একাধিক ধারার পুনর্বিবেচনার জন্য কেন্দ্রের কাছে আবেদন জানাল মেঘালয়ের ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (ইউডিপি)। বিজেপি-সমর্থিত মেঘালয় ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (এমডিএ) সরকারের অন্যতম শরিক এই দলটির দাবি, সংশোধনীগুলি কার্যকর হলে রাজ্যের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবিক ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাভাবিক কাজকর্ম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হতে পারে।

বুধবার ইউডিপির সাধারণ সম্পাদক টিটোস্টারওয়েল চাইনে সাংবাদিকদের জানান, দলটি প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলি বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করেছে এবং এ বিষয়ে মেঘালয়ের চার্চ নেতাদের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে. সাংমার উদ্বেগকেও সমর্থন করছে। তিনি বলেন, বিদেশি অনুদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তাকে ইউডিপি সমর্থন করে, তবে সেই সংস্কার যেন দীর্ঘদিন ধরে জনসেবামূলক কাজ করে আসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে।

চাইনে বলেন, "নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য কখনও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যক্রম রুদ্ধ করা হওয়া উচিত নয়।"

ইউডিপি প্রস্তাব দিয়েছে, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় অস্থায়ী মালিকানার পরিবর্তে আদালতের তত্ত্বাবধানে একটি ব্যবস্থা চালু করা হোক। পাশাপাশি সব বিচারিক প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনও সম্পত্তির স্থায়ী হস্তান্তর না করার বিধান রাখারও দাবি জানিয়েছে দলটি।

দলের মতে, সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চার্চ এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের গড়ে তোলা জনকল্যাণমূলক সম্পদ বহু দশকের পরিশ্রমের ফল। তাই এগুলিকে পর্যাপ্ত আইনি সুরক্ষা দেওয়া জরুরি।

ইউডিপি আরও দাবি করেছে, সংশোধিত আইনের সম্পত্তি-সংক্রান্ত বিধান শুধুমাত্র আইন কার্যকর হওয়ার পর থেকে প্রযোজ্য হওয়া উচিত। অতীত থেকে কার্যকর (রেট্রোস্পেকটিভ) করা হলে বহু পুরনো জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

সংবিধানের ২৫ থেকে ৩০ নম্বর অনুচ্ছেদের সুরক্ষার কথা উল্লেখ করে সংখ্যালঘু ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পত্তিকে এই বাজেয়াপ্তির বিধান থেকে অব্যাহতি দেওয়ারও দাবি জানানো হয়েছে।

এছাড়া, ষষ্ঠ তফসিলভুক্ত এলাকা এবং সংবিধানের ৩৭১এ থেকে ৩৭১এইচ অনুচ্ছেদের আওতাভুক্ত রাজ্যগুলিতে বাজেয়াপ্ত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি বা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের ভূমি আইন মেনে চলা এবং স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) বা রাজ্য সরকারের পূর্বানুমতি বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব দিয়েছে ইউডিপি।

এফসিআরএ নিবন্ধন বাতিলের ক্ষেত্রেও দলটির মত, শুধুমাত্র বিদেশি অনুদান সংক্রান্ত অপরাধে আদালতের চূড়ান্ত দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ভিত্তিতেই ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। কেবল এফআইআর বা তদন্ত চলার কারণে কোনও সংস্থার নিবন্ধন বাতিল করা উচিত নয়।

এছাড়া, যেসব সংস্থার এফসিআরএ নিবন্ধন সাময়িকভাবে স্থগিত থাকবে, তাদের বেতন, ভাড়া, বিদ্যুৎ বিল এবং অন্যান্য আইনগত ব্যয়ের জন্য বিদ্যমান তহবিল ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ারও সুপারিশ করেছে ইউডিপি, যাতে স্কুল, হাসপাতাল এবং জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ ব্যাহত না হয়।সবশেষে, সংশোধনী চূড়ান্ত করার আগে রাজ্য সরকার, চার্চ সংগঠন, স্বশাসিত জেলা পরিষদ এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করার আহ্বান জানিয়েছে ইউডিপি। দলের মতে, জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করার পাশাপাশি মেঘালয় ও উত্তব-পূর্বাঞ্চলেব জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যক্রমও সুরক্ষিত রাখতে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও জনমুখী এফসিআরএ কাঠামো প্রয়োজন।

'জোধপুরে কোনও জাদু দেখতে পাচ্ছি না', অশোক গেহলটকে কটাক্ষ গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতের

জয়পুর, ৫ আগস্ট (আইএএনএস): জোধপুর সফরে এসে প্রাক্তন রাজস্থান মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটকে পরোক্ষে কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটনমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। বুধবার তিনি বলেন, গেহলটের সাম্প্রতিক জোধপুর সফরের পর শহরে তিনি কোনও 'জাদুর প্রভাব' দেখতে পাচ্ছেন না।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শেখাওয়াত বলেন, "আমি সবে জোধপুরে পৌঁছেছি, এখানে কোনও 'জাদুর প্রভাব' দেখতে পাচ্ছি না।"

রাজস্থানে আসন্ন পঞ্চায়েত রাজ ও পুরসভা নির্বাচন নিয়েও আত্মবিশ্বাসী সুরে কথা বলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তাঁর দাবি, মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মার নেতৃত্বে রাজ্যের প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে উন্নয়নের কাজ হয়েছে এবং বিজেপি ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

তিনি বলেন, "পদ্মই ফুটবে। রাজস্থানের মানুষ আবারও বিপুল সমর্থন দিয়ে বিজেপিকে জয়ী করবেন।"

ভারত-যুক্তরাজ্য মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ)-কেও দেশের অর্থনীতির জন্য একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করেন শেখাওয়াত। তাঁর মতে, এই চুক্তির ফলে ভারতের ইঞ্জিনিয়ারিং, হস্তশিল্প এবং চামড়া শিল্প বিশেষভাবে উপকৃত হবে, কারণ যুক্তরাজ্যে রফতানি হওয়া ভারতের প্রায় ৯৯ শতাংশ পণ্যের ওপর আমদানি শুল্ক তুলে নেওয়া হয়েছে।তিনি জানান, "চুক্তি কার্যকর হওয়ার প্রথম দিনেই ভারত থেকে ১৪ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য যুক্তরাজ্যে রফতানি হয়েছে, যা এই চুক্তির সাফল্যেরই প্রমাণ।"

রাজস্থানের রফতানি সম্ভাবনার প্রসঙ্গ তুলে শেখাওয়াত বলেন, জোধপুরের হস্তশিল্প, জয়পুরের রত্ন ও গয়না এবং রাজ্যের চামড়াজাত পণ্যের যুক্তরাজ্যের বাজারে যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। শুল্ক প্রত্যাহারের ফলে এই শিল্পগুলির প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা আরও বাড়বে।

তিনি আরও জানান, এই চুক্তিতে একটি মোবিলিটি প্যাক্ট-ও রয়েছে, যার ফলে ব্যবসা ও কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে যুক্তরাজ্যে যেতে ইচ্ছুক ভারতীয়দের জন্য ভিসা প্রক্রিয়া আরও সহজ হবে এবং নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে।

উত্তরাখণ্ডে নিষ্ক্রিয় ১৭ রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাতিল ইসিআই-এর ২০২৭ বিধানসভা ভোটে প্রতীক নিয়ে লড়তে পারবে না

দেরাদুন, ৫ আগস্ট (আইএএনএস): দীর্ঘদিন ধরে কোনও নির্বাচনী কার্যকলাপে অংশ না নেওয়া এবং নিজেদের অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হওয়ায় উত্তরাখণ্ডের ১৭টি নিবন্ধিত কিন্তু স্বীকৃতিহীন (রেজিস্টার্ড আনরিকগনাইজড) রাজনৈতিক দলকে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)। এর ফলে ২০২৭ সালের উত্তরাখণ্ড বিধানসভা নির্বাচনে এই দলগুলির ব্যানারে বা প্রতীকে প্রার্থী দেওয়া যাবে না।

উত্তরাখণ্ডের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও)-এর দফতরের যাচাই অভিযানের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নির্বাচনী আধিকারিকরা জানান, বহু বছর ধরে নিষ্ক্রিয় থাকা রাজনৈতিক দলগুলিকে নোটিস পাঠিয়ে তাদের কার্যকলাপ ও অস্তিত্বের প্রমাণ চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ১৭টি দল সন্তোষজনক জবাব বা কোনও প্রামাণ্য নথি জমা দিতে পারেনি। যাচাইয়ে আরও জানা যায়, গত ছয় বছরে এই দলগুলির কোনওটিই কোনও নির্বাচনে অংশ নেয়নি। এছাড়া নির্বাচন কমিশনের নথিভুক্ত ঠিকানাতেও তাদের কার্যক্রমের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। এসব তথ্যের ভিত্তিতে উত্তরাখণ্ডের সিইও দফতর একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠায়। সেই প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই কমিশন দলগুলিকে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

নির্বাচনী আধিকারিকদের মতে, সংশ্লিষ্ট দলগুলির নেতারা আর ওই দলগুলির অনুমোদিত প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। পাশাপাশি, অনেক দলই বার্ষিক হিসাব, অনুদানের রিপোর্ট জমা দেওয়া এবং নির্ধারিত সময়ে অভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক নির্বাচন আয়োজনের মতো বাধ্যতামূলক বিধিও মানেনি।

উল্লেখ্য, সারা দেশে নিষ্ক্রিয়, অকার্যকর বা সন্দেহজনক হিসেবে চিহ্নিত ৮০০-রও বেশি নিবন্ধিত কিন্তু স্বীকৃতিহীন রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের চলমান অভিযানের অংশ হিসেবেই উত্তরাখণ্ডে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

২০২২ সালের উত্তরাখণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের সময় রাজ্যে মোট ৪২টি নিবন্ধিত কিন্তু স্বীকৃতিহীন রাজনৈতিক দল ছিল। ইতিমধ্যেই ২০২৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ছয়টি নতুন রাজনৈতিক সংগঠন নির্বাচন কমিশনের কাছে নিবন্ধনের আবেদন করেছে।

টিবিমুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তোলা সকলের সম্মিলিত দায়িত্ব: রাজ্যপাল

আগরতলা, ৫ জুলাই : রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু বলেছেন, যক্ষ্মা (টিবি)-র বিরুদ্ধে লড়াই শুধু একটি স্বাস্থ্যগত চ্যালেঞ্জ নয়, এটি আমাদের সম্মিলিত ইচ্ছাশক্তি, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং প্রতিটি নাগরিকের কল্যাণে অঙ্গীকারেরও পরীক্ষা।

শনিবার আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে টিবিমুক্ত ভারত অভিযান' এবং 'নিক্ষয় মিত্র' কর্মসূচির উদ্বোধন করে তিনি এ কথা বলেন। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন এবং রিপসেটের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাজ্যপাল বলেন, দেশের মধ্যে ত্রিপুরা টিবিমুক্ত অভিযানে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে পুরস্কৃত হয়েছে। এটি রাজ্যের জন্য গর্বের বিষয়। তিনি বলেন, ত্রিপুরা শুধু জাতীয় অভিযানের অংশীদার নয়, এই আন্দোলনের অন্যতম পথপ্রদর্শকও।

রাজ্যপাল বলেন, প্রত্যেক নাগরিক যাতে সময়মতো রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার সুযোগ পান, সেই লক্ষ্যেই সরকার কাজ করছে। টিবি চিকিৎসায় ওষুধের পাশাপাশি পুষ্টিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। সেই উদ্দেশ্যে 'নিক্ষয় মিত্র' কর্মসূচির আওতায় টিবি রোগীদের পুষ্টিকর খাদ্যসামগ্রী বিতরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচি রোগীদের দ্রুত সুস্থ হতে সহায়তা করবে এবং তাদের আত্মবিশ্বাস ও রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শক্তি বাড়াবে।

তিনি জানান, আগরতলার বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ইতোমধ্যেই ২১১ জন টিবি রোগীর সহায়তার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, যা সমাজের সম্মিলিত অংশগ্রহণের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

রাজ্যপাল আরও বলেন, টিবিমুক্ত ভারতের পথ শুরু হবে গ্রাম থেকে। সেই লক্ষ্যেই টিবিমুক্ত পঞ্চায়েত এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টিবিমুক্ত ক্লাব গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তরুণ প্রজন্ম ও স্থানীয় নেতৃত্বকে সম্পৃক্ত করে জনস্বাস্থ্য রক্ষায় সচেতন সমাজ গড়ে তোলাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।

তিনি বলেন, বিশ্ব যক্ষ্মা দিবসে শুরু হওয়া ১০০ দিনের বিশেষ অভিযানের মাধ্যমে রোগ শনাক্তকরণ বৃদ্ধি, রোগ নির্ণয়ে বিলম্ব কমানো এবং চিকিৎসার ফলাফল উন্নত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বিশেষ করে ইটভাটা শ্রমিক, রাবার ধোঁয়া শিল্পের শ্রমিকসহ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে এই অভিযানের আওতায় আনা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নির্ধারিত টিবিমুক্ত ভারতের লক্ষ্য অর্জনে ত্রিপুরা সরকার সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেও জানান রাজ্যপাল। তিনি বলেন, টিবিমুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তোলা সকলের সম্মিলিত দায়িত্ব।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা তথা স্টেট টিবি অফিসার ডা. নুপুর দেববর্মা। উপস্থিত ছিলেন পরিবার কল্যাণ ও রোগ নিরাময় দপ্তরের অধিকর্তা ডা. অঞ্জন দাস, রিপসেটের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ঋষিরাজ ছেত্রীসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

অনুষ্ঠানে নিক্ষয় মিত্রদের সংবর্ধনা জানানো হয় এবং টিবি রোগীদের হাতে পুষ্টি সহায়তার ফুড বাস্কেট তুলে দেওয়া হয়। এছাড়া রাজ্যপাল বোতাম টিপে 'টিবিমুক্ত ভারত' অ্যাপের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন।

জাল নথিতে পৈতৃক সম্পত্তি আত্মসাতের অভিযোগ, জেলাশাসকের দ্বারস্থ বড়জলার বাসিন্দা

আগরতলা, ৫ আগস্ট: পশ্চিম ত্রিপুরার বড়জলা এলাকার মধ্যপাড়ার বাসিন্দা হিরাবতী সরকার সেন তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি জাল নথি তৈরি করে আত্মসাতের অভিযোগ তুলে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ দাখিল করেছেন।

বুধবার পরিবারের সদস্য ও এলাকাবাসীদের নিয়ে জেলাশাসকের কার্যালয়ে গিয়ে তিনি অভিযোগ জানান যে, জীবন রুদ্রপাল নামে এক ব্যক্তি জাল কাগজপত্রের মাধ্যমে তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি নিজের দখলে নিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন মহলে আবেদন জানিয়েও কোনো প্রতিকার না পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত তিনি প্রশাসনের দ্বারস্থ হন।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে হিরাবতী সরকার সেন দাবি করেন, প্রতারণার মাধ্যমে তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি দখল করা হয়েছে। তিনি ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে প্রকৃত মালিক হিসেবে তাঁর জমি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন জানান।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

যৌতুকের দাবিতে সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূকে নির্যাতনের অভিযোগ, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

ধর্মনগর, ৫ আগস্ট: উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা থানাধীন ইছাইলালছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে যৌতুকের দাবিতে সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা এক গৃহবধূকে শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে তাঁর স্বামী, শাশুড়ি ও ননদের বিরুদ্ধে। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই গৃহবধূ বর্তমানে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আহত গৃহবধূ বাবলি বেগম (১৯)। তাঁর বাড়ি ধর্মনগরের রাজবাড়ি এলাকায়। পরিবারের অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই শ্বশুরবাড়িতে বিভিন্ন সময়ে যৌতুকের দাবিতে তাঁকে মানসিক ও শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হতো।

অভিযোগ অনুযায়ী, মঙ্গলবার প্রয়োজনীয় কিছু নথিপত্র দেওয়ার কথা বলে বাবলিকে তাঁর স্বামী আনুয়ার হুসেন ইছাইলালছড়ায় শ্বশুরবাড়িতে ডেকে পাঠান। সেখানে পৌঁছানোর পর স্বামী, শাশুড়ি বিরজা বেগম এবং ননদ নসিমা বেগম তাঁর কাছে এক লক্ষ টাকা যৌতুক দাবি করেন। অভিযোগ, ওই দাবি পূরণ না হওয়ায় তাঁকে একটি ঘরে আটকে বেধড়ক মারধর করা হয়।

নির্যাতিতার দাবি, সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে লোহার রড দিয়ে আঘাত করা হয় এবং পেটে লাথি মারা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে তাঁর পরিবারের সদস্যরা সেখানে পৌঁছালে তাঁদের একজনকেও মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

পরে গুরুতর আহত অবস্থায় বাবলি বেগমকে উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, তাঁর রক্তক্ষরণ হয়েছে এবং চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে চিকিৎসা চলছে।

এদিকে, নির্যাতিতার পরিবারের পক্ষ থেকে প্রথমে ধর্মনগর মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। যেহেতু ঘটনাস্থল কদমতলা থানার অধীন, তাই অভিযোগটি তদন্তের জন্য কদমতলা থানায় পাঠানো হয়েছে।

বামুটিয়া ব্লকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় কর্মসূচি শুরু

আগরতলা, ৫ আগস্ট: খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে এবং কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সহযোগিতায় আজ থেকে বামুটিয়া ব্লকের বেড়িমুরা কমিউনিটি হলে কৃষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় কর্মসূচি শুরু হয়েছে। তিন দিনব্যাপী এই ধান ক্রয় কর্মসূচি ৭ আগস্ট পর্যন্ত চলবে। কর্মসূচি অনুযায়ী প্রতি কুইন্টাল ধান ২ হাজার ৩৬৯ টাকা দরে ১৬০ মেট্রিক টন ধান কৃষকদের কাছ থেকে ক্রয় করা হবে।

বেড়িমুরা কমিউনিটি হলে ধান ক্রয় কেন্দ্রে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী প্রকাশ দাস, প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস, মোহনপুর মহকুমার অতিরিক্ত মহকুমা শাসক ধৃতি শেখর রায়, বামুটিয়া ব্লকের বিডিও অমিতাভভট্টাচার্য, বামুটিয়া কৃষি তত্ত্বাবধায়ক রাজু রবিদাস, সমাজসেবী শিবেন্দ্র দাস-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকগণ। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা এবং তাদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এর মাধ্যমে কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি কৃষি উৎপাদনে আরও উৎসাহ সৃষ্টি হবে বলেও তাঁরা আশা প্রকাশ করেন।

পদ্মপুর আরবান প্রাইমারি হেলথ সেন্টারের উদ্যোগে দক্ষিণ নয়াপাড়ায় গৃহভিত্তিক নবজাতক পরিচর্যা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৫ আগস্ট: ধর্মনগর পুর পরিষদের অন্তর্গত ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ নয়াপাড়া এলাকায় আজ গৃহভিত্তিক নবজাতক পরিচর্যা (এইচ.বি.এন.সি.) কর্মসূচির অধীনে একটি পরিবার পরিদর্শন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। পদ্মপুর আরবান প্রাইমারি হেলথ সেন্টার (ইউ.পি.এইচ.সি.), ধর্মনগরের আশা ফেসিলিটেটর সুপর্ণা নাথ এবং আশা কর্মী দীপা সাহা করের যৌথ উদ্যোগে এই পরিদর্শন সম্পন্ন হয়।

গত ৯ জুলাই স্থানীয় বাসিন্দা প্রসূতি সোমা বেগম ও পিতা মো: আবদুল সাদিকের ঘরে এক পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। হাসপাতালে যাওয়ার পর্যাপ্ত সময় না থাকায় এবং পরিবারটি প্রসূতিকে সময়মতো জেলা হাসপাতালে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হওয়ায় বাধ্য হয়ে বাড়িতেই সন্তান প্রসব করাতে হয়। জন্মের সময় শিশুটির ওজন ছিল ২.৪ কেজি। ৩ আগস্ট অনুষ্ঠিত পরিদর্শনে আশা কর্মীদের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, শিশুটির ওজন পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জন্মের পর প্রয়োজনীয় সকল টিকাদান সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে। পরিদর্শনকালে আশা কর্মী ও ফেসিলিটেটর নবজাতকের সার্বিক শারীরিক স্বাস্থ্যরীক্ষা করেন এবং সোমা বেগমকে শিশুর সঠিক পরিচর্যা, নিয়মিত মাতৃদুগ্ধ পান ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন।

তেলিয়ামুড়া কৃষি নিয়ন্ত্রিত বাজারে সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় কর্মসূচির সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৫ আগস্ট: তেলিয়ামুড়া মহকুমার কৃষকদের কাছ থেকে চলতি রবি মরশুমে সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করা শুরু হয়েছে। ধান ক্রয় চলবে ৬ আগস্ট পর্যন্ত। তেলিয়ামুড়া কৃষি নিয়ন্ত্রিত বাজার প্রাঙ্গণে গতকাল এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন রূপক সরকার। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার কৃষকদের স্বার্থরক্ষায় সর্বদা অঙ্গীকারবদ্ধ। সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ধানের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন। এতে কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষা আরও সুদৃঢ় হচ্ছে। ধান ক্রয়ের প্রথম দিন কৃষকদের কাছ থেকে ১৫০ মেট্রিক টন ধান ক্রয় করা হয়েছে। সহায়ক মূল্যে প্রতি কিলোগ্রাম ধান ২৩ টাকা ৬৯ পয়সা দরে ক্রয় করা হয়েছে। এই মরশুমে কৃষকদের কাছ থেকে ২৮০ মেট্রিক টন ধান ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তেলিয়ামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসক অপূর্ব কৃষ্ণ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দীপা দেব, ভাইস চেয়ারম্যান নির্মল সূত্রধর, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন মধুসূদন রায়, কাউন্সিলার অচিন্ত ভট্টাচার্য, কৃষি স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি সুজিত দাস, এপিএমসি"র চেয়ারম্যান সন্তোষ দাস, কৃষি তত্ত্বাবধায়ক ঋতেশ রায়, বিডিও বিপ্লব আচার্য, ডিসিএম জিনিয়াস দেববর্মা, তেলিয়ামুড়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক নন্দন রায় সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জন।

খোয়াই কোহিনুর কমপ্লেক্সে অবাধ বাইক পার্কিংয়ে ভোগান্তি, নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডের দাবিতে সরব ব্যবসায়ীরা

আগরতলা, ৫ আগস্ট: খোয়াই পৌর পরিষদের অধীন সুভাষ পার্ক এলাকার কোহিনুর কমপ্লেক্সে নির্দিষ্ট যানবাহন পার্কিংয়ের ব্যবস্থা না থাকায় চত্বরটি কার্যত দ্বিচক্র যানের অস্থায়ী স্ট্যান্ডে পরিণত হয়েছে। এর ফলে প্রতিদিনই ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয়দের দাবি, কোহিনুর কমপ্লেক্স খোয়াই শহরের অন্যতম ব্যস্ত বাণিজ্যিক কেন্দ্র। প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক ব্যবসায়ী ও ক্রেতার সমাগম হলেও সেখানে বাইক বা অন্যান্য যানবাহন রাখার জন্য কোনো নির্দিষ্ট পার্কিং স্ট্যান্ড গড়ে তোলা হয়নি। ফলে বাধ্য হয়ে অনেকেই কমপ্লেক্সের ভেতরেই মোটরসাইকেল পার্ক করেন।

এর জেরে কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, এলোমেলোভাবে বাইক পার্কিংয়ের কারণে ক্রেতাদের দোকানে যাতায়াতে অসুবিধা হচ্ছে, যা ব্যবসার ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন মহলের দাবি, সুভাষ পার্ক এলাকায় দ্রুত একটি নির্দিষ্ট যানবাহন পার্কিং স্ট্যান্ড নির্মাণ করা হোক। এতে যেমন যানজট ও বিশৃঙ্খলা কমবে, তেমনি ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের ভোগান্তিও অনেকাংশে লাঘব হবে। স্থানীয়দের আশা, বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে পৌর কর্তৃপক্ষ।

ক্রাশার থেকে দামী যন্ত্রাংশ চুরির অভিযোগে যুবক আটক, ভাঙারি দোকান থেকে উদ্ধার লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী

ধর্মনগর, ৫ আগস্ট: উত্তর ত্রিপুরার কদমতলা থানাধীন ঝেরঝেরী এলাকায় একটি পাথর ভাঙার ক্রাশার থেকে মূল্যবান লোহার যন্ত্রাংশ চুরির অভিযোগে এক যুবককে আটক করাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পরে খবর পেয়ে কদমতলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সম্প্রতি ঝেরঝেরী এলাকার একাধিক পাথর ভাঙার ক্রাশার থেকে ধারাবাহিকভাবে মূল্যবান যন্ত্রাংশ চুরির ঘটনা ঘটছিল। এতে উদ্বিগ্ন হয়ে ক্রাশার মালিকরা যৌথভাবে পাহারার ব্যবস্থা করেন। বুধবার দুপুরে সেই পাহারার সময় ইমদাদুর রহমানের মালিকানাধীন একটি ক্রাশার থেকে লোহার যন্ত্রাংশ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করার সময় আব্বাস উদ্দিন নামে এক যুবককে হাতেনাতে আটক করা হয়। অভিযুক্তের বাড়ি কদমতলা থানার অন্তর্গত বাঘন গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নম্বর ওয়ার্ডের ঝেরঝেরী এলাকায়।

পরে স্থানীয়রা তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেন। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে পুলিশ কদমতলা বাজারের একটি ভাঙারি দোকানে অভিযান চালায়। সেখান থেকে ক্রাশারে ব্যবহৃত প্রায় ১০০টি 'রুলি'সহ একাধিক লোহার যন্ত্রাংশ উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিকভাবে উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর বাজারমূল্য প্রায় ২ থেকে আড়াই লক্ষ টাকা বলে অনুমান করা হচ্ছে। তবে চুরি যাওয়া আরও কিছু যন্ত্রাংশ এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযানের সময় সংশ্লিষ্ট ভাঙারি দোকানের মালিক দোকানে উপস্থিত ছিলেন না। উদ্ধার হওয়া যন্ত্রাংশগুলির প্রকৃত মালিকানা এবং সেগুলি কীভাবে দোকানে এল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এদিকে, ক্রাশার মালিক বিল্লাল আহমেদের দাবি, প্রায় এক বছর আগেও একই ধরনের চুরির ঘটনায় কয়েকজনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। সে সময়ও পুলিশের অভিযানে একই ভাঙারি দোকান থেকে চুরি হওয়া ক্রাশারের যন্ত্রাংশ উদ্ধার হয়েছিল বলে তাঁর অভিযোগ। তাঁর মতে, চুরি হওয়া মালামাল কম দামে কেনাবেচার সুযোগ থাকায় এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ীর মদতেই এ ধরনের অপরাধ বারবার ঘটছে।

স্থানীয়দের একাংশের দাবি, ধৃত ব্যক্তি সম্প্রতি একটি নেশামুক্তি কেন্দ্র থেকে ফিরেছেন। তবে এই দাবির সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

সমগ্র ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কদমতলা থানার পুলিশ। তদন্ত শেষে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

ধলাই জেলায় বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ পান সপ্তাহ ২০২৬-এর সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট: গত ১ আগস্ট শিশু স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং নবজাতকের সঠিক পুষ্টি নিশ্চিত করার বার্তা নিয়ে ধলাই জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কার্যালয়ের উদ্যোগে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো "বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ পান সপ্তাহ ২০২৬। এই উপলক্ষে জেলার মানিকপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং মাছলি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৃথকভাবে দুটি বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

উভয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মশালাতেই গর্ভবতী নারী, প্রসূতি মা, স্থানীয় আশা কর্মী এবং পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ অভিভাবক হিসেবে শাশুড়িদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিল। মানিকপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আয়োজিত কর্মশালায় মূল নজর দেওয়া হয়েছিল নতুন ও হবু মায়েদের সচেতন করার পাশাপাশি পরিবারের অভ্যন্তরীণ সহযোগিতার ওপর। শালদুধ ও প্রথম ৬ মাসঃ চিকিৎসকরা স্পষ্ট জানান, শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যে শালদুধ খাওয়ানো বাধ্যতামূলক। এটি শিশুর প্রথম প্রাকৃতিক টিকা। এছাড়া প্রথম ৬ মাস শিশুকে এক ফোটা জলও না দিয়ে শুধুমাত্র মাতৃদুগ্ধ পান করানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। পরিবারে নবজাতকের পরিচর্যায় শাশুড়িদের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই কুসংস্কার দূর করে প্রসূতি মাকে মানসিকভাবে উৎসাহিত করতে এবং সঠিক পুষ্টি প্রদানে শাশুড়িদের অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

মাছলি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মসূচিতে আশা কর্মী এবং মা ও শাশুড়িদের যৌথ আলোচনার মাধ্যমে সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। পারিবারিক সচেতনতা ও মানসিক সমর্থন: কর্মশালায় বক্তারা উল্লেখ করেন, একজন মা তখনই সঠিকভাবে স্তন্যপান করাতে পারেন যখন পরিবার, বিশেষ করে শাশুড়িরা তাকে সবরকম সাহায্য করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত আশা কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয়, তারা যেন এলাকাভিত্তিক বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রসূতি নারী ও তাদের শাশুড়িদের সঙ্গে কথা বলেন এবং সঠিকভাবে স্তন্যপানের কৌশল ও গুরুত্ব বুঝিয়ে বলেন।

শিশুর সুস্থতা বৃদ্ধি ও অপুষ্টি প্রতিরোধের সবচেয়ে সহজ ও কার্যকর উপায় হলো মাতৃদুগ্ধ। পরিবারে শাশুড়িদের সচেতনতা মাতৃদুগ্ধ পানের হার বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। আগামী ৭আগস্ট পর্যন্ত জেলার প্রতিটি সাব-সেন্টার ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে এই ধরণের বহুমুখী সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান অব্যাহত থাকবে। অনুষ্ঠানে স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এবং বহু স্থানীয় সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

নিরাপত্তা ব্যবস্থার দুর্বলতা ও রেডিওলজিস্ট সংকটে চাপে জিবি হাসপাতাল

আগরতলা, ৫ আগস্ট: গত ৩০ জুলাই এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালের মহিলা রেসিডেন্ট চিকিৎসকদের হোস্টেলে এক চিকিৎসকের কক্ষে অনুপ্রবেশের ঘটনার পর হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও পরিকাঠামোর একাধিক দুর্বলতা সামনে এসেছে। একইসঙ্গে জিবিপি হাসপাতালে রেডিওলজিস্টের তীব্র সংকট নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কর্তৃপক্ষ। এজিএমসির অধ্যক্ষ অধ্যাপক তপন মজুমদার জানান, ৩০ জুলাই রাত প্রায় ১১টা ৪৫ মিনিটে মুখোশ পরা এক ব্যক্তি খোলা বারান্দার দরজা দিয়ে প্রথম বর্ষের এক স্নাতকোত্তর চিকিৎসকের কক্ষে প্রবেশ করে। অভিযুক্ত পিছন থেকে ওই চিকিৎসককে ধাক্কা দিয়ে তাঁর মোবাইল ফোন ছিনিয়ে পালিয়ে যায়। চিকিৎসকের চিৎকারে আশপাশের সহকর্মী ও নিরাপত্তারক্ষীরা ছুটে এলেও ততক্ষণে অভিযুক্ত পালিয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করে এবং সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে। তবে তদন্তে উঠে আসে, হাসপাতাল চত্বরে সর্বত্র সিসিটিভি নজরদারি নেই। উপলব্ধ ফুটেজে কেবল অডিটোরিয়ামের পাশ দিয়ে এক যুবকের পেছনের অংশ দৌড়ে পালানোর দৃশ্য ধরা পড়েছে। এতে নজরদারি ব্যবস্থার বড় ধরনের ঘাটতি স্পষ্ট হয়েছে বলে জানান অধ্যক্ষ। ঘটনার পর রাতের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও প্রশ্নের মুখে পড়েছে। জানা গেছে, শেষবার রাত ৯টা ৪৫ মিনিটে নিরাপত্তা টহল দেওয়া হয়েছিল। এ ঘটনায় দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তাকর্মীদের শোকজ নোটিশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সাদা পোশাকে নিয়মিত টহলের ব্যবস্থা, মহিলা হোস্টেলে অতিরিক্ত বেড়া ও জানালায় গ্রিল বসানোর কাজ শুরু হয়েছে।

হাসপাতাল চত্বরে পর্যাপ্ত সীমানা প্রাচীরের অভাব এবং একাধিক প্রবেশ ও প্রস্থানের পথ থাকায় নিরাপত্তা আরও জটিল হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যার পর অডিটোরিয়াম ও পেছনের এলাকায় অবৈধভাবে অটো ও ব্যক্তিগত গাড়ি পার্কিংয়ের অভিযোগও রয়েছে। ইতিমধ্যে হোস্টেল ক্যান্টিন সংলগ্ন এলাকাকে আবাসিক অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করে সন্ধ্যার পর সেখানে যানবাহন পার্কিং নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অধ্যাপক মজুমদার বলেন, হাসপাতালের জন্য একটি আধুনিক ও সুসজ্জিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরি। বর্তমানে কর্মরত অধিকাংশ নিরাপত্তারক্ষী নিরস্ত্র হওয়ায় গুরুতর পরিস্থিতি মোকাবিলায় তারা সীমাবদ্ধ। এজন্য অতিরিক্ত পুলিশ টহলেরও আবেদন জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. বিধান গোস্বামী জানান, হাসপাতালে রেডিওলজিস্টের তীব্র সংকট রয়েছে। প্রতিদিন প্রায় ৫০টি এমআরআই, ১২৫টি সিটি স্ক্যান, ২৫০টি এক্স-রে এবং ১০০টির বেশি সোনোগ্রাফি পরীক্ষা করা হলেও বর্তমানে বিভাগে রয়েছেন মাত্র একজন অধ্যাপক, একজন সহযোগী অধ্যাপক, দুজন সহকারী অধ্যাপক এবং তিনজন সিনিয়র রেসিডেন্ট। তাঁদের মধ্যেও কয়েকজন ডেপুটেশন ও ছুটিতে থাকায় পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে। যত দ্রুত সম্ভব ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য সরকার নির্দেশ দিয়েছে বলে জানান তিনি।

ভূঁইয়ার মাথায় গৃহবধূকে ঘিরে উত্তেজনা, নির্যাতনের অভিযোগে বিক্ষুব্ধ মহিলাদের হামলা; তদন্তে পুলিশ

বিশালগড়, ৫ আগস্ট: সিপাহিজলা জেলার বিশালগড় থানাধীন ভূঁইয়ার মাথা এলাকায় পারিবারিক বিরোধকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। স্বামীর পরিবার ও স্থানীয়দের অভিযোগের জেরে এক গৃহবধূকে মারধরের ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত গৃহবধূর নাম ঝুটন দাস। তাঁর স্বামীর নাম কমল দাস। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তিনি শ্বশুর-শাশুড়ি ও স্বামীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতেন এবং তাঁদের ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাতেন। পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর হুমকিও দিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীদের একাংশ।

স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা এই ঘটনায় এলাকায় ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। মঙ্গলবার সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে এলাকার কয়েকজন মহিলা একত্রিত হয়ে অভিযুক্ত গৃহবধূকে মারধর করেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে।

এডুকেশন হাব গড়ার লক্ষ্যে উচ্চ শিক্ষা সংলাপ, শিক্ষার্থীদের মতামত নিল সরকার

আগরতলা, ৫ আগস্ট: রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন এবং শিক্ষার্থীদের মতামতকে নীতিনির্ধারণে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে বুধবার আগরতলার স্টেট গেস্ট হাউস সোনারতরিতে উচ্চ শিক্ষা সংলাপ শীর্ষক এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন কলেজের ছাত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেন উচ্চশিক্ষামন্ত্রী কিশোর বর্মণ। উপস্থিত ছিলেন উচ্চশিক্ষা অধিকর্তা অনিমেষ দেববর্মা-সহ দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকরা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী বলেন, এই উদ্যোগ ত্রিপুরার উচ্চশিক্ষার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। তিনি বলেন, এটি শুধুমাত্র একটি সরকারি সভা নয়, বরং শিক্ষার্থী ও সরকারের মধ্যে মুক্ত ও গঠনমূলক আলোচনার একটি মঞ্চ।মন্ত্রী বলেন, এতদিন সরকার বলত, শিক্ষার্থীরা শুনত। এবার সেই ধারণা বদলেছে। এবার শিক্ষার্থীরা বলবে, সরকার মনোযোগ দিয়ে শুনবে। এই সংলাপ থেকে উঠে আসা মতামত ও পরামর্শ উচ্চশিক্ষার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও নীতিনির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।তিনি আরও বলেন, বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর লক্ষ্য পূরণে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও শক্তিশালী ও আধুনিক করে গড়ে তুলতে হবে। তাঁর মতে, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র ডিগ্রি প্রদানের কেন্দ্র নয়, বরং রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম ভিত্তি হওয়া উচিত। মন্ত্রী জানান, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, ইতিবাচক শিক্ষার পরিবেশ তৈরি, কর্মমুখী শিক্ষা সম্প্রসারণ এবং শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চশিক্ষায় ভর্তির হার উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানোর লক্ষ্যও নির্ধারণ করা হয়েছে।

সংলাপে ছাত্র প্রতিনিধিদের কাছে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে ছিলকলেজগুলির প্রধান সমস্যাগুলি চিহ্নিত করা, উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে করণীয়, কর্মসংস্থানমুখী শিক্ষা প্রসারের উপায়, কলেজকে আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার পরিকল্পনা এবং আগামী পাঁচ বছরে ত্রিপুরার উচ্চশিক্ষাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার রূপরেখা। এছাড়াও কলেজ ক্যাম্পাসে জাতীয়তাবোধ, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং ইতিবাচক চরিত্র গঠনে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেন মন্ত্রী।অনুষ্ঠান শেষে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জানান, ভবিষ্যতে শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের নয়, শিক্ষক, অভিভাবক এবং সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে নিয়ে এ ধরনের সংলাপের আয়োজন করা হবে। রাজ্যকে একটি এডুকেশন হাব' হিসেবে গড়ে তুলতে সকলের সম্মিলিত সহযোগিতার আহ্বান জানান তিনি।

বিশ্রামগঞ্জে দুঃসাহসিক চুরি, নগদসহ প্রায় ৩২ হাজার টাকার মালামাল লুট

আগরতলা, ৫ আগস্ট: সিপাহীজলা জেলার বিশ্রামগঞ্জের মাস্টারপাড়া রাজা চৌমুহনি এলাকায় একটি দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বুধবার ভোররাতে সংঘটিত এই ঘটনায় নগদ অর্থসহ প্রায় ৩২ হাজার টাকার মালামাল লুট করে চম্পট দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। জানা যায়, বুধবার সকালে প্রতিদিনের মতো দোকান খুলতে এসে দোকান মালিক অজিত দেববর্মা দোকানের ভেতরের সবকিছু এলোমেলো অবস্থায় দেখতে পান। বিষয়টি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় তিনি দোকানে স্থাপিত সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ পরীক্ষা করেন। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, গভীর রাতে দুর্বৃত্তরা দোকানের পেছনের টিন কেটে ভেতরে প্রববেশ করে। এরপর ক্যাশবাক্স ভেঙে নগদ প্রায় ৭ হাজার টাকা নিয়ে যায়। পাশাপাশি দোকানে থাকা বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রীও চুরি করে। দোকান মালিকের দাবি, নগদ অর্থ ও চুরি হওয়া মালামালের মোট মূল্য প্রায় ৩২ হাজার টাকা। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

কেমরুনের নাগরিক গ্রেফতার

● আটের পাতার পর

আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তাঁকে বিলোনিয়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ধৃতকে বিলোনিয়া আদালতে তোলা হলে তদন্তের স্বার্থে আদালত তিন দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

পুলিশ জানিয়েছে, কীভাবে তিনি সীমান্ত অতিক্রম করলেন, কার সহায়তায় ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করেছিলেন এবং এর পেছনে কোনো আন্তর্জাতিক মানবপাচার বা অন্য কোনো সংগঠিত চক্র জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। রিমান্ডে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চালানো হবে। ওই ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

গ্রাহকদের জন্য বিশেষ

● আটের পাতার পর

স্টেলান্টিস অটোমোবাইলস ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এর ইন্ডিয়া ট্রেড—ফাইন্যান্স বিভাগের প্রতিনিধি এবং পান্না মোটরসের ভাইস প্রেসিডেন্ট সুপ্তা রায় উপস্থিত ছিলেন।

ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের পক্ষে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান সতেন্দ্র সিং, সিনিয়র রিজিওনাল ম্যানেজার (রিজিওনাল অফিস, পশ্চিম) সুমিত্র রায়, চিফ ম্যানেজার (মার্কেটিং) রাজীব নয়ন, সিনিয়র ম্যানেজার (মার্কেটিং) ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, মার্কেটিং বিভাগের কর্মকর্তারা, বিভিন্ন শাখার সিনিয়র ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা। অনুষ্ঠানে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জানায়, গ্রাহকদের আরও উন্নত ও আধুনিক পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে তুলছে। পান্না মোটরসের সঙ্গে এই সমঝোতাও সেই ধারাবাহিক উদ্যোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ব্যাংকের চেয়ারম্যান সতেন্দ্র সিং বলেন, প্রযুক্তিনির্ভর ও গ্রাহকবান্ধব ব্যাংকিং পরিষেবা সম্প্রসারণের পাশাপাশি গ্রাহকদের জন্য অতিরিক্ত সুবিধা নিশ্চিত করাই ব্যাংকের অন্যতম লক্ষ্য। ভবিষ্যতেও এ ধরনের জনমুখী উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য, বর্তমানে রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ১৫৭টি শাখা নিয়ে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক ত্রিপুরার বৃহত্তম আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক এবং ব্যবসার নিরিখে রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাংক হিসেবে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করেছে।

ব্যাংক কর্তৃপক্ষের আশা, পান্না মোটরসের সঙ্গে এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে গ্রাহক পরিষেবা আরও সমৃদ্ধ হবে এবং রাজ্যে টেকসই উন্নয়ন ও দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

াঙ্গন

পানিসাগরে রাজ্যভিত্তিক এস.এম কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার বর্ণাঢ্য সূচনা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট।। উত্তর ত্রিপুরা জিলা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল পানিসাগরের ব্যবস্থাপনায় আজ, বুধবার থেকে শুরু হলো রাজ্যভিত্তিক সুব্রত মুখার্জি কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা ২০২৬ (অনূর্ধ-১৫ বালক বিভাগ)। পানিসাগরের আঞ্চলিক শারীরিক শিক্ষা কলেজ প্রাঙ্গণে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পতাকা উত্তোলন করেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীমতী অপর্ণা নাথ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিনয় ভূষণ দাস, উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি ভবতোষ দাস, পানি সাগর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান শ্রীমতী অনুরাধা দাস, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সহকারী অধিকর্তা বিশ্ববাসু গোস্বামী, এসডিএম মানস ভট্টাচার্য এবং এসডিপিও কিশলয় সিসোদিয়া সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। জাতীয় সংগীত, উদ্বোধনী সংগীত, টিএসএস-এর ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশনায় গ্রুপ ড্যান্স এবং আরসিপিই-এর শিক্ষার্থীদের দ্বারা চমৎকার যোগ ব্যায়াম প্রদর্শনের মাধ্যমে পুরো অনুষ্ঠানটি এক প্রাণবন্ত মাত্রা লাভ করে। অনুষ্ঠানে স্বর্ণপদক বিজয়িনী অস্মিতা দে-র জুডো কোচ মানিকলাল দেবকে বিশেষ সংবর্ধনাও জ্ঞাপন করা হয়।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর খেলোয়াড়দের শপথ বাক্য পাঠ করান ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল পানিসাগরের দলের সদস্য খামিতজয় রিয়াং। অতিথিদের উপস্থিতিতে কিক-অফের মাধ্যমে টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচের সূচনা ঘটে। উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হয় খোয়াই জেলার মুঙ্গিয়াবাড়ি এইচএস স্কুল এবং সিপাহীজলা জেলার সেন্ট জেভিয়ার্স ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। উত্তেজনাপূর্ণ এই ম্যাচে মুঙ্গিয়াবাড়ি এইচএস স্কুল ১-০ গোলে সিপাহীজলা জেলাকে পরাজিত করে শুভ সূচনা করে। ম্যাচের একমাত্র জয়সূচক গোলটি খেলা শুরুর মাত্র ৪ মিনিটের মাথায় করেন কারেন্দ্র রিয়াং। ম্যাচটি দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেন রেফারি রবীন্দ্র দেববর্মা, চরণ মাদ্রাজি, তাপস দেববর্মা এবং নির্মলেন্দু দেববর্মা।

বড় বয়ান মহম্মদ শামির

নয়াদিল্লি: ভারতীয় ক্রিকেট দলেরগ্রহ থেকে অনেক দূরে তিনি এখন। আদৌ কোনওদিনও জাতীয় দলের জার্সিতে খেলতে দেখা যাবে কি না মহম্মদ শামিকেতা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে। অনেকে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞই মনে করেন যে শামিকে আর কোনওদিনও ভারতীয় দলের জার্সিতে খেলতে দেখা যাবে না। কারণ ভারতীয় ক্রিকেট সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে তরুণদের নিয়ে। তবে শামি এরমধেও ফের একবার শিরোনামে উঠে এসেছেন।সম্প্রতি এক টেলিভিশন শোয়ে শামিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে এই দুটো স্লোগান সম্পর্কে। সেখানেই তারকা ডানহাতি পেসার বলেন, ”আমাকে এই প্রশ্নের সম্মুখিন এর আগেও হতে হয়েছে। কিন্তু আমি একটাই কথা বলব যে বন্দেমাতরম ও জয় হিন্দ, ভারত মাতা কি জয় এই কথাগুলো বলতে আমার কোনও সমসা নেই। কারণ আমি তো আমার দেশের কথাই বলছি। আমার কাউকেই ভয় পাওয়ার কিছু নেই।”দেশের নিয়ম-কানুন মেনে চলা একজন নাগরিকের কর্তব্য বলে মনে করেন শামি। তিনি বলছেন, ”জয় হিন্দ ও ভারত মাতা কি জয় বললে আমার কী কোনও ক্ষতি বা সমস্যা হতে পারে? আমি তো নিজের দেশেরই নাম নিচ্ছি। এখানে জাতি বা ধর্ম টেনে আনার কোনও মানে হয় না।”শেষবার ২০২৫ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলতে দেখা গিয়েছিল তারকা পেসার মহম্মদ শামিকে। ২০২৫ সালে গৌতম গম্ভীরের কোচিংয়ে প্রথম বড় সাফল্য পায় ভারতীয় ক্রিকেট দল। সেবার চাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতে রোহিত শর্মার নেতৃত্বাধীন ভারত। সেই দলের পেস বোলিং আটাকের নেতৃত্বে ছিলেন শামি। কিন্তু এরপর থেকেই চোট আঘাত বারবার হানা দিয়েছে কেরিয়ারে। ইতিমধেই অজিত আগরকরের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি নতুন নতুন মুখদের সুযোগ দেওয়ার পক্ষে এগিয়েছে। উঠে এসেছেন আকাশ দীপ, মুকেশ কুমার, অর্শদীপ সিংহ, হর্ষিত রানা, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণর মত বোলাররা। যা শামির জন্য জায়গা আরও কঠিন করে তুলেছে। ঘরোয়া ক্রিকেটে বাংলার হয়ে খেলে পারফর্ম করেছেন ডানহাতি পেসার। কিন্তু তাতেও মন গলেনি নির্বাচকদের। এখনও পর্যন্ত শামির জন্য জাতীয় দলের দরজা পুরোপুরি বন্ধ, তেমনও কিন্তু নয়। কিন্তু তার জন্য তাঁকেও বিরাট কিছু নজরকাড়া পারফর্ম করতে হবে ঘরোয়া ক্রিকেটে। কারণ নতুনদের ভিড়ে ইতিমধেই শামির মত ভুবনেশ্বর কুমারকেও ব্রাত্য করে দিয়েছে টিম মানেজমেন্ট।

বৈকুণ্ঠ স্মৃতি মহিলা ফুটবল লিগে রামকৃষ্ণ সেবা আশ্রম সংঘের জয় দিয়ে শুভ সূচনা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত বৈকুণ্ঠ নাথ স্মৃতি মহিলা ফুটবল লিগের চতুর্থ ম্যাচে রামকৃষ্ণ সেবা আশ্রম সংঘ ৫-১ গোলের ব্যবধানে ডিয়ার ক্লাবকে পরাজিত করে টুর্নামেন্টে নিজেদের অভিযান জয় দিয়ে শুরু করেছে। বুধবার বেলা সাড়ে তিনটায় শুরু হওয়া এই ম্যাচের ৮ মিনিটে মেহেক মুন্ডার গোলে ডিয়ার ক্লাব শুরুতেই এগিয়ে গিয়ে চমক দেখায়। তবে রামকৃষ্ণ সেবা আশ্রম সংঘ দ্রুত খেলায় আধিপত্য বিস্তার করে এবং ২০ মিনিটে মিতা জমাতিয়ার গোলে সমতা ফেরায়। দ্বিতীয় অর্ধে রামকৃষ্ণ সেবা আশ্রম সংঘের ব্রেজিয়া দেববর্মা চমৎকার হ্যাটট্রিক করে দলের জয় সুনিশ্চিত করেন; তিনি ম্যাচের ৫০, ৬০ ও ৬৮ মিনিটে তিনটি গোল করেন। এছাড়া ৫৮ মিনিটে রেশমি কলৈই দলের হয়ে অপর গোলটি অর্জন করেন। এই পরাজয়ের ফলে ডিয়ার ক্লাব টুর্নামেন্টে টানা দ্বিতীয় ম্যাচে হারের মুখ দেখল; উল্লেখ্য, প্রথম ম্যাচে তারা ফুলো ঝানু অ্যাথলেটিক ক্লাবের কাছে ০-৭ গোলের ব্যবধানে পরাস্ত হয়েছিল। আজকের ম্যাচে দুর্দান্ত হ্যাট্রিক ও সেরা পারফরম্যান্সের জন্য ব্রেজিয়া দেববর্মা ”প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচ” খেতাবে ভূষিত হন। দায়িত্বের সাথে ম্যাচটি পরিচালনা করেন রেফারি রাজিব ত্রিপুরা, সুশান্ত সাহা, বিশ্বজিৎ নাথ ও আদিত্য দেববর্মা। টুর্নামেন্টের পঞ্চম ম্যাচে আগামীকাল সন্ধ্যা ছয়টায় ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল মুখোমুখি হবে শক্তিশালী ফুলো ঝানু অ্যাথলেটিক ক্লাবের।

স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়নে প্রতিযোগিতার আয়োজন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট।। আগামী ১৫ই আগস্ট দেশের ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে আগরতলার গোর্খা বস্তিস্থিত কুঞ্জবন স্পোটিং ইউনিয়নে। এই উপলক্ষে ক্লাবটির পক্ষ থেকে একগুচ্ছ আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে উন্মুক্ত ক্রস কান্টি দৌড় প্রতিযোগিতা, ক্যারাম (সিঙ্গেল ও ডাবলস) এবং মহিলাদের জন্য বিশেষ লুডু প্রতিযোগিতা। আয়োজক সংস্থার ক্রীড়া সম্পাদক জয়দীপ চৌধুরী সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান যে, এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রতিযোগীদের আগামী ৭ আগস্টের মধ্যে নির্ধারিত প্রবেশমূল্যসহ নাম নথিভুক্ত করতে হবে।এই প্রতিযোগিতাসমূহের জন্য থাকছে আকর্ষনীয় পুরস্কারের ব্যবস্থা। উন্মুক্ত ক্রস কান্টি দৌড়ে প্রথম স্থানাধিকারীকে ২০ হাজার টাকা প্রাইজ মানি দেওয়া হবে, এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানাধিকারী পাবে যথাক্রমে ১৫ হাজার, ১০ হাজার ও ৫ হাজার টাকা। এছাড়া ক্যারাম ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ দল পাবে যথাক্রমে ১০ হাজার ও ৫ হাজার টাকা, অন্যদিকে মহিলাদের লুডো প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সকে যথাক্রমে ৫ হাজার ও ৩ হাজার টাকা প্রদান করা হবে।

সিনিয়র মহিলাদের ক্রিকেট দ্বি-মুকুট জয় ব্লাডমাউথ ক্লাবের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক টি-২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হলো ব্লাড মাউথ ক্লাব। আজ বুধবার সকালে পুলিশ ট্রেনিং অ্যাকাডেমি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ফাইনাল ম্যাচে ব্লাড মাউথ ক্লাব ৫৫ রানের বড় ব্যবধানে তরুণ সংঘকে পরাজিত করে শিরোপা অর্জন করে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ব্লাড মাউথ নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ১৩৬ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে নিকিতা দেবনাথ অপরাজিত ৪৭ রান করে ম্যাচসেরার খেতাব অর্জন করেন, এবং অম্বিকা দেবনাথ অবদান রাখেন ৪৩ রান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে তরুণ সংঘ নির্ধারিত ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ৮১ রান তুলতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে সুবর্ণা ঘোষ অপরাজিত ৩০ রান এবং ইন্দ্র রানী জমাতিয়া ১৮ রান করলেও তা জয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল না।ম্যাচটিতে ব্লাড মাউথ ক্লাবের বোলিং ও ফিল্ডিং পারফরম্যান্সও ছিল বেশ প্রশংসনীয়। তরুণ সংঘের ব্যাটারদের শুরু থেকেই চাপে রাখে ব্লাড মাউথ আক্রমণভাগ। তরুণ সংঘের ইনিংসে অধিনায়ক ঝুমকি দেবনাথ (৮) ও রুম্পা সিং (অপরাজিত ১৫) প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করলেও নিয়মিত বিরতিতে উইকেট পতনের ফলে দলটি লক্ষ্যের অনেক দূরেই আটকে যায়। ব্লাড মাউথ ক্লাবের পক্ষে নিয়ন্ত্রিত বোলিং ও চমৎকার দলগত সমন্বয় তাদের এই সহজ জয়ের পথ প্রশস্ত করে তোলে।এই জয়ের সুবাদে চলতি মরশুমে ব্লাড মাউথ ক্লাব তাদের দ্বিতীয় মুকুট অর্জন করল। এর আগে গত ১৯ জুন সিনিয়র মহিলাদের ৫০ ওভারের ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনালেও মৌচাক ক্লাবকে ৯ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল এই ক্লাবটি। মরশুমের দুটি বড় টুর্নামেন্টেই শিরোপা জিতে ব্লাড মাউথ ক্লাব মহিলা ক্রিকেটে তাদের ধারাবাহিক শ্রেষ্ঠত্ব ও অসাধারণ আধিপত্যের এক উজ্জ্বল নিদর্শন স্থাপন করল।

রোহিতকে নিয়ে বোর্ড-নির্বাচক খটাখটি !

রোহিত শর্মাকে নিয়ে গত মাসে একাধিক বার জল্পনা হয়েছে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে লর্ডসে রোহিত শেষ বার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নামবেন বলে জল্পনা ছড়িয়েছিল। কিন্তু বোর্ডকর্তা দেবজিৎ শইকীয়া প্রকাশ্যে পাশে দাঁড়ান রোহিতের। সেই ঘটনা নিয়ে নির্বাচকদের সঙ্গে খটাখটি লেগে গিয়েছে বোর্ডকর্তাদের। নির্বাচকদের দাবি, তাঁদের সঙ্গে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করা হয়েছে।

ইংল্যান্ডে গিয়ে প্রথম দু’টি এক দিনের ম্যাচে ভাল খেলতে পারেননি রোহিত। তার পরেই গুজব রটে, লর্ডসেই শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে চলেছে। সমাজমাধ্যমে প্রবল সমালোচনা শুরু হয় নির্বাচকপ্রধান অজিত আগরকর এবং বাকিদের নিয়ে।

এর পরেই বোর্ডের সচিব শইকীয়া জানান, রোহিত মোটেই অবসর নিচ্ছেন না। আরও অনেক দিন তিনি খেলবেন। লর্ডসে ১৩৮ রান করে সমালোচনার জবাব দেন রোহিত নিজেও। বুঝিয়ে দেন, তিনি ফুরিয়ে যাননি। শইকীয়া মুখ খোলাতেই নাকি চটেছেন আগরকর।

জানা গিয়েছে, নির্বাচকেরা কোনও মতেই রোহিতকে মাথায় রেখে ২০২৭ বিশ্বকাপের পরিকল্পনা সাজাতে চান না। তাঁরা নতুন কাউকে সুযোগ দিতে চান। সে কারণে বোর্ডকর্তাদের তো বটেই, রোহিতকেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁকে আর ভাবনায় রাখা হচ্ছে না। তা সত্ত্বেও যে ভাবে প্রকাশ্যে মুখ খুলে শইকীয়া পাশে দাঁড়িয়েছিলেন রোহিতের, তাকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ হিসাবেই দেখছেন নির্বাচকেরা।

সম্প্রতি আগরকরের মেয়াদ বাড়ানো হলেও ভবিষ্যতে হয়তো তাঁকে আর পদে রাখা হবে না। বোর্ডের উৎকর্ষ কেন্দ্রের প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণকে প্রধান নির্বাচক করা হতে পারে। বাকি নির্বাচকদেরও বদলানো হতে পারে। সেপ্টেম্বরে বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভায় বিষয়টি চূড়ান্ত হবে।

তুরস্কের ক্লাবেই যাচ্ছেন সালাহ

মোহাম্মদ সালাহকে দলে নিতে আলোচনা চলছে বলে জানিয়েছে তুরস্কের ক্লাব ট্রাবজোনস্পোর। গতকাল মঙ্গলবার ক্লাবটি জানায়, লিভারপুল ছাড়ার পর ফ্রি এজেন্ট হওয়া মিসরের এই ফরোয়ার্ডকে চুক্তিবদ্ধ করার বিষয়ে দুই পক্ষের আলোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ট্রাবজোনস্পোর আরও জানায়, আজ বুধবার সালাহ প্রথমে ইস্তাম্বুলে পৌঁছাবেন। সেখান থেকে তিনি ট্রাবজোনে যাবেন। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, ৩৪ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড ট্রাবজোনস্পোরের সঙ্গে দুই বছরের চুক্তিতে সম্মত হয়েছেন। গত মৌসুমে তুর্কি সুপার লিগে তৃতীয় হয়ে ইউরোপা লিগে জায়গা করে নিয়েছে ট্রাবজোনস্পোর।

ক্লাবটির বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘ট্রাবজোনে সালাহকে স্বাগত জানানোর সময়সূচি ও অন্যান্য বিস্তারিত তথ্য আনুষ্ঠানিকভাবে ক্লাবের যোগাযোগমাধ্যমে জানানো হবে।’

গত গ্রীষ্মে লিভারপুল ছাড়ার পর থেকেই ফ্রি এজেন্ট সালাহ। অ্যানফিল্ডে ৯ মৌসুমে ৪৪২ ম্যাচে ২৫৭ গোল করেন। এ সময়ে লিভারপুলের হয়ে জিতেছেন প্রিমিয়ার লিগ, চ্যাম্পিয়নস লিগ, এফএ কাপ, দুটি লিগ কাপ, ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ ও উয়েফা সুপার কাপ।

সালাহকে যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকার (এমএলএস) ও সৌদি আরবের ক্লাবগুলোও দলে নিতে আগ্রহ দেখিয়েছিল। গত সপ্তাহে ট্রাবজোনস্পোরের তুর্কি প্রতিদ্বন্দ্বী বেসিকতাসও তাঁকে প্রস্তাব দেওয়ার কথা জানায়।

চেলসি, রোমা ও ফিওরেন্তিনার সাবেক এই তারকা চলতি বছরের বিশ্বকাপে মিসরের হয়ে পাঁচটি ম্যাচ খেলেন। তাঁর নেতৃত্বে শেষ ষোলো পর্যন্ত উঠেছিল মিসর, যেখানে আর্জেন্টিনার কাছে হেরে বিদায় নেয় দলটি।

লিভারপুলে সালাহর বিদায়ের ঘোষণা দেওয়া হয় গত মার্চে। যদিও ২০২৫ সালের এপ্রিলে তিনি ক্লাবটির সঙ্গে দুই বছরের নতুন চুক্তি করেছিলেন। সেই মৌসুমেই তাঁর দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে লিভারপুল ইংলিশ লিগে নিজেদের রেকর্ড ২০তম শিরোপা জেতে।

তবে গত মৌসুমে সালাহর পারফরম্যান্সে কিছুটা ছন্দপতন ঘটে। বছরের শেষ দিকে টানা তিন ম্যাচ তাঁকে একাদশের বাইরে রাখা হয়। এরপর সংবাদমাধ্যমে দেওয়া এক বিস্ফোরক সাক্ষাৎকারে তিনি অভিযোগ করেন, খারাপ ফলের সময় ক্লাব তাঁকে বলির পাঁঠা বানিয়েছে।

তৎকালীন কোচ আর্নে স্লটের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভালো ছিল না বলেও জানান সালাহ। এমনকি জানুয়ারির দলবদলের আগেই ক্লাব ছাড়বেন কি না, সে নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। পরে ইন্টার মিলানের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচের দল থেকেও বাদ পড়েন সালাহ।

আফ্রিকা কাপ অব নেশনস শেষে আবার দলে ফিরলেও খেলায় আগের সেই ধার আর ফিরে পাননি সালাহ। যে ফর্মে তিনি চারবার প্রিমিয়ার লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন, শেষ মৌসুমে তা ধরে রাখতে ব্যর্থ হন। এখন সালাহ আছেন নতুন ক্লাবের সন্ধানে।

ফের বিদেশের মাটিতে আইপিএল, আরও জোরালো হচ্ছে সম্ভাবনা, এবার কোন দেশে?

কিছুদিন আগে জানা গিয়েছিল, ভারতের বিপুল দর্শক সংখ্যার কথা মাথায় রেখে এদেশের মাটিতে বিগ ব্যাশ লিগের ম্যাচ আয়োজন করতে চায় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। এবার জানা যাচ্ছে, সেখানেই থেমে না থেকে আগামী বছর অস্ট্রেলিয়ায় আইপিএলের ম্যাচও আয়োজিত হতে পারে। জল্পনা আরও জোরাল হল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার এক মুখপাত্রর কথায়। তিনি বলছেন, “ক্রিকেট অর্থনীতিতে ভারতের প্রভাব আমরা জানি। তাই আগামী দিনে আইপিএলের ম্যাচ অস্ট্রেলিয়ায় আয়োজিত হলে অবাক হবেন না।” এই জল্পনা সত্যি হলে তৃতীয়বার দেশের বাইরে আয়োজিত হবে আইপিএলের ম্যাচ।

জানা গিয়েছে, আইপিএলের অন্তত একটি ম্যাচ আয়োজন করতে চায় দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট সংস্থা (এসএসিএ)। সেই ম্যাচটি হতে পারে অ্যাডিলেড ওভালে। ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে আগ্রহ দেখিয়েছেন অ্যাডিলেডের স্থানীয় ক্রিকেট কর্তারাও। বিভিন্ন স্তরে আলোচনা শুরু করেছে। অজি সংস্থার প্রেসিডেন্ট উইল রেইনার এবং অ্যাডিলেড ওভালের চেয়ারম্যান জেমি ব্রিগস ইতিমধ্যেই একাধিক স্টেকহোল্ডারের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলেছেন। লক্ষ্য একটাই, বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় টি-টোয়েন্টি লিগকে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে নিয়ে। ‘

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার এক মুখপাত্র বলছেন, “ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া আইসিসির সব সদস্যের সঙ্গেই নিবিড়ভাবে কাজ করতে চায় বিশেষ করে বিসিসিআইয়ের সঙ্গে। ক্রিকেটের উপর ভারতের যে বিরাট অর্থনৈতিক প্রভাব সেটা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। ভারতীয় দল কোনও দেশে খেলতে গেলে সেই দেশের ক্রিকেট অর্থনীতি কতটা উপকৃত হয়, সেটাও জানি।” তিনি বলছেন, “আমরা যে বিগ ব্যাশ লিগকে ভারতে আনতে পেরেছি সেজন্য খুব খুশি। তাই আগামী দিনে আইপিএল বা ভারতের কোনও দ্বিপাক্ষিক সিরিজের ম্যাচ অস্ট্রেলিয়ায় হলে অবাক হবেন না।”

যদিও আরও একটা সম্ভাবনার কথা এদিন খারিজ করে দিয়েছেন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার কর্তা। শোনা যাচ্ছিল, ভারতের ক্রিকেট বাজারকে আরও বড় পরিসরে কাজে লাগাতে নতুন ঐতিহ্যবাহী অ্যাশেজ সিরিজের এক বা একাধিক টেস্ট ভারতের মাটিতে আয়োজন করতে চায় অজি বোর্ড। সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়ে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার মুখপাত্র জানালেন, “এখনই এমন কোনও সম্ভাবনা নেই।”

কমনওয়েলথ গেমস থেকে ৩৯টি পদক ভারতের ঝুলিতে প্রতিটির জন্য কেন্দ্রের খরচ প্রায় ৪০ লাখ টাকা

এ বারের কমনওয়েলথ গেমসে পদক তালিকায় চতুর্থ স্থানে শেষ করলেও ভারতের পদক সংখ্যা কমেছে অনেকটাই। ১৩টি সোনা, ১৭টি রুপো এবং ন’টি ব্রোঞ্জ জিতেছেন ভারতীয় ক্রীড়াবিদেরা। সব মিলিয়ে পদকের সংখ্যা ৩৯। চার বছর আগের কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের পদক সংখ্যা ছিল ৬১টি। ২২টি পদক কোথায় হারল ভারত?

গেমসের বহর এবং খরচ কমানোর জন্য শুটিং, কুস্তি, ব্যাডমিন্টন, টেবল টেনিস, হকি এ বার বাদ দেওয়া হয়েছিল। গত বার এই খেলাগুলিতে বেশ কিছু পদক এসেছিল ভারতের ঝুলিতে। সঙ্গত কারণেই পদকের সংখ্যা কমেছে। এর মধ্যে ব্যর্থতা সেই অর্থে ব্যর্থতা নেই। যদিও এ বার লন বলে পদক আসেনি। গ্লাসগোয় বক্সার এবং অ্যাথলিটেরা ১০টি করে পদক জিতেছেন। ভারোত্তোলকেরা জিতেছেন আটটি। প্যারা অ্যাথলিটেরা দিয়েছেন ছ’টি পদক। গুলবীর সিংহ ১০ হাজার মিটারে রুপো এবং ৫০০০ মিটারে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন।

অলিম্পিক্স, এশিয়ান গেমস বা কমনওয়েলথ গেমসের প্রস্তুতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সম্ভাব্য খেলোয়াড়দের অনুদান বা সাহায্য দেয়। দু’ভাগে টাকা পান খেলোয়াড়েরা। কমনওয়েলথ গেমসে অংশগ্রহণকারীরাও সরকারি সাহায্য পেয়েছেন। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গুলবীর টার্গেট অলিম্পিক পোডিয়াম প্রকল্পে গত চার বছরে প্রস্তুতির জন্য পেয়েছেন ৩০ লাখ ৪০ হাজার টাকা। আবার প্রস্তুতি এবং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য শেষ এক বছরে পেয়েছেন ২৫ লাখ ৩২ হাজার টাকা। অর্থাৎ মোট ৫৫ লাখ ৭২ হাজার টাকা পেয়েছেন তিনি। কমনওয়েলথ গেমসে পদকজয়ী অধিকাংশ খেলোয়াড়ই সরকারি সাহায্য পেয়েছেন। মীরাবাই চানু পেয়েছেন সব মিলিয়ে ১ কোটি ৮০ লাখ ২৮ হাজার ৭৬৯ টাকা। জুডোকা অস্মিতা দে পেয়েছেন সব মিলিয়ে ৩৫ লাখ ৫২ হাজার ২০৪ টাকা। নীরজ চোপড়ার জন্য কেন্দ্র খরচ করেছে ৬ কোটি ৬৫ লাখ ৫৪ হাজার ৭৮৩ টাকা। লভলিনা বরগোঁহাইয়ের প্রস্তুতির জন্য খরচ হয়েছে ৯৫ লাখ টাকার বেশি। কমনওয়েলথ গেমস পদকজয়ীদের মধ্যে সবকম আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন অ্যাথলিট শিল্পা শৈল। তিনি পেয়েছেন ১ লাখ ৯০ হাজার ৮৫৮ টাকা। এমন কেউ নেই যিনি, সরকারকে পাশে পাননি। ৩৮ জনই নানা ভাবে সাহায্য পেয়েছেন।কমনওয়েলথ গেমসে পদক জয়ী প্রত্যেক খেলোয়াড়ই কোনও কোনও সরকারি সাহায্য পেয়েছেন তাঁদের প্রস্তুতি এবং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের খরচ বাবদ। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পদক জিততে পারেন এমন সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়দের বেছে নেওয়া হয় বিভিন্ন মাপকাঠির ভিত্তিতে। অলিম্পিক্স, এশিয়ার গেমস, কমনওয়েলথ গেমস এবং বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের প্রস্তুতির জন্য আর্থিক সাহায্য করা হয়। যে ৩৮ জন গ্লাসগোয় পদক জিতেছেন, শুধু তাঁদের প্রস্তুতির জন্য খরচ হয়েছে ১৫ কোটি ৫৬ লাখ টাকা। কমনওয়েলথ গেমসে সব অংশগ্রহণকারীর প্রস্তুতির জন্য সরকার মোট খরচ করেছিল ৫৩ কোটি ৯ লাখ টাকা। এসেছে ৩৯টি পদক। অর্থাৎ প্রতিটি পদকের জন্য সরকারের খরচ হয়েছে ১ কোটি ৩৬ লাখ টাকা। শুধু সফলদের প্রস্তুতির খরচ ধরলেও পদক প্রতি খরচ হয়েছে ৩৯ লাখ ৮৯ হাজার ৭৪৪ টাকা।

ফিফা প্রেসিডেন্টের বিদায় নিশ্চিত?

ডোনাল্ড ট্রাম্পের আত্মীয়ের কাছে বিশ্বকাপ বিক্রি করে দেওয়ার ছক কষেছিলেন ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। কিন্তু ফুটবলবিশ্বের সমবেত প্রতিবাদে সেই ছক বানচাল হয়েছে। আর তারপর থেকেই ইনফান্তিনোকে কার্যত বয়কটের পথে হেঁটেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। বিশ্বকাপ শুরুর আগে গলায় গলায় বন্ধুত্ব ছিল ফিফা এবংআমেরিকার প্রেসিডেন্টের মধ্যে। কিন্তু সূত্রের খবর, বিশ্বকাপ মিটতেই ইনফান্তিনোকে ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন ট্রাম্প।

বিতর্কের সূত্রপাত বিশ্বকাপ ‘বিক্রি’র পরিকল্পনা থেকে। ইনফান্তিনোর প্রস্তাব ছিল, ‘ফিফা ফরোয়ার্ড এন্টারপ্রাইসেস’ নামে একটি পৃথক সংস্থা গড়া হতে পারে। বিশ্বকাপ ও ক্লাব বিশ্বকাপের মতো প্রতিযোগিতার বাণিজ্যিক পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে তাদের হাতে। সেই সংস্থার অন্তত ২১ শতাংশ মালিকানা বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের কাছে ছেড়ে দেওয়ার ভাবনা রয়েছে। কোন সংস্থা এই বিশ্বকাপ ‘কিনতে’ এগিয়ে আসছে? তার নাম থ্রাইভ ইটারনাল। মালিকের নাম জোশুয়া কুশনার। তাঁর আরও একটি পরিচয় আছে। তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জামাই জারেড কুশনারের ভাই।

কিন্তু বিশ্বকাপ বিক্রির প্রতিবাদে সরব হয় গোটা ফুটবলবিশ্বের একাধিক ফুটবল সংস্থা। শেষ পর্যন্ত বাতিল হয় ইনফান্তিনোর পরিকল্পনা। একইসঙ্গে ইনফান্তিনোর গদিও টলমল। একাধিক দেশ জানিয়েছে, আগামী বছর নির্বাচনে ইনফান্তিনোকে ভোট দেবে না তারা। এহেন পরিস্থিতিতে শক্তিশালী মার্কিন মুলুকের রাজনৈতিক সমর্থনের আশায় ছিলেন ইনফান্তিনো। বিপদের সময়ে ‘বন্ধু’ ট্রাম্প সাহায্য করবেন, সেই আশায় ফোন করেছিলেন। কিন্তু ট্রাম্প ইনফান্তিনোর ফোন ধরেননি, এমনটাই সূত্রের খবর।

সদ্যসমাপ্ত বিশ্বকাপে ট্রাম্পের একাধিক কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। রেফারিকে ঢুকতে না দেওয়া, ইরানের প্রতি বৈমাতৃসুলভ আচরণ থেকে শুরু করে চ্যাম্পিয়নের মঞ্চে ঢুকে পড়া-বারবার আঙুল উঠেছে মার্কিন প্রেসিডেন্টের দিকে। কিন্তু ‘বন্ধু’ ট্রাম্পকে বারবার আড়াল করেছেন ইনফান্তিনো। এমনকি ফিফার তরফে বিশেষ শান্তি পুরস্কার তৈরি করে সেটা তুলে দিয়েছেন ট্রাম্পের হাতে। কিন্তু এতকিছু করেও লাভ হল না। বিপদের দিনে ‘বন্ধু’ ইনফান্তিনোকে ত্যাগ করলেন ট্রাম্প। আগামী দিনে রাজনৈতিক সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে ফিফার গদি ধরে রাখার একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা ছিল ইনফান্তিনোর। কিন্তু সেটা সম্ভবত আর হবে না।

মাদ্রিদ দাবানলে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পুনর্গঠনে মেসির আর্থিক সহায়তা

মাদ্রিদ শহরের বাইরে দাবানলে ক্ষতিগ্রস্ত একটি এলাকা পুনর্গঠনে সহায়তার জন্য অর্থ দান করেছেন লিওনেল মেসি।কমিউনিটি অফ মাদ্রিদের সভাপতি ইসাবেল দিয়াস আয়ুসো জানান, এই কাজের জন্য ৮০ হাজার ইউরো (প্রায় ৯২ হাজার ডলার বা সাড়ে ৬৮ হাজার পাউন্ড) দিয়েছেন বার্সেলোনার কিংবদন্তি।সামাজিক মাধ্যমে আয়ুসো লিখেছেন, “আমি তাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং বলতে চাই যে, মাদ্রিদের জনগণ তাকে শিগগিরই স্বাগত জানাতে এবং তার প্রাপ্য সম্মান জানাতে মুখিয়ে আছে।” স্প্যানিশ রাজধানীর পশ্চিমের অঞ্চলটি আগুনে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, জমি ও সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে এবং বাসিন্দারা তাদের বাড়িঘর ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন।মেসি বরাবরই তার জনহিতকর কাজের জন্য পরিচিত এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে শিশু ও তরুণদের সহায়তা করার জন্য ২০০৭ সালে লিও মেসি ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন তিনি।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

নেশার বিরুদ্ধে প্রশাসনের সবস্তরকে আরও সমন্বিত ও কঠোর হওয়ার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট: নেশা ও অপরাধের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের শৈথিল্যের সুযোগ নেই। নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তুলতে প্রশাসনের সব স্তরকে আরও সমন্বিত, কঠোর ও ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রয়োজনে বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন করে ড্রাগস ও অপরাধের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে হবে। বিশেষ করে স্কুল-কলেজ সংলগ্ন এলাকা এবং অপরাধপ্রবণ স্থানগুলিতে পুলিশি নজরদারি ও টহল আরও জোরদার করতে হবে। আজ সচিবালয়ের ২ নং কনফারেন্স হলে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আয়োজিত টাস্ক মনিটরিং সিস্টেম-এর বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমাজকে মাদকের অভিশাপ থেকে মুক্ত রাখতে পুলিশ ও প্রশাসনকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। তিনি অপরাধপ্রবণ এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করে নিয়মিত পুলিশি টহল জোরদার করার নির্দেশ দেন। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জিবি হাসপাতাল এলাকাকে অপরাধমুক্ত রাখতে সিসিটিভির মাধ্যমে সার্বক্ষণিক নজরদারি এবং অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

পর্যটন শিল্পের বিকাশে পরিচ্ছন্ন পরিবেশের গুরুত্ব তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার পর্যটন সম্ভাবনা জাতীয় স্তরেও প্রশংসিত হয়েছে। তাই ছবিমুড়া, ঊনকোটি, ডুম্বুর, নীরমহলসহ রাজ্যের সব পর্যটন কেন্দ্রকে সর্বদা পরিচ্ছন্ন ও আকর্ষণীয় রাখতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর সহ জেলা প্রশাসনকে নিয়মিত ক্ষেত্র পরিদর্শন ও কার্যকর নজরদারির নির্দেশ দেন তিনি।

আগামী ৯ থেকে ১৭ আগস্ট অনুষ্ঠিতব্য "হর ঘর তিরঙ্গা" কর্মসূচি এবং বন্দে মাতরম-এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য মুখ্যমন্ত্রী জেলা শাসকদের সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন। তিনি জানান, আগামী ১১ আগস্ট উজ্জয়ন্তপ্রাসাদে রাজ্যস্তরের মূল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে এবং এই জাতীয় কর্মসূচিকে সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে সফল করে তোলার আহ্বান জানান।

শিক্ষাক্ষেত্রের প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকারি বিদ্যালয়গুলির উন্নয়নে সরকার বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে। তাই শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির পাশাপাশি বিদ্যালয়ের সার্বিক পরিবেশ, পরিচ্ছন্নতা যথা, নোটিশ বোর্ড হালনাগাদ, পরিকাঠামো এবং পাঠদানের মান নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তিনি জেলা শাসকদের বিদ্যালয় পরিদর্শন আরও জোরদার করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের শিথিলতা গ্রহণযোগ্য হবেনা। মুখ্যমন্ত্রী সবস্তরের অধিকারিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, মানুষের সাথে নম্রতার সঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে। সহনশীল মনন নিয়ে কাজ করার পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ ও পানীয় জল পরিষেবার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কেও বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। তিনি বলেন, বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় বজায় রেখে দ্রুত সমস্যার সমাধান করতে হবে। একইসঙ্গে জেলা হাসপাতাল, সমাজকল্যাণ দপ্তর পরিচালিত বিভিন্ন হোম, ছাত্রাবাস, শিশু টিকাকরণ কর্মসূচি, গণবন্টন ব্যবস্থা, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এবং পশু স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির পরিষেবা সম্পর্কেও খোঁজখবর নেন। জল জীবন মিশনের আওতায় বর্তমানে প্রায় ৮৫ থেকে ৮৬ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে উল্লেখ করে তিনি অবশিষ্ট কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন। বিশেষ করে খোয়াই জেলার মতো জলসংকটপূর্ণ এলাকায় উদ্ভাবনী ও বাস্তবসম্মত উদ্যোগ গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়াও কৈলাশহর বিমানবন্দর চালুর অগ্রগতি সম্পর্কেও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের কাছ থেকে বিস্তারিত তথ্য নেন।

প্রশাসনিক কার্যক্রম আরও জনমুখী করার উপর গুরুত্ব দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংবেদনশীল ও নম্র আচরণের মাধ্যমে প্রশাসনিক সেবা নিশ্চিত করতে হবে। জেলা শাসকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, জেলার সামগ্রিক প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের ওপর সার্বিক নজরদারি রেখে প্রতিটি দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করতে হবে। বৈঠকের শেষে তিনি রাজ্যের জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারদের কাজের প্রশংসা করে মানুষের কল্যাণে আরও নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানান।

সভার শুরুতে মুখ্যমন্ত্রীর সচিব তথা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্তে সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে টাস্ক মনিটরিং সিস্টেমের সার্বিক কার্যপ্রণালী মুখ্যমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরেন। পরবর্তীতে তিনি বৈঠকের কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

বৈঠকে বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান সচিব, সচিব, অধিকর্তা এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ভার্চুয়ালি রাজ্যের আটটি জেলার জেলা শাসক, জেলা পুলিশ আধিকারিক এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকগণ বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।

কলাছড়া স্টেশনে নির্ধারিত স্থানে না থেমে এগিয়ে গেল সাব্রুম-আগরতলা যাত্রীবাহী ট্রেন ভোগান্তিতে যাত্রীরা

সাব্রুম, ৫ আগস্ট: বুধবার সকালে সাব্রুম রেল স্টেশন থেকে আগরতলাগামী যাত্রীবাহী ট্রেন নির্ধারিত সময়ে যাত্রা শুরু করে। তবে কলাছড়া রেল স্টেশনে পৌঁছে ট্রেনটি নির্ধারিত প্ল্যাটফর্মের নির্দিষ্ট স্থানে না থেমে অনেকটা সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে চলে যায় ট্রেন। এর ফলে স্টেশনে অপেক্ষমাণ যাত্রীদের ট্রেনে ওঠা-নামায় চরম ভোগান্তির সৃষ্টি হয়।

বিশেষ করে প্রবীণ, নারী ও শিশুদের সবচেয়ে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অনেক যাত্রীকে ব্যাগপত্র নিয়ে দীর্ঘ পথ দৌড়ে ট্রেনের কাছে পৌঁছাতে দেখা যায়, যা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন উপস্থিত সাধারণ মানুষ। যাত্রীদের অভিযোগ, এ ধরনের অসাবধানতা ভবিষ্যতে বড় ধরনের দুর্ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করে ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়, সেই দাবিই জানিয়েছেন তাঁরা। পাশাপাশি রেল কর্তৃপক্ষের কাছে ট্রেন পরিচালনায় আরও সতর্কতা অবলম্বনেরও আবেদন জানান সাধারণ যাত্রীরা।

সোনামুড়া মহকুমা হাসপাতালে আল্ট্রা সোনোগ্রাফি পরিষেবা চালু

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৫ আগস্ট: গর্ভবতী মহিলাদের নিরাপদ প্রসব নিশ্চিত করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের কাছে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সোনামুড়া মহকুমা হাসপাতালে চালু করা হয়েছে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি (ইউ.এস.জি.) পরিষেবার। উক্ত পরিষেবায় নিয়োজিত রয়েছেন সোনোলজিস্ট ডা. ননীগোপাল রিয়াং এবং সোনামুড়া মহকুমা হাসপাতালের স্ত্রী ও প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. রজত গোস্বামী।

কেমরুনের নাগরিক গ্রেফতার, ৩ দিনের পুলিশ রিমান্ড

বিলোনিয়া, ৫ আগস্ট: দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়া মহকুমার ঈশানচন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বল্লামুখা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের অভিযোগে কেমরুনের এক নাগরিককে আটক করেছে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। পরে তাঁকে বিলোনিয়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ধৃতের নাম পিটার্স মোল্লা (৪১)। তাঁর বাড়ি আফ্রিকার দেশ কেমরুনে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। জানা যায়, বল্লামুখা সীমান্তে টহলরত ৪৩ নম্বর বিএসএফ ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা সন্দেহজনকভাবে সীমান্ত অতিক্রমের সময় তাঁকে আটক করেন। এরপর বিএসএফ ক্যাম্পে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ ও

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিজেদের ৯ দফা দাবি বাস্তবায়নে মহাকরণ অভিযান ক্ষুদ্র পণ্যবাহী যান চালক সংঘের

আগরতলা, ৫ আগস্ট: দীর্ঘদিনের বিভিন্ন দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বুধবার মহাকরণ অভিযান সংগঠিত করল ত্রিপুরা ক্ষুদ্র পণ্যবাহী যান চালক সংঘ। এদিন আগরতলা টাউন হলের সামনে থেকে সংগঠনের উদ্যোগে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পরিক্রমা করে মহাকরণের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ক্ষুদ্র পণ্যবাহী যান চালকদের দীর্ঘদিনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবিতে মোট ৯ দফা দাবি উত্থাপন করা হয়েছে। দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে চালকদের স্বার্থরক্ষা, প্রশাসনিক জটিলতা দূরীকরণ, প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এদিকে ক্ষুদ্র পণ্যবাহী যানচালক সংঘের মিছিলটি মহাকরণের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে সার্কিট হাউস এলাকায় পুলিশ তাদের আটকে দেয়। সেখানে পুলিশের বাধা অতিক্রম করে মহাকরণের দিকে এগিয়ে যেতে চায় যানচালক সংঘের কর্মীরা। কিন্তু তারা ব্যর্থ হন। পরবর্তীতে তাদের এক প্রতিনিধি দল মহাকরণে পৌঁছায়।

মহাকরণে পৌঁছে সংগঠনের একটি প্রতিনিধিদল পরিবহনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর উদ্দেশ্যে একটি স্মারকলিপি পেশ করে এবং ডেপুটেশন প্রদান করে। সংগঠনের নেতৃত্বের আশা, সরকার তাদের দাবিগুলিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

ঋণের প্রলোভনে ১৩ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ, টাকা ফেরতের দাবিতে সন্তানদের নিয়ে থানায় ভুক্তভোগীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৫ আগস্ট: সহজ শর্তে বেশি পরিমাণ ঋণ পাইয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে শ্রমজীবী ও নিম্ন আয়ের মানুষের কাছ থেকে প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে সিপাহিজলা জেলার বিশালগড়ের রঘুনাথপুর এলাকায়। প্রতারিত বলে দাবি করা গ্রাহকরা তাঁদের কষ্টার্জিত টাকা ফেরতের দাবিতে সন্তানদের নিয়ে থানার দ্বারস্থ হয়েছেন।

অভিযোগ, একটি মাইক্রো ফাইন্যান্স সংস্থার এক কর্মী গ্রাহকদের আশ্বাস দেন যে, নিয়মিত ঋণের পাশাপাশি তাঁদের জন্য অতিরিক্ত অঙ্কের ঋণের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। সেই আশ্বাসে বিশ্বাস করে এলাকার একাধিক দরিদ্র ও শ্রমজীবী পরিবার তাঁর হাতে বিভিন্ন সময়ে অর্থ তুলে দেন। ভুক্তভোগীদের দাবি, এভাবে বিভিন্ন গ্রাহকের কাছ থেকে মোট প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা হয়।

পরবর্তীতে সংস্থার প্রতিনিধিরা নিয়মিত ঋণের কিস্তি সংগ্রহ করতে এলাকায় এলে গ্রাহকরা জানতে পারেন, অতিরিক্ত ঋণের জন্য জমা দেওয়া অর্থ সংস্থার হিসাবে জমা পড়েনি। এরপর সংস্থার ওই কর্মীর বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ ওঠে। ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, বারবার টাকা ফেরতের দাবি জানিয়েও কোনো সুরাহা না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত নারী-পুরুষসহ বহু গ্রাহক তাঁদের সন্তানদের নিয়ে থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

ক্ষতিগ্রস্তদের দাবি, তাঁদের অধিকাংশই দিনমজুর ও নিম্ন আয়ের পরিবারের সদস্য। সংসারের প্রয়োজন মেটাতে এবং আর্থিক স্বাবলম্বিতার আশায় কষ্টার্জিত অর্থ ঋণের প্রত্যাশায় জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন সেই টাকা ফিরে না পাওয়ায় পরিবার নিয়ে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন। এদিকে, অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ বিষয়টির তদন্ত শুরু করেছে। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি উঠেছে।

কুকুর হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার মাংস বিক্রেতা ইমান হোসেন, আদালতে পেশ

আগরতলা, ৫ আগস্ট: কুকুর হত্যার অভিযোগে অবশেষে গ্রেপ্তার হলেন মাংস বিক্রেতা ইমান হোসেন। বুধবার সকালে যাত্রাপুর থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সকাল প্রায় ১০টা নাগাদ ইমান হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে আইনানুগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে দুপুর প্রায় ১২টার দিকে তাঁকে আদালতে পেশ করা হয়।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যাত্রাপুর থানা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের একাংশ ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের পাশাপাশি দোষী প্রমাণিত হলে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। তবে পুলিশ এখনও এ ঘটনায় তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

আগরতলায় বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশনে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস

আগরতলা, ৫ আগস্ট: যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে আগরতলায় অবস্থিত বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশন কার্যালয়ে জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস পালন করা হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিহত শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় এবং তাঁদের আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনায় বিশেষ দোয়া ও প্রার্থনার আয়োজন করা হয়।অনুষ্ঠানে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের তাৎপর্য, এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়। বক্তারা শহীদদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে বলেন, তাঁদের অবদান ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলায় নিযুক্ত বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনার, বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। এছাড়াও ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, আমন্ত্রিত অতিথি এবং প্রবাসী বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের সদস্যরাও অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

আলোচনা পর্বে বক্তারা বাংলাদেশ-ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং জনগণের মধ্যে সৌহার্দ্য আরও সুদৃঢ় করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। একই সঙ্গে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনা ধারণ করে শান্তি, গণতন্ত্র ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানো হয়। শ্রদ্ধা নিবেদন, দোয়া মাহফিল এবং আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী কর্মসূচি শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং তাঁদের আত্মত্যাগকে চিরস্মরণীয় বলে অভিহিত করেন।

অসহায় কৃষকের পাশে গ্রাম প্রধান, স্বেচ্ছাশ্রমে সম্পন্ন হল ২ কানি জমিতে ধান রোপণ

আগরতলা, ৫ আগস্ট: গাছ থেকে পড়ে পা ভেঙে যাওয়ায় চলতি আমন মরশুমে নিজের ২ কানি জমিতে চাষ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন কেকেনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কৃষক স্বপন পাল। চারদিকে অন্যান্য কৃষকের জমিতে ধান রোপণের কাজ চললেও নিজের জমি অনাবাদি থেকে যাওয়ার আশঙ্কায় তিনি দুশ্চিন্তায় পড়েন।

এমন পরিস্থিতিতে স্বপন পাল কেকেনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিজয় মজুমদারের কাছে সাহায্যের আবেদন জানান। বিষয়টি জানার পর গ্রাম প্রধান নিজ উদ্যোগে সহকর্মীদের নিয়ে কৃষকের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। বুধবার সকালে বিজয় মজুমদারের নেতৃত্বে প্রায় ৩০ জন স্বেচ্ছাসেবী মাঠে নেমে ধান রোপণের কাজে অংশ নেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শ্যামল মহুরী, ২ নম্বর বুথের সভাপতি কর্নজিত পাল, সুদেব পাল-সহ আরও অনেকে। টানা প্রায় দুই ঘণ্টার পরিশ্রমে স্বপন পালের সম্পূর্ণ ২ কানি জমিতে ধান রোপণের কাজ সম্পন্ন হয়। গ্রাম প্রধান ও তাঁর সহকর্মীদের এই মানবিক উদ্যোগ এলাকাজুড়ে প্রশংসিত হয়েছে। স্থানীয়দের মতে, রাজনৈতিক পরিচয়ের উর্ধ্বে উঠে একজন অসহায় কৃষকের পাশে দাঁড়িয়ে মানবিকতার উজ্জ্বল নজির স্থাপন করেছেন বিজয় মজুমদার ও তাঁর সহকর্মীরা। এই উদ্যোগ সামাজিক সংহতি ও পারস্পরিক সহযোগিতার এক ইতিবাচক বার্তা বহন করেছে।

আর্থিক লেনদেনকে কেন্দ্র করে সরলায় দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৪

ধর্মনগর, ৫ আগস্ট: উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর মহকুমার কদমতলা থানাধীন সরলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নম্বর ওয়ার্ডে আর্থিক লেনদেনকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মঙ্গলবার সংঘটিত এই ঘটনায় উভয় পক্ষের মোট চারজন আহত হন। তাঁদের মধ্যে দুজন বর্তমানে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, অভিজিৎ পাল নামে এক ব্যক্তি আদালতের চুক্তিপত্রের ভিত্তিতে দেবজিৎ দেব নামে অপর এক ব্যক্তিকে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ধার দেন। পরবর্তীতে ওই অর্থ পরিশোধকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয়।

দেবজিৎ দেবের দাবি, তিনি ইতিমধ্যেই ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা পরিশোধ করেছেন। অন্যদিকে অভিজিৎ পালের অভিযোগ, তিনি মাত্র ৩০ হাজার টাকা ফেরত পেয়েছেন এবং বাকি অর্থ এখনও বকেয়া রয়েছে। এই আর্থিক লেনদেনকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরেই উভয় পক্ষের মধ্যে মতবিরোধ চলছিল বলে জানা গেছে।

মঙ্গলবার বিষয়টি নিয়ে ফের বচসা শুরু হলে তা একসময় হাতাহাতি ও সংঘর্ষে রূপ নেয়। এতে উভয় পক্ষের চারজন আহত হন। আহতদের প্রথমে কদমতলা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে চিকিৎসকদের পরামর্শে তাঁদের ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, আহতদের মধ্যে অভিজিৎ পাল ও বিশ্বজিৎ দেবকে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। অপর দুইজন প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন।

এদিকে, এক পক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে কদমতলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অপর পক্ষও পাল্টা অভিযোগ দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানা গেছে। ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং তদন্তের পর প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কদমতলায় নাবালিকাকে অপহরণ ও ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার এক, আজ আদালতে পেশ

ধর্মনগর, ৫ আগস্ট: উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা থানাধীন রানীবাড়ী এলাকায় নবম শ্রেণির এক নাবালিকাকে অপহরণ ও ধর্ষণের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে কদমতলা থানার পুলিশ। অভিযুক্তকে বৃহস্পতিবার ধর্মনগর জেলা আদালতে পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে পেশ করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ৩১ জুলাই নাবালিকাকে তার বাড়ির সামনে থেকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগে পরিবারের পক্ষ থেকে কদমতলা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগে অভিযুক্ত হিসেবে রবীন্দ্র মুন্ডা (৪৫)-র নাম উল্লেখ করা হয়। অভিযুক্তের বাড়ি কদমতলা থানার অন্তর্গত সাত সঙ্গম গ্রাম পঞ্চায়েতের খুলিডর ৪ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায়।

অভিযোগের ভিত্তিতে কদমতলা থানার পুলিশ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) ১৩৭(২), ১২৭(২) ও ৬৫(১) ধারার পাশাপাশি পকসো আইনের ৪ ধারায় মামলা (নং-৪৩/২০২৬) রুজু করে তদন্ত শুরু করে। তদন্ত চলাকালীন গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বুধবার রাতে মূল অভিযুক্ত রবীন্দ্র মুন্ডাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় পুলিশ।

কদমতলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, অভিযুক্তকে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে আজ ধর্মনগর জেলা আদালতে পেশ করা হবে। মামলার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

পূজার আগেই এসটিজিটি উত্তীর্ণদের ফলাফল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার চেষ্টা চলছে, জানালেন টিআরবিটি চেয়ারম্যান

আগরতলা, ৫ আগস্ট: এসটিজিটি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের চার মাস পেরিয়ে গেলেও এখনও ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া শুরু না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা। নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার দাবিতে বুধবার তাঁরা ত্রিপুরা শিক্ষক নিয়োগ বোর্ড (টিআরবিটি)-এর চেয়ারম্যানের কাছে একটি ডেপুটেশন প্রদান করেন।

প্রার্থীদের অভিযোগ, ফলাফল প্রকাশের পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া শুরু না হওয়ায় নিয়োগ প্রক্রিয়া কার্যত আটকে রয়েছে। এর ফলে চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগ বাড়ছে। অনেকেই ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের পরিকল্পনা করতে পারছেন না বলেও দাবি করেন।

ডেপুটেশনের মাধ্যমে প্রার্থীরা দ্রুত ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া শুরু করার পাশাপাশি কবে নাগাদ তা সম্পন্ন হবে এবং চূড়ান্ত মেধাতালিকা প্রকাশ করা হবে, সে বিষয়ে নির্দিষ্ট সময়সূচি ঘোষণার দাবি জানান। তাঁদের বক্তব্য, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অযথা বিলম্ব না করে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে দীর্ঘদিনের অপেক্ষার অবসান ঘটবে।

এদিকে, বিষয়টি নিয়ে টিআরবিটি চেয়ারম্যান প্রত্যুষ রঞ্জন দেব জানান, চাকুরী প্রার্থীরা ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। রাজ্য সরকার ও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু টিআরবিটি চেয়ারম্যান জানান, ২০১৫ সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত টি আর বেটি প্রতিবছর দুইটার বেশি পরীক্ষা নেয়নি। কিন্তু এ বছরই এক বছর ২৬ মাস সময়ের মধ্যে সাতটি পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। টেট এবং এসটিজিটি ছাড়া বাকি পাঁচটি পরীক্ষার ফলাফল ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। টেট পরীক্ষার ফলাফলের বিষয়েও টিআরবি টি কাজ শুরু করেছিল।

কিন্তু আদালতের রায়ে যাদের টেট সার্টিফিকেট দেওয়া হয়নি তারা পূর্বে কোথায় কাজ করতো সেটি যাচাই করতে গিয়ে টিআরবিটির অনেকটা সময় লেগে যায়। কেননা অনেকেই রয়েছেন যারা বহি রাজ্যে কাজ করতেন, সে জায়গায় গিয়ে সেখানে সেই তথ্য ভেরিফিকেশন করতে হয়।

ফলে সেই কাজে অনেকটাই সময় লাগছে। তিনি আরো জানান, টিআরবিটিতে যারা সদস্য তারা প্রত্যেকেই বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপক।

ফলে সারা বছর তারা এখানে কাজ করেন না, এ নিয়েও সমস্যায় পড়তে হয়। তবুও পুজোর আগে বাকি পরীক্ষাগুলির ফলাফল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পূর্ণ চেষ্টা করা হবে বলে জানান তিনি।

চন্দ্রপুরে মহিলার গলার চেইন ছিনতাই, সিসিটিভিতে ধরা পড়ল অভিযুক্তদের গতিবিধি

আগরতলা, ৫ আগস্ট: রাজধানী আগরতলার চন্দ্রপুর এলাকায় এক মহিলার গলার সোনার চেইন ছিনতাইয়ের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, মোটরসাইকেলে এসে দুই যুবক মুহূর্তের মধ্যে চেইন ছিনিয়ে দ্রুত এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। ঘটনার কিছু অংশ আশপাশের সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে বলে জানা গেছে।

জানা গিয়েছে, গতকাল চন্দ্রপুর এলাকায় ওই মহিলা রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় একটি মোটরসাইকেলে চেপে দুই যুবক তাঁর কাছে আসে। অভিযোগ, বাইকে থাকা একজন যুবক আচমকাই মহিলার গলা থেকে সোনার চেইন ছিনিয়ে নেয়। এরপর দু'জন দ্রুত মোটরসাইকেল নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

ঘটনার পর আশপাশের লোকজন ছুটে এলেও ততক্ষণে অভিযুক্তরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। পরে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তদের গতিবিধি ধরা পড়েছে বলে জানা যায়।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। সিসিটিভি ফুটেজের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের পরিচয় শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

প্রকাশ্য দিবালোকে এই ছিনতাইয়ের ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি এলাকায় পুলিশি নজরদারি আরও জোরদার করা হোক।

গ্রাহকদের জন্য বিশেষ সুবিধা, পান্না মোটরসের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করল ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক

আগরতলা, ৫ আগস্ট: গ্রাহক পরিষেবাকে আরও উন্নত ও আকর্ষণীয় করে তুলতে পান্না মোটরসের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক। পান্না মোটরস হলো স্টেলান্টিস অটোমোবাইলস ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এর অনুমোদিত ডিলার।

বুধবার আগরতলায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির ফলে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের গ্রাহক এবং কর্মীরা সিট্রোয়েন ব্র্যান্ডের গাড়ি কেনার ক্ষেত্রে বিশেষ আর্থিক সুবিধা, আকর্ষণীয় অফার এবং একাধিক এক্সক্লুসিভ সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন। ব্যাংক কর্তৃপক্ষের মতে, এই উদ্যোগ গ্রাহক পরিষেবায় নতুন মাত্রা যোগ করবে এবং গ্রাহকদের জন্য অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন নিশ্চিত করবে।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas